শ্রীমন্ত্র-ভাগবতম্।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরি-কৃতা-সোদ্ধৃত-
মন্ত্ররহস্য-প্রকাশিকা-
ব্যাখ্যোপেতম্।

অশেষ-শাস্ত্রদর্শি-ভক্তি রঞ্জনোপাধিক—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রি বেদান্তভূষণেন

পরিদর্শিতং সংশোধিতঞ্চ।

বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশক—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতিনা

বঙ্গভাষয়ানুদিতং সম্পাদিতঞ্চ।

জেলা—হুগলী, পোঃ—আলাটী।

"শ্রীভক্তিপ্রভা"—কার্য্যালয়তঃ

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদেন

প্রকাশিতম্।

সন ১৩৩১।

মূল্য—১।০ টাকা মাত্র।

কাত্যায়নী-মেসিন প্রেস।
প্রিণ্টার :—শ্রীঅমৃতলাল সরকার
৩৯।১ শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা।

ঘটনাক্রমে সেদিন দেখিলাম যে বঙ্গানুবাদ কাদম্বরীর ভূমিকাতে রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা গল্প মাত্র। কি দুঃখের বিষয় কারণ জনকপুরীতে যে ভগ্ন হরধনু এক্ষণও বর্ত্তমান, সেতুবন্ধকে ইংরাজগণও "Adam's dridge" কহেন, যে কুরুক্ষেত্রে এক্ষণও শত সহস্র যোগী ধ্যানমগ্ন সে সমুদায় ঘটনা ও গল্প। শ্রীমদ্ভাগবতের ঘটনা ও গল্প নহে; তাহা বেদেও বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদ, সমুদায় পুস্তক অপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের ঘটনা বর্ণিত আছে। মন্ত্র-ভাগবতে ঋগ্বেদের আবশ্যকীয় সূক্ত বা মন্ত্র বর্ণিত আছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন দাস অধিকারী তত্ত্ব বাচস্পতি মহাশয়কে বহুকাল হইতে জানি। তিনি অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন; অন্যান্য লোকের ন্যায় চর্ব্বিত চর্ব্বণ করেন না। বহরমপুর নিবাসী অধুনা গোলকবাসী পূজ্যপাদ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয় তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি সটীক শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্ বঙ্গানুবাদ সহিত মুদ্রিত করাইতেছেন; যদিও বৃন্দাবনধাম নিবাসী অধুনা গোলকবাসী পণ্ডিত রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুপাদ তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তত্ত্ববাচস্পতি কৃত অনুবাদ তাহা অপেক্ষা শতগুণে উত্তম

হইয়াছে কারণ আবশ্যকীয় প্রাচীন কবিগণের পদগুলি সন্নিবেশিত করিয়া মধুর হইতেও মধুর করিয়াছেন! তিনি "রাধারসসুধানিধি" প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাচীন পুস্তক লোক চক্ষে আনয়ন করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন; ঐ সকল পুস্তক এতাবৎকাল মধ্যে কেহ হস্তার্পণ করেন নাই। তিনি অকিঞ্চন বৈষ্ণব, যদি কোন জমীদার কিম্বা রাজা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতেন তাহা হইলে তিনি দ্রুত গতিতে "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্" ও "শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পু" গ্রন্থদ্বয় এতদিন সম্পূর্ণ করিতেন। তিনি বৃথা গল্প বা নভেল প্রকাশিত করিয়া অর্থ দিকে দৃষ্টি রাখিলে এতদিন অনেক পুস্তক বাহির করিতে ও অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন কিন্তু চৌরাশি লক্ষ জন্মের পর দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া সে জন্ম বৃথা বহির্ম্মুখ পুস্তক পাঠ করিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা পাদর জোপম অর্থ দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তিনি ধর্ম্ম গ্রন্থ বাহির করিয়া মনুষ্যগণের অন্ধকার পূর্ণ হৃদয়কে আলোকিত করিতেছেন! তাঁহার অধ্যবসায় ও প্রশংসার্হ কারণ কোন সাহায্যদাতা নাই—তথাপি তাঁহার "বৈষ্ণব সঙ্গিনী" মাসিক পত্রিকা উনবিংশ বৎসর চলিতেছে—অথচ অধিক গ্রাহক নাই—পক্ববদরিকোপম নভেল ত্যাগ করিয়া শুষ্ক নারিকেল কে আস্বাদন করিতে চাহে! এখনকার লোকের প্রবৃত্তিকে ও ধন্য! বৃথা গল্পপূর্ণ মাসিক পত্রিকার কত গ্রাহক কিন্তু পরমার্থ প্রদায়িনী বৈষ্ণব সঙ্গিনী ভক্তিপ্রভার" কয়েক

জন গ্রাহক ? কি প্রকারে তিনি এই ব্যয়ভার বহন করিতেছেন তাহা লীলাময়ই জানেন ! এরূপ মহান্ পুরুষ যদি বঙ্গে আরও ৪।৫টী উদ্ভব হইতেন তাহা হইলে বৈষ্ণব শাস্ত্র আরও কত প্রকাশিত হইত। পরম করুণাময় শ্রীমন্মহা প্রভুর কি ইচ্ছা তাহা তিনিই জানেন। তত্ত্ব বাচস্পতি মহাশয় এই মন্ত্র ভাগবতম্ বাহির করিয়া জগতের যে কত উপকার করিলেন তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণলীলাকে গল্প বলিয়া মনে করেন তাঁহারা এক এক মন্ত্রে দেখিবেন যে শ্রীকৃষ্ণলীলা অতি প্রাচীন ঋগ্বেদেও বর্ণিত আছেন। তাহাতেও কোন মূঢ় না মানেন তাহা হইলে তিনি বিধিবঞ্চিত ভিন্ন কি বলিতে পারি ! আমি অভাজন কি বলিব, তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এইরূপ দুর্লভ গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া জীবকে শিক্ষা প্রদান করুন। ভগবানে প্রার্থনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ,
ভক্তিরঞ্জন।
আকুই বর্দ্ধমান।

নিবেদন।

সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণ চরিত" আলোচনার পর হইতে আধুনিক শিক্ষিত-সমাজে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-তত্ত্বানুশীলনের একটী প্রবল উদ্দীপনা জাগরিত হইয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনায় অভিলাষী হন, তাঁহারা সাধনাভিজ্ঞতাব দ্বারা শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশে যত্নপর না হইয়া কেবল স্ব স্ব বুদ্ধি-প্রতিভা ও কল্পনা-বলেই এই বেদগোপ্য কৃষ্ণলীলামৃতের আস্বাদগ্রহণের প্রয়াস পান। ইহাতে তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম-সৌন্দর্য্যরসের মধুরাস্বাদে বিভোর না হইয়া কুতর্কের কুটিল আবর্ত্তে পড়িয়া নানাবিধ শঙ্কা-সন্দেহে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। আনন্দের অনুসন্ধান করিতে গিয়া নিরানন্দের গভীরতম কূপে আপতিত হন; সুতরাং তাঁহাদের সুমধুর কৃষ্ণলীলামৃত রসের প্রকৃত মর্ম্ম সর্ব্বথা অনাস্বাদ্য রহিয়া যায়। তাঁহারা পুরাণবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকে 'পৌরাণিক কল্পনা' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে একজন মানুষের মত 'ঐতিহাসিক ব্যক্তি' বলিতেও সঙ্কুচিত হন না। তাঁহারা আরও বলেন—"এই কৃষ্ণাবতারের সন্ধান মুখ্যভাবে কেবল পুরাণ ইতিহাসেই পাওয়া যায় এবং শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ লোকে একজন দেবতা মাত্র মনে করিয়া থাকে। আর দেবতাতে ব্রহ্মজ্ঞান এদেশে নূতন নহে। ইত্যাদি।

এইরূপ কাল্পনিক অপসিদ্ধান্ত প্রকাশিত করিয়া যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গে কালিমা লেপন করেন এবং সরলপ্রাণ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদের হৃদয়ক্ষেত্রে সন্দেহ-বীজ বপন করিয়া নিজেকে একটা মস্ত ধর্ম্ম-সংস্কারক বলিয়া গৌরব অনুভব করেন, তাঁহারা যে ঘোর অজ্ঞ—মহামূঢ়, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষং দেহমাশ্রিতম্।"

এই সকল অজ্ঞতম ব্যক্তিরাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি কৃষ্ণলীলার মহাগ্রন্থগুলিকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন,—এমন কি, বেদবেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীভাগবতকেও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকার বোপদেব-রচিত বলিতেও শঙ্কিত হন না। বোপদেব যদি শ্রীভাগবতের রচয়িতা, হইতেন, তাহা হ'লে তাঁহার "হরিলীলা" ও "মুক্তাফল" নামক দুইখানি ভাগবতের টীকা রচনা করিবার প্রয়োজন কি ছিল? সুতরাং বুঝিতে হইবে,—মহাত্মা বোপদেব উক্ত ২ খানি টীকা রচনা দ্বারা ভক্তি সিদ্ধান্তের মহোদধি শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদন করিয়া স্বীয় শুষ্ক হৃদয়কে প্রেম-সারস্যের মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন॥

শ্রীভাগবত যে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিপুল ভক্তিময়ী সাধনার সারসিদ্ধি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীভাগবত বেদ বেদান্তের মধুময় নির্য্যাস—নিগম কল্পতরুর সুপক্ক ফল। শ্রীমান্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লৈয়া ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় রচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবতের শ্লোক উপনিষদ্ একমত॥
এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিক্‌দরশন।
এইমত ভাগবতের শ্লোক ঋক্ সম॥ চৈঃ চঃ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীমহাপ্রভু শ্রীভাগবতের ৮ম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ের ১০ম শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"আত্মাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্ ॥"

অর্থাৎ এই লোকে যে কিছু পদার্থ আছে সে সকলই ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত। অতএব ঈশ্বর যাহা অর্পণ করিয়াছেন তদ্দ্বারাই ভোগ সম্পন্ন কর আপনার নিমিত্ত কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না।

ঈষোপনিষদে ঠিক একই বাক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্ ॥"

অতএব উপনিষদ্ ও ভাগবতের এক-বাক্যতা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। ভাগবতের প্রত্যেক তত্ত্বসিদ্ধান্তই উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি তাহা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে অবশ্য বোধগম্য হইবে।

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি (কাঠকে)
"যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি,
যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে।" (গোপালতাপনী)

উপনিষদের এই বাক্য সকলই গীতা ভাগবতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ এবং সকল বেদের প্রতিপাদ্য তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ, স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেহ্যহং।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাং ॥"
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ১১। ২১। ৪৩

অর্থাৎ বেদ যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান করে, আমাকেই দেবতারূপে প্রকাশ করে, আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে এবং প্রতিকূল

তর্ক খণ্ডন করিয়া আমাকেই স্থাপন করে। ইহাই সকল বেদের তাৎপর্য্য; শব্দরূপ বেদ মায়িক জগতের প্রতিষেধ করিয়া আমার অবতারাদি রূপ ভেদ কীর্ত্তন করে, পরে পরমার্থস্বরূপ আমি যে শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে আশ্রয় করিয়াই, প্রসন্নতা লাভ করে।

অতএব—

"গৌণ্য মুখ্যবৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥" চৈ চঃ ২।২০

মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্ববিদ্যাঃ সর্ব্বশাস্ত্রাঃ
সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সর্ব্বে ইজ্যাশ্চ কৃষ্ণঃ।"

গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং পরিব্যক্ত করিয়াছেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।"

উল্লিখিত প্রমাণ বাক্যসকল যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণভগবত্তাব্যঞ্জক তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে সকল বেদেরই প্রতিপাদ্য তত্ত্ব তাহা বেদমন্ত্রগুলি একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে অবশ্য উপলব্ধ হইবে। ভক্তি-সিদ্ধান্তের সূক্ষ্মদার্শনিক দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক মন্ত্রেই যে শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলাদি নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে তাহা সুস্পষ্ট বোধগম্য হইবে। অপৌরুষের শব্দ সমুদ্র বেদ হইতে অপৌরুষের কৃষ্ণতত্ত্ব-রত্ন উদ্ধার সাধনে যেমন গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণা আবশ্যক তেমনই উহা ভক্তিময়ী কঠোর সাধনা সাপেক্ষ।

আধুনিক কৃষ্ণতত্ত্ব সমালোচকগণের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন;— কৃষ্ণের নাম ঋগ্বেদে আছে বটে কিন্তু সে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন—

ঋজুতাপরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষির পিতা। ইনি অনেকগুলি সূক্তের ঋষি; অতএব ঋগ্বেদের কৃষ্ণকে ঋষিরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ঋগ্বেদের ৮ম, মণ্ডলে আর এক কৃষ্ণের নাম আছে, ইনি অনার্য্য রাজা ছিলেন। অথর্ব্ব-সংহিতায় এক কৃষ্ণের উল্লেখ আছে তিনি কৃষ্ণকেশী নামক একজন অসুরকে বধ করিয়াছিলেন সুতরাং বেদে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কোন উল্লেখ নাই। কেবল ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"অথৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ।"

অর্থাৎ অনন্তর আঙ্গিরসবংশীয় ঘোরনামক ঋষি দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার তীব্র আলোকে যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে—যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কাল্পনিক মতবাদকে অভ্রান্ত ঋষিবাক্য বলিয়া মান্য করেন, তাঁহারা ভারতীয় আর্য্যঋষিদের কঠোর সাধনালব্ধ ভূয়োদর্শনকেও 'ভুয়াবাজী' বলিয়া উপহাসে উড়াইয়া দিতে চাহেন। ইহা অপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? আমরা এই শ্রেণীর ইংরাজি শিক্ষিত মণীষিগণের মুখেই 'কৃষ্ণলীলা অবৈদিক—কৃষ্ণতত্ত্ব বেদে নাই' এইরূপ অশ্রাব্য-অসার কথা শুনিয়া থাকি। কিন্তু ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন।

"যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন॥"

ইহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখের উক্তি—এ উক্তি বেদ-বাক্য অপেক্ষাও নিত্য সত্য। ঋক্ মন্ত্রের প্রতিশব্দে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে যে শ্রীকৃষ্ণলীলার সুধা-লহরী পরিস্ফুট আছে, শ্রীভাগবতের প্রতি-পাদ্য কৃষ্ণলীলার বীজ ঋকমন্ত্রের অভ্যন্তরে অতি নিগূঢ়ভাবে নিহিত

আছে তাহা "মন্ত্র-ভাগবতম্" পাঠে সুস্পষ্ট ভাবে অবগত হওয়া যায়। এই "মন্ত্রভাগবতের" রচয়িতা, মহাভারতাদি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রী মদ্‌গোবিন্দ সুরীর পুত্র শ্রীমন্ নীলকণ্ঠ সুরী। তিনি ঋগ্বেদ হইতে কতকগুলি ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বেদমন্ত্রের অভ্যন্তরে কিরূপ ভাবে মধুর কৃষ্ণলীলার বীজ নিহিত আছে তাহার দিগদর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীভাগবত-প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণলীলা যে অবৈদিক নহে, তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন।

আমরা এই দুর্লভ গ্রন্থখানির এতদিন কেবল নাম মাত্রই শুনিয়া আসিতেছিলাম, এ পর্য্যন্ত উহার দর্শন লাভ ঘটে নাই পরে মেদিনীপুর হইতে পরম সুহৃদ্ ভক্তবর শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ মিত্র মহাশয় উক্ত গ্রন্থ বোম্বাই হইতে আনাইয়া স্বহস্তে বঙ্গাক্ষরে উহার কাপী করিয়া পাঠাইয়া দেন এবং বঙ্গানুবাদ সহ উহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তাহার সেই সানুরোধ উৎসাহই সাদৃশ অল্পজ্ঞ অর্ব্বাচীনকেও এই দুরূহ বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃদ্ধ করিয়াছে, এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অনন্তর বর্দ্ধমান—আকুই নিবাসী ও অশেষ শাস্ত্রাধ্যায়ী ঋষিকল্প পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্ত ভূষণ ভক্তিরঞ্জন মহোদয় যদি কৃপা স্নেহ প্রসাদে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রবল উদ্দীপনা না জাগাইয়া দিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এই শ্রীগ্রন্থ প্রকাশে আদৌ সমর্থ হইতাম না—ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। তিনি কৃপা করিয়া উদ্ধৃত ঋঙ্মন্ত্রগুলির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া এবং ভাষ্যধৃত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণেরও আকর গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিয়া গ্রন্থ সম্পাদনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাহার উপর সমগ্র গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত একবার দেখিয়া দেওয়ায় আজ ইহা সুধী সমাজে প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভে ধন্য হইতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন

পূর্ব্বক এ অযোগ্যাধমকে বিশেষ অনুগৃহীত ও উৎসাহিত করিয়াছেন। এই অযাচিত কৃপা বশতঃই হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহার অপরিশোধ্য স্নেহ-ঋণ-পাশে চির আবদ্ধ রহিলাম।

গ্রন্থখানি যে ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছি, একথা বলিবার সাহস বড়ই কম। কোনরূপে এই দুর্লভ শ্রীগ্রন্থের প্রতি বঙ্গীয় পাঠকবর্গের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণেরই অযথা প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ কোনরূপ ত্রুটি দেখিতে পাইলে অনুগ্রহ করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিবেন এবং আমাদিগকে জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহার যথাবিহিত সংশোধন করা হইবে। অনুবাদ যথাসাধ্য ভাষ্যানুযায়ী ও প্রাঞ্জল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সাফল্য সুধী পাঠকবর্গেরই বিচার সাপেক্ষ। এক্ষণে এই গ্রন্থ প্রকাশে বাঙ্গালা সাহিত্যের তথা বৈষ্ণব সাহিত্যের বিন্দুমাত্র উপকার হইলেও শ্রম ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিয়া সুখী হইব। অলমতি বিস্তরেণ।

পশ্চিমপাড়া,
আলাটী পোঃ, জেলা হুগলী
সন ১৩৩১ সাল।

অকিঞ্চন—
শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি।

উপক্রমণিকা।

সত্যং জ্ঞান মনন্তং যত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
প্রাপ্তুং মন্ত্রেষু গোপাল বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যতঃ॥১॥

নন্থ সত্যাদিলক্ষণমখণ্ডৈকরসং বিষ্ণোঃ পরমং পদং পদনীয়ং স্বরূপং চেন্নিরবদ্যম, তত্র বিদ্যাবৎ বিষয়াণি কর্ম্মাণিন সম্ভবন্তি॥ নিতরাং বিক্রিয়াপরাণাং মন্ত্রাণাং তৎপ্রকাশন মন্ত্রাণাং তৎ-প্রকাশন পরত্বং ন তু মান্ত্রকর্ম্মারগত্যা পরমপদপ্রাপ্তিঃ সম্ভবতীত্য যোগ্যোয়ং নিয়োগ ইতি চেৎ॥ সত্যম্॥ সন্তি

যাহা সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ, তাহাই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ সেই পরমপদ লাভের নিমিত্ত নিখিল মন্ত্রে গোপাল বিষ্ণুর অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম-নিচয় অর্থাৎ লীলা-মাহাত্ম্য দর্শনকর।

যদি বল, সত্যাদি-লক্ষণ-যুক্ত অখণ্ডৈকরস বিষ্ণুর পরমপদকে পদনীয় স্বরূপে গ্রহণ করিলে তাহা দোষের বিষয় না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিদ্যাবৎ বিষয় কর্ম্ম সমূহ থাকা ত সম্ভবপর হয় না আবার মন্ত্র সকল সর্ব্বথা যজ্ঞাদি ক্রিয়াপর সেই কর্ম্ম প্রকাশক মন্ত্রসমূহের কেবল কর্ম্ম প্রকাশ পরত্বই সিদ্ধ হয় কিন্তু সেই মন্ত্র সম্বন্ধীয় কর্ম্মাবগতি দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব পূর্ব্বোক্তপদ প্রয়োগ নিতান্ত অযুক্ত হইয়াছে?

এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। উক্ত পদ প্রয়োগ সুসঙ্গতই হইয়াছে। ভূমি, বীজ, অঙ্কুর, তরু ও ফলের ন্যায় পরমাত্মারও শুদ্ধ, শবল, সূত্র, বিরাট ও বিষ্ণু দেবতা নামে পাঁচটী রূপ আছে। তাহাতে ভূমি হইতে বীজাদি যেরূপ অতিরিক্ত বা সম্বন্ধাতীত বলিয়া

পরমাত্মনঃ পঞ্চরূপাণি, ভূবীজাঙ্কুর তরু ফলোপমানি শুদ্ধ শবলসূত্র বিরাড় বিষ্ণুদেবতা সংজ্ঞানি॥ তত্রভূমেবীজাদয় ইব শুদ্ধাচ্ছবলাদয়ো নাতিরিচ্যন্তে। তথা বিপক্ষে পরিণতানেকবীজগর্ভং ফলমিব বিরাজি বিষ্ণুরনেকশবলগর্ভোঽস্তি॥ স চ কারণত্বাৎ মূর্ত্তত্বাৎ চানেক ব্রহ্মাণ্ডাশ্রয়ো ধরোদ্ধরণাদ্যনেক কর্ম্মাশ্রয়শ্চ, তস্যর্কসাম চ গেয়স্য রূপম্, বিভ্রদি মামবিন্দঃগুহেত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। "অথ য এষোন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ" ইত্যাদিনা প্রাগুক্তস্য ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম বাগেব প্রাণঃ সামেতি চ। পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চ ঋক্‌সামে গেষ্ণৌ অঙ্গুষ্ঠৌ পর্ব্বণী যস্য বরাহস্য ইমাং পৃথিবী মিত্যাদি পদানামর্থঃ—সোঽয়ং বিষ্ণু

বিবেচিত হয় না, সেইরূপ শুদ্ধ হইতে শবলাদিও অতিরিক্ত বোধ হয় না। অতএব প্রতিপক্ষের প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, সুপক্ক অনেক বীজগর্ভ ফলের ন্যায় বিরাট বিষ্ণুও অনেক শবল গর্ভ। তিনি কারণত্ব ও মূর্ত্তত্বরূপে অর্থাৎ কার্য্য কারণরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় এবং ধরা উদ্ধরণাদি অনেক কর্ম্মের আশ্রয় স্বরূপ। ঋক্ ও সাম তাঁহারই গেয়রূপ। তিনিই এই নিখিল বিশ্বের ভর্ত্তা ও জ্ঞাতা। শ্রুতিবাক্যে ইহাও অবগত হওয়া যায়।

অনন্তর আদিত্য মণ্ডল মধ্যে যে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্টিগোচর হন—"তাঁহার শ্মশ্রু ও কেশ হিরণ্যময়—জ্যোতির্ম্ময় শ্রুতিবাক্য পূর্ব্বোক্ত পরম পুরুষকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং ঋগ্বেদ তাঁহার তেজঃ স্বরূপ ও সামবেদ তাঁহার বাক্য ও প্রাণস্বরূপ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। আবার যে বরাহ দেবের অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বদ্বয় পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চ বলিয়া ঋক্ ও সামবেদে

নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরঃ। অন্যে তু তদারাধনসিদ্ধাঃ ইন্দ্রাদ্যা ঈশ্বরাঃ শলাটব ইব ফলভাবং প্রাপ্তাঃ॥ তে চ সর্ব্বে সর্ব্বেশ্বরা ইতি শ্রুয়ৎ শ্রুয়ন্তে॥ এতে এব সমাঃ সর্ব্বে অনন্তা ইতি॥ তত্র বহূনাং সর্ব্বেশ্বরত্বাসংভবাদেক এবায়ং গোত্বাদিবজ্জলচন্দ্রবৎ বা প্রতিদৈবতং পরিসমাপ্ত ইতি স্বধর্ম্মৈরিব দেবতাধর্ম্মৈরপি স্তূয়তে, উপহিতেষু প্রতিবিম্বেষু উপাধিধর্ম্মী স্বয়দর্শনাৎ। ন তূপাধ্যভিমানিনী দেবতা স্বধর্ম্মৈরিব ব্রহ্মাধর্ম্মৈঃ স্তোতুং শক্যা,উপাধাবুপহিত ধর্ম্মান্বয়ে তত্তৎস্বরূপলোপপ্রসঙ্গাৎ। গচ্ছতীব ঘটাকাশোঘটে গচ্ছতি তূচ্যতে,

গীত হইয়া থাকে, তিনিই এই বিষ্ণু—নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বর। অপর ইন্দ্রাদি ঈশ্বর তাঁহারই সাধনসিদ্ধ—অপক্ক ফলের ন্যায় কেবল ফলভাব প্রাপ্তমাত্র।

যদি বল, তাঁহারাও সকলে সর্ব্বেশ্বর, এইরূপ শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"তে চ সর্ব্বে সর্ব্বেশ্বরা ইতি।" ইহাঁরা সকলেই সমান ও অনন্ত স্বরূপ।" কিন্তু এস্থলে অনেকের সর্ব্বেশ্বরত্ব সম্ভব না হওয়ায় গোত্ব ও জলচন্দ্রবৎ সকল দেবতার প্রতিনিধি স্বরূপ একজনেরই সর্ব্বেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতেছে। চন্দ্র যেমন এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হন, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুও প্রতি দেবতায় প্রতিবিম্বিত হইয়াও অদ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বররূপে বিরাজমান। এইরূপে তিনি স্বধর্ম্মের ন্যায় দেবতাধর্ম্মের দ্বারাও সংস্তুত হইয়া থাকেন। যেহেতু উপস্থিত প্রতিবিম্বেও উপাধিধর্ম্মের অন্বয় বা সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু উপাধিতে উপহিত ধর্ম্মের অন্বয় ঘটিলেও তাহার স্বরূপ লোপ হয় বলিয়া উপাধি অভিমানী দেবতাগণ তাঁহাদের স্বধর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মধর্ম্মের দ্বারা

ঘটাকাশস্য নৈস্পর্শ্যং ঘটেস্তীতি তু দুর্ব্বিচম্। যথা চাহুঃ সমারোপ্যস্যরূপেণ বিষয়োরূপবান্ ভবেৎ॥ বিষয়স্য তু রূপেণ সমারোপ্যং ন রূপবৎ ইতি। অয়মত্র সংগ্রহঃ। একৈকস্মিন্ যথাদর্শে প্রসাদো মুকুরান্তরৈঃ, সহিতো দৃশ্যতে দেবেষ্বেবং লোকঃ সুরান্তরৈঃ ॥১॥

তস্মাৎস্যুর্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রত্যেকং বিশ্বযোনয়ঃ।
অন্যোন্য যোনয়শ্চৈব যথা যাস্কমুনীরিতাঃ ॥২॥

দশমণ্ডলান্যবয়বাযস্যাঃ সা দশতয়ী বহবৃচঃ সন্তি॥ তাসাং তত্রস্থানামৃচাং শস্ত্রেষু অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যেষু দেবতা স্তবনেষু প্রায়েণ বিনিয়োগোঽস্তি॥ বাচস্তোমাখ্যে সর্ব্বাসামৃচাং শস্ত্রেষু

স্তুত হইতে পারেন না অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মের ঔপাধিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া স্তব করা যায় না। তবে গতিশীলের ন্যায় ঘটাকাশ ঘটে গমন করিতেছে “বলিলে যেরূপ ঘটে ঘটাকাশের কোন সংস্পর্শ নাই বলা অসঙ্গত, সেইরূপ দেবতাগণে ভগবানের কোন সংস্পর্শ নাই বলাও অসঙ্গত। আরও বলাও যায়. সমারোপ্যের রূপেই বিষয় রূপবান হইয়া থাকে, কিন্তু বিষয়ের রূপে সমারোপ্য রূপবান হয় না। ইহাই এস্থলে সার সংগ্রহ। আবার একই দর্পণে যেরূপ প্রসাদ অর্থাৎ নির্ম্মলতা দৃষ্ট হয় অন্যান্য দর্পণেও সেই একইরূপ নৈর্ম্মল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; এইরূপে লোক ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণের সহিত সমস্ত দেবতাতেই সেই একই শ্রীভগবানের বিম্বানুবিম্ব দর্শন করিয়া থাকেন ॥১॥

এইজন্যই যাস্কমুনি বলিয়াছেন—নিখিল দেবতার প্রত্যেকেই বিশ্ব-যোনি অর্থাৎ বিশ্বের উৎপত্তি কারণ এবং অন্যান্য যোনি অর্থাৎ পরস্পরের উৎপত্তির কারণ ॥ ২ ॥

যৎকিঞ্চিদ্দৈবতো মন্ত্রো বিষ্ণুলীলোপবৃংহিতঃ।
বৈষ্ণবঃ স যতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদৈবতনামভৃৎ ॥৩॥
ঋচাং দশতয়ীস্থানাং প্রায়ঃ শস্ত্রেষু সংগ্রহঃ।
স্তুতশস্ত্রনয়াৎ সর্ব্বং স্তবৌশস্ত্রং প্রতিষ্ঠিতং ॥৪॥

বিনিয়োগদর্শনাৎ, যাবতীঃকাময়েৎ তাবতীঃ শংসেদিতি, স্তুতেতি,ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ ক্রিয়াস্মারকা যাগকারকা দেবতা স্তাবকাশ্চেতি, তত্রেষেত্বেতি শাখামাচ্ছিনত্তি উর্জ্জেত্বেত্যনুমাষ্টী তি শ্রৌত বিনিয়োগাৎ। ইষেত্বাদয়োমন্ত্রাঃ শাখাচ্ছেদনাদীনাং ক্রিয়াণাং স্মারকা ইতি করণমন্ত্রাঃ ইত্যুচ্যন্তে। এত এবাবঘাতাদিকাদ্দৃষ্টার্থতয়াগ্নয়েত্বাজুষ্টং গৃহ্নাম্যগ্নিং হবিরিদমিত্যপি অগ্নিং যজ, যে যযামহে অগ্নিং সমিৎ যজুকে যষ্টব্যদেবতাসংকীর্ত্তনে পঠ্যমানা অগ্নিমূর্দ্ধা ভুবোয়জ্ঞস্যেত্যাদয়স্তে পত্নীক্রিয়াস্মারকাঃ। উদাহৃত-

---

যে কোন দেবতা-বিষয়ক মন্ত্র তৎসমস্তই ভগবান্ বিষ্ণুর লীলা পরিপোষক এবং বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুবিষয়ক; যেহেতু একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই সকল দেবতার নাম ধারণ করেন ॥ ৩ ॥

দশমণ্ডল-বিশিষ্ট অবয়ব যাহার, তাহাকে দশতয়ী বলা হয়, সুতরাং ইহা ঋগ্বেদকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এই ঋগ্বেদে বহু ঋক্ আছে, শস্ত্রে অর্থাৎ অপ্রগীত মন্ত্র-সাধ্য দেবতাস্তবনেই প্রায়শঃ তাহাদের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। কেননা বাচস্তোমাখ্য সূক্তে যে সকল ঋক্ আছে, তৎ সমস্ত ঋকই দেবতাস্তবনে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। যাবৎ কামনা করিবে, তাবৎ স্তুতি করিবে। মন্ত্র সকল ত্রিবিধ। ক্রিয়া-স্মারক, যাগকারক ও দেবতা-স্তাবক। যেমন "ইষে ত্বা"—শাখা ছেদনের মন্ত্র, "ঊর্জ্জে ত্বা"—শাখা সংনমনের বা শাখার ধূলিমলা অপসরণের মন্ত্র—এই শ্রৌত বিনি-

শব্দৈরেব তস্যাঃ স্মৃতত্বাৎ সংস্কারকাঃ এব, এবং চৈতন্ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বকং কৃতোযাগঃ সংস্কৃতঃ সন্ অপূর্ব্বজননে সমর্থো ভবতি, তদ্‌যথা তেনৈতে মন্ত্রা যাগাঙ্গভূতা অপ্যবঘাতাদিবন্না-দৃষ্টার্থাঃ। অপি তু প্রোক্ষণীয়াদিবদদৃষ্টার্থা এব, যেতু আজ্যৈঃ বতে বৃষ্টৈঃ স্তবতে প্র উ গশংসতীত্যাদি বিধিবিহিতাঃ গীত-মন্ত্র সাধ্যস্তবনরূপা স্তোত্র শস্ত্রার্থাঃ তেপি তৎক্রিয়াঙ্গভূতাঃ

যোগ হইতে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, "ইষেত্বাদি" মন্ত্র শাখা ছেদনাদি ক্রিয়ার স্মারক বলিয়া করণ মন্ত্র নামে অভিহিত।

আবার যাজ্ঞিকদিগের আলস্যাদি বশতঃ ধান্যাদি স্থলে তণ্ডুলাদি অবঘাত সময়ে মন্ত্র পাঠাভাবেও মন্ত্রসমূহের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ;—অগ্নায়-হুমুক্রেহি, আগ্নং যজ, যে যজামহে অগ্নিং এবং সামৎ যজে যজ্ঞাই দেবতা সঙ্কীর্ত্তনে যে সকল মন্ত্র পঠিত হয়—"অগ্নিমূর্দ্ধা ভুবোর্যজ্ঞস্য" (অগ্নিই ভূযজ্ঞের মস্তক স্বরূপ) ইত্যাদি মন্ত্র সকল পশ্চী ক্রিয়া স্মারক। উদাহৃত শব্দ সমূহ দ্বারা সেই ক্রিয়া সকল স্মৃতিপথে জাগরূক্ হয় বলিয়া উহারা সংস্কারক তুল্য। এইরূপে এই সকল মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কৃত যাগ সংস্কৃত হইয়া অপূর্ব্ব ফল জননে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই সকল মন্ত্র যজ্ঞাঙ্গভূত হইলেও অবঘাতাদির ন্যায় অদৃষ্টার্থ ব্যঞ্জক নহে। পরন্তু প্রোক্ষণীয়া দিবৎ অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাকে দৃষ্টার্থক বা সিদ্ধার্থক কহে এবং যাহার অর্থ অদৃশ্য অর্থাৎ দর্শন বিষয়ীভূত নহে ; তাহার নাম অদৃষ্টার্থক বা বিধ্যর্থক।

"আজ্যৈঃ বতে বৃষ্টৈঃ স্তবতে," "প্রউগ শংসতি"—ইত্যাদি বিধি বিহিত গীতমন্ত্র সাধ্য স্তবনই স্তোত্র এবং অপ্রগীত মন্ত্র সাধ্য স্তবনই শস্ত্রার্থ

অপি তু স্বতন্ত্রাঃ। যথাগ্ন্যাদীনাং প্রণামপূর্ব্বার্থত্বেঽপি মিথো নাঙ্গাঙ্গিভাবঃ এবং সোমযাগ স্তোত্র শস্ত্রাণামপি সমুচিতানামেক ফলার্থত্বেপি মিথো নাঙ্গাঙ্গিভাবঃ, প্রয়াজদর্শপূর্ণমাসবৎ॥ তথা চ সূত্রম্—অপিবা শ্রুতি সংযোগাৎ প্রকরণে স্তৌতি শংসতি ক্রিয়াসতী বিদধ্যাতামিতি, তদেতদাহ—স্তুত শস্ত্রনয়াৎসর্ব্বং স্তুতৌ শস্ত্রং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥২॥

বাচক। সেই স্তোত্রসকল শাস্ত্রক্রিয়াঙ্গভূত হইলেও স্বতন্ত্র। যেরূপ অগ্নিদেবাদির প্রণাম যজ্ঞীয় বিধি স্বরূপে গ্রহণ করিলেও পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাববিশিষ্ট নহে এবং সোমযাগে স্তোত্র ও শাস্ত্র মন্ত্রসমূহের একই ফলের উদ্দেশে প্রয়োগ ঘটিলেও প্রযাজ দর্শপূর্ণমাস যাগের ন্যায় তাহাদের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব নাই। এ বিষয়ে সূত্র ও আছে—"অপিবা শ্রুতি সংযোগাৎ প্রকরণে স্তৌতি শংসতি ক্রিয়াসতী বিদধ্যাতামিতি" অর্থাৎ শ্রুতির সহিত সংযোগ থাকায় স্ব স্ব প্রকরণে স্তুতি ও শাস্ত্র কোন একটি প্রধান ক্রিয়ার বিধান করিয়া থাকে। 'অপি' ও 'বা' শব্দ দ্বারা স্তুত ও শস্ত্র শব্দের দেবতা প্রকাশরূপ সংস্কার কর্ম্মত্ব ব্যাবর্ত্তিত হইয়াছে। এইজন্যই কথিত হইয়াছে "স্তুত শস্ত্রময়াৎ সর্ব্বং স্তুতৌ শস্ত্রং প্রতিষ্ঠিতং"—অর্থাৎ স্তুত ও শস্ত্রনীতির নিমিত্তই ঐ সকল মন্ত্রের সংগ্রহ; এবং স্তুতিতেই শস্ত্র * প্রতিষ্ঠিত ॥২॥

* সোমযাগে ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে দ্বাদশপ্রকার শাস্ত্র মন্ত্র আছে প্রউগ:—উহারই একতম। শস্ত্র মন্ত্রের পূর্ব্বে স্তোত্র মন্ত্র পাঠ করা বিধি।

ঋগারূঢ়ানি সামানি তুর্য্যো বেদোপি ঋঙ্‌ময়ঃ।
যজূংষ্যৃগনুগান্যেব সর্ব্বস্তুতো জনার্দ্দনঃ ৫॥
অবিরোধাদপূর্ব্বধাদ্দেবতা নিগ্রহানিকম।
মন্ত্রার্থবাদপ্রামাণ্যান্ মন্যতে বাদরায়ণঃ ॥৬॥

অবিরোধাদিতি, বিরোধেগুণবাদঃ স্যাদনু বাদোবধারিতে, ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধামতঃ। যজমানঃ প্রস্তরঃ ইত্যাদিহি গুণবাদবৎ, যজমানঃ প্রস্তর ইতি গুণবাদমাত্রোগুণাৎ প্রতীয়মানস্য যজমান প্রস্তরয়োরভেদস্য প্রত্যক্ষতো বিরোধাৎ। অগ্নির্হিমস্য ভেষজমিত্যাদিরনুবাদঃ। তদর্থস্য লোকেঽবধৃতত্বাৎ ॥ মেধাতিথিং কথগয়নং মেষোভবেংশেজহারেত্যাদি বিরোধানুবাদয়োরভাবাদ্ভূতার্থবাদোয়ম্। বিগ্রহো হবিষাং

ঋক্ মন্ত্র সমূহ সন্নিবিষ্ট থাকায় সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ব্ববেদও ঋঙ্‌ময় এবং যজুঃ ঋকেরই অনুগত; অতএব ভগবান্ জনার্দ্দন সকল বেদেই স্তুত্য ॥৫॥

অবিরোধ ও অপূর্ব্বত্বহেতুই ব্যাসদেব দেবতাবিগ্রহাদিকে মন্ত্রার্থবাদ প্রামাণ্যরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন।

অর্থবাদ ত্রিবিধ, বিরোধে, গুণবাদ, অবধারণে অনুবাদ এবং তদভাবে ভূতার্থবাদ। 'যজমান প্রস্তর'—ইহা গুণবাদ মাত্র। যেহেতু গুণ হইতে প্রতীয়মান—যজমান প্রস্তরের অভেদের প্রত্যক্ষ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। 'অগ্নি হিমের ঔষধ'—ইত্যাদিকে অনুবাদ বলা যায়। কারণ ইহার অর্থ লোকে সহজেই অবধারণ করিতেছে। "মেধাতিথিং" কথগয়নং মেষে ভবেংশে জাহার—ইত্যাদি বাক্যে গুণবাদ ও অনুবাদের অভাব হেতু ইহা ভূতার্থবাদ।

:ভাগ ঐশ্বর্য্যঞ্চ প্রসন্নতা, ফলপ্রদাতৃত্বমপি বিভূতিঃ পরমেশ্বরে ইতি, পঞ্চকংবিগ্রহাদিকম্। জগন্মাতা দক্ষিণামিন্দ্র হস্তং অদ্ধীদিন্দ্র প্রস্থিতে মা হবীংষি। ইন্দ্রোদিব ইন্দ্র ঈ পৃথিব্যাঃ তস্মাদিন্দ্রঃ স্তূয়মাঃ প্রীতো মনসা হিরণ্যরথঃ দদাবিতি ॥৬॥

অর্থবাদ সমুন্নীতবিধিমুখ্যাদপিধের্বলী।
শ্রুতং হ্যশ্বেষ্টিরুৎসৃজ্য কর্ত্তারং কল্পমৃচ্ছতি ॥৭॥

অর্থবাদেতি ॥ প্রজাপতির্বরুণায়শ্বমানয়ৎ। স স্বাং দেবতাং প্রার্থয়তে সপর্যদীয়তে স এতং বারুণং চতুষ্কপালম পশ্যৎ। ইত্যর্থবাদপদশ্রবণে অশ্বদাতুর্বারুণীষ্টিঃ প্রতীয়তে। যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো বারুণাং শ্চতুষ্কপালান্

পরমেশ্বরে বিগ্রহাদি পঞ্চ বিভূতি বিরাজিত। যথা বিগ্রহ, হবির-ভোগ, ঐশ্বর্য্য প্রসন্নতা ও ফলদাতৃত্ব। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ, যথা— "জগন্মতা দক্ষিণামিন্দ্র হস্তং অদ্ধীদিন্দ্র প্রস্থিতে মা হবিংষীত্যাদি"— অর্থাৎজগন্মাতা দক্ষিণাকে ইন্দ্রহস্তে দান করিবে, ইন্দ্র প্রস্থান করিলে আর হোম করিও না, ইন্দ্রই স্বর্গ, ইন্দ্রই পৃথিব্যাদি লোক। এইজন্যই ইন্দ্র স্তূয়মান হইয়া থাকেন। তিনিই প্রীতমনে হিরণ্যরথ দান করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

অর্থবাদ-সমুন্নীত বিধি মুখ্যবিধি অপেক্ষাও বলবান্। যেহেতু শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, অশ্বেষ্টি যাগ কল্প কর্ত্তাকে অর্থাৎ যজ্ঞীয় বিধি কর্ত্তাকেও অতিক্রম করিয়া থাকে।

প্রজাপতি বরুণার অশ্ব আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ দেবতাকে প্রার্থনা ও সপর্য্যা (পূজা) প্রদান করেন। তাহাতে তিনি

নির্ব্বপেৎ ইতি বিধিবশাৎ প্রতিগৃহীতুঃ সা প্রতী য়তে। তত্রা সংজাত বিরোধাৎ অর্থবাদ দৃষ্টি: শ্রুতসংজাতবিরোধিত্বাৎ বিধিবাক্যমেব যাবতোশ্বান্ প্রতিগ্রাহেদিতি পরেণা নন পূর্ব্বোক্তোপক্রান্তেনৈ কবাক্যতা নীয়ত ইতি সিদ্ধান্তঃ ॥৭॥

মহাভাগ্যাদেবতায়া ইত্যুপক্রম্য প্রকৃতি সার্ব্বনাম্ন্যাচ্চেত-রেতর জন্মানো ভবন্তীতরেতর প্রকৃতয় ইতিযাস্কঃ। যো দেবানাং নামধা এক এব। অতিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষণদ-দিতিঃ পরোতিশ্রুতয়শ্চৈতমর্থং দর্শয়ন্তি। তস্মাৎ সিদ্ধং সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং বিষ্ণু পরত্বম্। ক্রিয়াপরত্বং তু তেষামুপ-চারাৎ। তদ্গত ব্রহ্মলিঙ্গানাং ক্রিয়াঙ্গে সামঞ্জাস্তনাম্বয়া-

বারুণকে চতুষ্কপাল অর্থাৎ মণ্ডপরক্ষকরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই অর্থবাদ বাক্য শ্রবণে অর্থদাতার বারুণীষ্টি প্রতীত হইতেছে। যাবৎ অশ্বসমূহকে প্রতিগ্রহ করিবেন, তাবৎ বারুণগণকে চতুষ্কপালরূপে নির্ব্বপণ অর্থাৎ যজ্ঞে তাঁহাদের উদ্দেশে হবির্দান করিবেন। এই বিধিবশে প্রতিগ্রাহীরই সেই অশ্বেষ্টি প্রতীত হইয়া থাকে। তাহাতে কোন বিরোধ উৎপন্ন না হওয়ায় অর্থবাদেরও উর্দ্ধে শ্রুতিসংজাত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ইহা বিধিবাক্য। "যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগ্রাহদিত্যাদি"— এই পরবর্ত্তী বিধিবাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত উপক্রান্ত বিষয়ের একবাক্যতা অবশ্য গ্রহণীয়, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৭॥

যাস্ক বলেন—যিনি সর্ব্বনামবাচ্য সেই পরমপুরুষ হইতেই মহাভাগা দেবতাগণের এবং ইতরেতর নিখিল জীবের জন্ম হইয়াছে। সেই পরম-

দেবগণের নামধেয়রূপে এক। যেমন অদিতি হইতে দক্ষ

যোগাৎ। তথাহি, অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব-মৃত্বিজম, হোতারং রত্নধাতমমিত্যত্র মন্ত্রে (ক) এক স্যৈবাগ্নে স্তুতিকর্ম্মণঃ যজ্ঞং প্রতি পুরোহিতম্ ইত্যনেনাহবনীয়াদিরূপেণ অধিকর ত্বং দেবমিত্যনেন সম্প্রদানত্বমৃত্বিজমিত্যনেন করণ-কারকত্বং হোতারমিত্যনেন কর্ত্তৃকারকত্বং রত্নধাতমমিত্যনেন ফলদাতৃত্বং চোক্তম্, নচৈতৎ বিশেষণ জাত সামঞ্জসেন জ্বলনে তদভিমানিন্যল্পেশ্বরে বা সম্ভবতি। ন হি সর্ব্বস্মিন্ যজ্ঞে সম্প্রদানত্বং মুখ্যং ফলপ্রদত্বং বা মুখ্যমীশ্বর মুক্ত্বান্যস্যাস্তি, তথা হোতারম্ ঋত্বিজমিতি সামানাধিকরণ্যে হোতারমিত্য-নর্থকং স্যাৎ। তেনৈব চ হোতুরপি লাভাৎ হোতৃপদং যজ-

জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং দক্ষ হইতে অদিতি পরা; সেইরূপ শ্রুতিগণও এইপ্রকার অর্থ প্রদর্শন করেন। অতএব সকল মন্ত্রেরই বিষ্ণু পরত্ব সিদ্ধ হইতেছে। তাহাদের ক্রিয়াপরত্ব ঔপচারিক অর্থাৎ ব্যবহারিক মাত্র। কেন না সেই সকল মন্ত্রগত ব্রহ্মলিঙ্গের ক্রিয়াঙ্গে সামঞ্জস্যরূপে অন্বয় বা সম্বন্ধযোগ দেখা যায় না। তাহ, এস্থলে একটী মন্ত্র উদ্ধাদ্ধত করা যাইতেছে। যথা—"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥" এই মন্ত্রে অগ্নির স্তুতি কর্ম্ম অধিকরণত্ব। মন্ত্রদানত্ব, করণত্ব কর্তৃত্ব ও ফলদানত্ব কথিত হইয়াছে। "যজ্ঞং প্রতি পুরোহিতং," এই বাক্যে হবণীয়াদিরূপে অধিকরণত্ব. "দেবং" এই বাক্যে সম্প্রদানত্ব, "ঋত্বিজং"—এই বাক্যে করণকারকত্ব, "হোতারং" এই বাক্যে কর্ত্তৃকারকত্ব এবং এবং রত্নধাতমম্"—এই বাক্যে ফলদাতৃত্ব সূচিত হইয়াছে। এই সকল বিশেষণ সামঞ্জস্য সহকারে আলাময়

মানপরমেবেত্যুচিতম্ ততশ্চ সার্ব্বাত্ম্যধর্ম্মেণানু গ্রাহকত্বধর্ম্মেণ চাগ্ন্যুপাধিকোমুখ্য ঈশ্বরঃ এবাত্রস্তুতো ভবতি মুখ্যয়াবৃত্ত্যা। এবমদিতি দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষ-মিত্যা দাবপ্যদিত্যাদি বিগ্রহো পাধিকস্য ব্রহ্মণ এব সার্ব্বাত্ম্যং সিদ্ধমেব কীর্ত্ততে। নত্ব-ভূতমদিতি স্তুত্যর্থমুপন্যস্যতে-যজমানঃ প্রস্তর ইত্যাদি অর্থ বাদবৎ। অন্যথা মন্ত্রণামর্থবাদানাং চাবিশেষা পত্তিরিতি দিক্। এবমপ্যাধানগতে বিশেষ সৌবিষ্টকৃত্যাং সংযাজ্যায়াং বিনিযুক্তো মন্ত্রঃ ব্রাহ্মণ বিত্তিরগ্নিদেবতাপরতয়ৈব ব্যাখ্যাতঃ কর্ম্মসমৃদ্ধ্যর্থম্। তত্র চ নাসঙ্কোচেন বিশেষণানামন্বয় ইত্যর্থ এব বিদাং কুর্ব্বন্তু। এবং ইষেত্বেতি মন্ত্রেপিইষে ইতীষ্য

অনলে কিম্বা অভিমানী সামান্য ঈশ্বরে সম্ভব হয় না। কেন না সকল যজ্ঞে অগ্নির সম্প্রদানত্ব বা মুখ্যফলপ্রদত্ব নাই; পরন্তু মুখ্য ঈশ্বর বলিয়া অন্যের আছে। আবার হোতা ও ঋত্বিক এই বক্যেদ্বয়ের সমানাধি-করণ্যে 'হোতা' এই পদ অনর্থক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তাহা নহে। তদ্দ্বারা হোতারও লাভ হয় বলিয়া এস্থলে হোতৃপদ যজমানপর হওয়াই সঙ্গত। অতএব মুখ্য বৃত্তিতে সার্ব্বাত্ম্যৎ ধর্ম্ম ও অনুগ্রহকারকত্ব ধর্ম্ম দ্বারা অগ্নি-উপাধিক মুখ্য পরমেশ্বরই স্তুত হইয়া থাকেন। এইরূপ ইত্যাদিমন্ত্রে "অদিতিদ্যৌরদিতি রন্তরিক্ষমিতি" আদিত্যাদি-বিগ্রহোপা-ধিক ব্রহ্মেরই সর্ব্বাত্মতা সিদ্ধ, কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ফলতঃ অর্থবাদের ন্যায় "যজমানঃ প্রস্তর"; ইত্যাদি বর্ত্তমান অদিতির স্তুতিই যে করা হইতেছে এরূপ অর্থ উপন্যস্ত করা যায় না—অন্যপ্রকারে মন্ত্রার্থকদের বিশেষ আপত্তি নাই।

এইরূপে আধানগত যাগবিশেষ;—সৌবিষ্ট কৃতি সংযাজ্যায় যে মন্ত্র

মাণার্থং লাভার্থত্বেতি প্রাতিপদিকাংশেন তৎ প্রদানসমর্থং চেতনমুপক্ষিপতি। দ্বিতীয়া বিভক্ত্যা তস্য উৎপাদ্যত্ববিকার্য্যত্ব সংস্কার্য্যত্বলক্ষণকর্ম্মত্বাসম্ভবাদাপ্যত্বমেবোচ্যতে। তত্রেষ্যমাণভেদাদভেদাচ্চেত্যয়মর্থঃ প্রতীয়েত হে কৈবল্যপ্রদত্বাং কৈবল্যার্থং কণ্ঠগত বিস্মৃতচামীকরবৎ অজ্ঞানমাত্রাপগমেনাবাপ্তবান্ আপ্তবানীতি বাহে সার্ব্বাত্মপ্রদ ত্বাং সার্ব্বত্ম্যার্থং নদীসমুদ্রবৎ পরিচ্ছেদাভিমান ত্যাগাদাপ্নবানীতি বা হে সারূপ্যপ্রদ ত্বাং সারূপ্যার্থং কীটভৃঙ্গবৎ ধ্যানেনাপ্নবানীতি বা হে স্বর্গপ্রদ ত্বাং স্বর্গার্থং কর্ম্মণা গ্রামবদাপ্নবানীতি বা যৎকৃষ্ণো রূপমিত্যত্র বক্ষ্যমাণরীত্যা হে শাখে শাখাবচ্ছিন্ন

বিনিযুক্ত হয়, ব্রাহ্মণবিদ্‌গণ কর্ম্মের সমৃদ্ধির নিমিত্ত সেই মন্ত্রকে অগ্নি দেবতাপররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে নিঃসঙ্কোচে যে বিশেষণের সমন্বয় করা হইয়াছে, এরূপ অর্থবোধ করিবেন না। আবার "ইষেত্বা" এই মন্ত্রেও 'ইষে' এই বাক্যের ইষ্যমান অর্থ যে লাভার্থত্ব, তাহা প্রতিপাদিকাংশে তৎপ্রদান-সমর্থ চেতনকেই উল্লেখ করিতেছে। দ্বিতীয়া বিভক্তি দ্বারা সেই চেতনের উৎপাদ্যত্ব, বিকার্য্যত্ব, সংস্কার্য্যত্ব, ও লক্ষণ কর্ম্মত্বের অসম্ভাবনা হেতু কেবল প্রাপ্যত্বই কথিত হইয়াছে। তাহাতে ইষ্যমানের ভেদাভেদ হইতে এইরূপ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে। যথা—হে কৈবল্যপ্রদ! তোমাকে কৈবল্যের নিমিত্ত কণ্ঠগত বিস্মৃত সুবর্ণপদকের ন্যায় কখন পাওয়া যায় না আবার অজ্ঞান মাত্রার অপগম হইলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিম্বা হে সার্ব্বাত্মপ্রদ! নদী যেরূপ সমুদ্রে মিলিত হইলে তাহার পরিচ্ছেদাভিমান থাকে না সেইরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে পাইবার নিমিত্ত পরিচ্ছেদাভিমান ত্যাগ

পরমেশ্বর ত্বাং শাখারূপং ইষেন্নায় ছেদনক্রিয়াশাপ্নবানীতি বা তত্র পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া উত্তরোত্তরোর্থো জঘন্য ইতি স্বসংবেদ্যম অথাপি ইষেত্বেতি শাখামাচ্ছিনত্তীতি অন্নং বা ইষ ইতি চ ব্রাহ্মণ বিদঃ হে শাখে ত্বাং অন্নায় ছিনত্তীত্যতঃ পরোক্ষবৃত্ত্যা ব্যাচক্ষতে কর্ম্মসমৃদ্ধ্যর্থম্। ন তাবতা মন্ত্রঃ সারসিকমর্থং জহাতি। ন হি কদাচনস্তর সীত্যৈন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে ইত্যাদাবিন্দ্রপদস্য লক্ষণয়া কর্ম্মকালে গার্হপত্যোপস্থাপকত্বেপি ঋচ ঐন্দ্রীত্বং বিহন্যতে, ঐন্দ্রেত্যস্যানর্থক্যাপত্তেঃ। তস্মান্ মন্ত্রাণাং সারসিকমীশ্বরপরত্বম্। সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তীতি শ্রুতেস্তৎসম্মতম্। ক্রিয়াপরত্বং তু বিনিয়োগ-

---

হইলেই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিম্বা হে সারূপ্যপ্রদ! কীট যেরূপ ভৃঙ্গ ধ্যান করিতে করিতে ভৃঙ্গ সারূপ্য লাভ করে, সেইরূপ তোমাকে সারূপ্যলাভের নিমিত্ত ধ্যানের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথবা হে স্বর্গপ্রদ! স্বর্গলাভের নিমিত্ত কর্ম্ম দ্বারাই গ্রামবৎ তুমি প্রাপ্য হইয়া থাক। অথবা তুমিই কৃষ্ণস্বরূপ।

এস্থলে বক্ষ্যমান রীতি অনুসারে—"হে শাখে! হে শাখাবচ্ছিন্ন পরমেশ্বর! শাখারূপী তোমাকে ছেদন ক্রিয়াদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অর্থ অপেক্ষা উত্তরোত্তর অর্থ যে জঘন্য, ইহা স্বতঃই বোধগম্য হইতেছে। অনন্তর "ইষেত্বা" এই মন্ত্রের অর্থ,—"শাখা সম্যক্রূপে ছেদন করিতেছি। "শাখা কেন ছিন্ন করিতেছি? তদুত্তরে ব্রাহ্মণবিদ্‌গণ বলেন—অন্নই ইষ; সুতরাং হে শাখে! তোমাকে অন্নের নিমিত্তই ছিন্ন করিতেছি। অতএব কর্ম্ম সমৃদ্ধির নিমিত্ত পরোক্ষবৃত্তিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া মন্ত্রের স্বারসিক অর্থের অর্থাৎ

বশাজ্জঘন্য প্রবৃত্ত্যেতি সিদ্ধম্। স এবম্ভূতো বিষ্ণুঃ পরম-কারুণিকো নামভিঃ কর্ম্মভিশ্চাস্মদাদিভি রার্ত্তৈরাহূয়মানঃ স্তূয়মানশ্চ সন্ বিশ্বরূপমর্জ্জুনাদিভ্য ইবেতরেভ্যোপ্যাবিষ্ক-রোতি। তদ্দ্বারা চ বৈষ্ণবং পরমং পদং সত্যাদিলক্ষণং আত্মীয়ং প্রাপয়তীতি যুক্ততরোয়ং নিয়োগো যন্মন্ত্রেষু বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যতেতি। তস্যৈবং ফলোপমস্য বিষ্ণোর্নকস্যত্বং স্তুত্যত্বং চ বিরূপদৃষ্টৌ মন্ত্রাবাহতুঃ॥

স্বকায় রস তাৎপর্য্যাধিক 'অর্থেন কোন হান হয় না এবং কদাচ তাহার ব্যক্রমপ ঘটে না। "ঐন্দ্রী কর্ত্তৃক গার্হপত্য অধিষ্ঠিত।" ইত্যাদি মন্ত্রে 'ইন্দ্র' পদের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা কর্ম্মকালে গার্হপত্যে উপস্থাপন সংঘটিত হওয়ায়, ঋকে ঐন্দ্রীত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তখন 'ঐন্দ্র' এই অনর্থকরূপে আপত্তিজনক হইয়া পড়ে। অতএব মন্ত্র সকলের স্বারসিক ঈশ্বর পরত্বই মুখ্যরূপে উচিত। কারণ, শ্রুতি বলেন "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তীতি"—অর্থাৎ নিখিল বেদ সেই ভগবানেরই পরমপদ আমমন করিয়া থাকেন, ইহাই সর্ব্বজসম্মত। এবং বিনিয়োগ বশতঃ মন্ত্রের ক্রিয়াপরত্ব যে জঘন্য প্রবৃত্তি, তাহাই সিদ্ধ হইল। এবম্ভূত পরমকারুণিক ভগবান্ বিষ্ণু নাম ও কর্ম্মসমূহ দ্বারা আমাদের ন্যায় আর্ত্তজন কর্ত্তৃকও আহূয়মান ও স্তূয়মান হন। তিনি স্বীয় বিশ্বরূপ যেমন অর্জ্জুনাদিকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেইরূপ অপর ভক্তগণের সমক্ষেও প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে আপনার সত্যাদি লক্ষণযুক্ত সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবপদ প্রদান করিয়া অত্যন্ত নিজজন করিয়া লন। অতএব "বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত"—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ অতীব যুক্তি-যুক্ত হইয়াছে। এইজন্য মঙ্গলাচরণরূপে এস্থলে সেই ফলোপম বিষ্ণুর নমস্কার ও স্তুতিবাচকরূপে এই বিরূপদৃষ্ট মন্ত্রও অধ্যাহৃত করা হইতেছে।

ওঁ নমঃ ভগবতে নন্দসূতায়।

শ্রীমন্ত্র-ভাগবতম্

:০:

মঙ্গলাচরণম্

হরিঃ ওঁ। তং নেমি মৃভবো যথা নমস্ব সহূতিভিঃ।
নেদীয়ো যজ্ঞমঙ্গিরঃ ॥১॥ (১)

তং নেমিমিতি। হে অঙ্গিরঃ তং পরমেশ্বরং ঋভবো দেবা যথা আনমন্তি এবং ত্বমপি আনমস্ব। সহূতিভিঃ সমানৈর্যোগ্যৈরাহ্বানৈ র্ভো ভগবন্নমস্ত ইত্যেবং ভাবয়েদিত্যর্থঃ। নেদীয়ো নেদীয়াং "সুপাংসুলুগিতি সুপো লুক্। সন্নিহিতমন্তর্যামিণমিত্যর্থঃ। তথা চ মন্ত্রান্তরং অস্তি জ্যায়ান্ কণীয়স উপার ইতি উপারে সমীপে। কীদৃশং তম্। নেমিং সংসারচক্রস্য কালচক্রস্য বা আদ্যন্তশূন্যস্যাপি নেমিমিব নেমিং পরিধিভূতম্। অত্র ফলোপমস্য পরিচ্ছেদকত্বে নেম্যাদি দৃষ্টান্তঃ। বৃক্ষোপমস্য ত্বাকাশবৎসর্ব্বগতশ্চ নিত্য ইত্যাদি দৃষ্টান্তোঽনুরূপ ইতি বোধ্যম্। পুনঃ কীদৃশম্। যজ্ঞং হবিরা-

---

হে অঙ্গির! "তং"—সেই পরমেশ্বরকে "ঋভুবঃ"—দেবগণ যেরূপ "আনমন্তি"—সম্যক্‌রূপে প্রণাম করেন, সেইরূপ তুমিও "সহূতিভিঃ"—সমান বা যোগ্য আহ্বান সহকারে অর্থাৎ "হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার!" এই প্রকার ভাবনা সহকারে সেই "নেদীয়াং" সন্নিহিত

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮।৫।২৪

তিথ্যং নিরূপ্যন্তে সোমে রাজন্যগতে ইত্যুপক্রম্য বৈষ্ণবো-ভবতি বিষ্ণুর্বৈযজ্ঞ স্তস্মা এতদ্ধবিরাতিথ্যং নিরূপ্য ইত্যুপসংহারাৎ সোমাভিমানিনং যজ্ঞাপরনামানং বিষ্ণুম্। তেন যাবান্ সৌম্যো মন্ত্রঃ স সর্ব্বোপি বৈষ্ণব ইতি গম্যতে ॥১॥

তস্মৈ নূনমভিত্থবেবাচাবিরূপনিত্যয়া।
বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টু তিম্ ॥ ২ ॥ (১)

তস্মা ইতি। তস্মৈ যজ্ঞাপরনাম্নে বিষ্ণবে নূনং নিশ্চিতং আভত্থবে দ্যোঃ অব্যাকৃতাকাশস্য জগৎকারণস্য বীজোপমস্য অভিতো বর্ত্তমানায় ফলোপমায় ভো বিরূপ নিত্যয়া বাচা অপৌরুষবেদরূপয়া সরস্বত্যা সুষ্টু তিং শোভনা স্তুতিং চোদয়স্ব প্রেরয়স্ব কীদৃশায় তস্মৈ। বৃষ্ণে অভিমত-ফল-বর্ষিণে ॥২॥

অন্তর্য্যামী পুরুষকে "আনমস্ব" সম্যক্‌রূপে নমস্কার কর। তিনি "নোমঃ"—সংসার চক্র বা কালচক্রের আদ্যন্তশূন্য নেমি স্বরূপ অর্থাৎ পরিধিস্বরূপ। এস্থলে ফলোপমের পরিচ্ছেদ-প্রদর্শনের নিমিত্তই নেম্যাদি দৃষ্টান্ত। ইহা আকাশবৎ সর্ব্বগত ও নিত্য' ইত্যাদি দৃষ্টান্তেরই অনুরূপ বুঝিবেন। আবার তিনিই "যজ্ঞঃ"—যজ্ঞ হবির আতিথ্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। "সোমে রাজন্যগতে" এই উপক্রম করিয়া "বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞ স্তস্মাৎ এতদ্ধবিরাতিথ্যং"—এইরূপে উপসংহার হওয়ায় সোমাভিমানী যজ্ঞেরই অপর নাম বিষ্ণু বলিয়া কথিত। অতএব ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যতগুলি সৌমমন্ত্র অর্থাৎ সোম-সম্বন্ধীয় মন্ত্র আছে সমস্তই বৈষ্ণব মন্ত্র অর্থাৎ বিষ্ণু সম্বন্ধীয় মন্ত্র ॥১॥

হে "বিরূপ!"—হে মোহান্ধ! যিনি "নূনং"—নিশ্চিতই "অভিদ্যবে" —অব্যাকৃত আকাশের অর্থাৎ জগৎকারণের বীজস্বরূপের সর্ব্বতোভাবে

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮।৫।২৫

যস্মিন্ বিশ্বানি কাব্যা চক্রে নাভিরিবশ্রিতা।
ত্রিতং জূতী সপর্যত ব্রজে গাবো নসংযুজে॥
যুজে অশ্বা অযুক্ষত নভন্তামন্যকে সমে॥ ৩॥ (১)

অথ পৌরুষেয়ীণামপি বাচাময়মেব স্তুত্য ইত্যাহ। যস্মিন্নিতি, যস্মিন্নীশ্বরে বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি কাব্যা কাব্যানি ব্যাস-বাল্মীকি-প্রভৃতিভিঃ কৃতানি ভারতরামায়ণাদীনি শ্রিতা শ্রিতানি পর্য্যবসন্নানি। এতেষাং প্রতিকল্পং বর্ণানুপূর্ব্বীভেদেঽপি অর্থতো ভেদাভাবান্নিত্যত্বমভিপ্রেত্যোক্তং বেদেঽপি যস্মিন্ কাব্যানি শ্রিতানীতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। চক্রে নাভিরিবেতি॥ যথা নাভিশ্চক্রস্যৈকদেশং ব্যাপ্নোতি এবং কাব্যানি

বর্দ্ধমান ফল সদৃশ "তস্মৈ বৃক্ষে"—যাঁহার অপর নাম যজ্ঞ, সেই অভিমত ফল-বর্ষণকারি বিষ্ণুর নিকট "নিত্যয়া বাচা"—অপৌরুষ বেদরূপা সরস্বতী দ্বারা "সুষ্টুতিং"—শোভনা স্তুতি "চোদয়স্ব"—প্রেরণ কর॥২॥

অতঃপর তিনি যে পৌরষেয়ী বাক্যের অর্থাৎ ঋষি-বাক্যেরও স্তুত্য তাহা এই মন্ত্রে কথিত হইতেছে। "যস্মিন্"—যে পরমেশ্বরে "বিশ্বা" নিখিলবিশ্ব এবং কাব্য-নিচয় অর্থাৎ ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি কৃত ভারত-রামায়ণাদি "শ্রিতা"—পর্য্যবসিত রহিয়াছে। কল্পে কল্পে ইহাদের বর্ণানুপূর্ব্বী ভেদ থাকা সত্ত্বেও অর্থগত কোন ভেদ না থাকায় উহাদের নিত্যত্ব অভিপ্রায় করিয়াই উক্ত হইয়াছে যে, বেদেও উল্লিখিত কাব্যাদি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। যে প্রকার নাভি, চক্রের একদেশ মাত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সেইরূপ পুরাণাদি কাব্যসমূহও তাঁহাকে লেশমাত্রই বর্ণনা করিতে সমর্থ

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮।৪১।৬

এনং লেশত এব বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ। তমেতং ত্রিতং ত্রয়াণাং গুণানাং তনিতারং মায়ায়া অপি স্রষ্টারং জূতী জূত্যা মত্যা। ধ্যানেনেতি যাবৎ। "ধৃতিমতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্প" ইতি ধীবৃত্তিষু জূতিশব্দস্য পাঠাৎ॥ সপর্যত পূজয়ত॥ কম্? যেন ব্রজে গোকুলে গাবঃ প্রসিদ্ধাঃ নশব্দ ইবার্থে। সংযুজে সমিতি একীভাবং ন যুজ্যত ইতি সংযুক্ তস্মৈ পিত্রে। স হি জাতকর্ম্মণি আত্মা বৈ পুত্রনামাসীতি মন্ত্রং পঠন্নভেদাধ্যাসেন পুত্রং স্পৃশতি। পিতুঃ প্রিয়ার্থং যথা গোকুলে গাবো রক্ষিতা এবং যুজে সখ্যে অর্জ্জনপ্রিয়ার্থং অশ্বান্ তস্যৈব রথে তুরগান্ অযুক্ষত যোজিতবান্। অর্জ্জুনস্য সারথ্যং কৃতবানিত্যর্থঃ। উভয়ত্র প্রয়োজনং, নভন্তামন্যকে সম ইতি। কুৎসিতা অন্যকে দুঃশত্রবঃ সমে সর্ব্বে নভন্তাং হিংস্যন্তামিতি, মা ভুবন্নন্যকে সর্ব্বে ইতি যাস্কঃ। অত্র যুজে সংযুজে পদাভ্যাং

হইয়াছে। তিনি "ত্রিতং"—সত্ত্ব রজ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বিস্তারক এবং মায়ারও স্রষ্টা। তাঁহাকে "জূতী"—ধ্যান বা মনের দ্বারা "সপর্য্যত"—পূজা কর। ধীবৃত্তিতে জূতি শব্দের উল্লেখ থাকায় অর্থাৎ জূতী শব্দ ধৃতি, মতি, মনীষা, স্মৃতি ও সঙ্কল্প বুঝাইয়া থাকে বলিয়া এস্থলে "জূতী" শব্দে ধ্যান বা মনের দ্বারা এইরূপ অর্থ অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাঁহার দ্বারাই "ব্রজে"—গোকুলে "গাবঃ"—গোধন নিচয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এবং "সংযুজে"—পিতা জাতকর্ম্মে "আত্মা বৈ পুত্রনামাসীতি" মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অভেদ অধ্যাসে পুত্রকে স্পর্শ করিলেও পুত্রের সহিত যাঁহার একীভাব যোগ্য হয় না, সেই পিতা শ্রীনন্দের প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ যেরূপ গোকুলে গোধন নিচয় রক্ষা করিয়াছিলেন সেইরূপ "যুজে"—সখ্যে বা সখ্য-নিবন্ধন

অর্জ্জুন-নন্দাবেব গৃহীতুং যুক্তৌ। পুরাণেতিহাস-প্রামাণ্যাৎ ব্রজাদি পদান্তর-সমভিব্যাহারাচ্চেতি সহৃদয়া এব বিদাং কুর্ব্বন্তু। অত্র কাব্যা শ্রিতা ইত্যাত্বং জূভী ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘশ্চ বিভক্তেঃ সুপাংসুলুগিত্যনেনৈব ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথোদিব্যঃ
স সুপর্ণো গরুত্মান্॥ একং সদ্‌বিপ্রা
বহুধাবদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ৪ ॥ (১)

যো নমস্যঃ স্তুত্যঃ সর্ব্বাশ্রয়শ্চ তস্য স্বরূপং অস্য বামীয়ে সূক্তে মন্ত্রদ্বয়েন দর্শয়তি। ইন্দ্রংমিত্রমিতি। যদিদং সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি (ক) বেদান্ত প্রসিদ্ধম্ একমদ্বিতীয়ং

অর্জ্জুনের প্রিয়-সাধনার্থ "অশ্বান্"— অশ্বগণকে তাঁহারই রথে "অযুক্ত" —যোজনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাস্ক বলেন—"নভন্তা মন্যকে সম" বাক্য উভয় স্থলেই প্রয়োজ্য অর্থাৎ কুৎসিত অন্যকেই দুঃশত্রুর ন্যায় সকলেই হিংসা করিবে, সকল অন্যকে হিংসা করিবে না। সুতরাং এস্থলে 'যুজে' ও সংযুজে পদদ্বয়ে অর্জ্জুন ও নন্দরাজ অর্থ গ্রহণ করা অসঙ্গত হয় নাই। পুরাণ ইতিহাসাদি গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ থাকায় এবং উহার আনুসঙ্গিক 'ব্রজাদি' পদান্তর থাকায় এরূপ অর্থ গ্রহণ যে অযুক্ত হয় নাই, তাহা সহৃদয় সুধীবর্গই বিবেচনা করিবেন ॥৩॥

যিনি নমস্য, স্তুত্য ও সর্ব্বাশ্রয় তাঁহার স্বরূপ এই বামীয় সূক্তোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—'যদিদং

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।৩।২২

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।২।১

সৎ তদেব বিপ্রাঃ বিদ্বাংসঃ বহুধা বহুপ্রকারেণ বদন্তি কথয়ন্তি তমেবেন্দ্রং মিত্রাদিরূপং চাহুঃ। যশ্চ সুপর্ণো গরুত্মান্ দিব্যো দ্যোতমানঃ তং তথাগ্ন্যাদীংশ্চ তমেবাহুঃ। অত্র আহু বদন্তী-ত্যভ্যাসোর্থস্য ভূয়স্ত্বং দ্যোতয়তি। অহো দর্শনীয়াঽহো দর্শনীয়েতিবৎ ॥৪॥

কৃষ্ণন্নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপোবসানা দিবমুৎপতন্তি
ত আববৃত্রন্তসদনাদৃতস্যাদিদ্বদ্‌তেন পৃথিবীবুদ্যতে ॥৫॥ (২)

কৃষ্ণমিতি, যদেবং সর্ব্বদেবতারূপং সৎ তদেব কৃষ্ণং সূর্য্য-মণ্ডলান্তবর্ত্তি। কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দোণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে (খ)। যদেতদাদিত্যস্য

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি'—অর্থাৎ এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহা সৎ, হে সৌম্য! ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। এই বেদান্তপ্রসিদ্ধ "একং'—অদ্বিতীয় "সৎ"—বস্তুকেই "বিপ্রাঃ"—বিজ্ঞব্যক্তিগণ 'বহুধা'—বহুপ্রকারে 'বদন্তি'—বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহাকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি নামে অভিহিত করিয়াছেন। "অথ"—পুনশ্চ তিনিই "দিব্যং"—দ্যোতমান, সুপর্ণ ও গরুত্মান্ এবং তাঁহাকেই অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলিয়া থাকেন। এস্থলে 'আহুঃ বদন্তি' বাক্যের অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিরুক্তি দোষাবহ না হইয়া বরং 'অহো! দর্শনীয়, অহো! দর্শনীয়,' এইরূপ দৃঢ়তা, হর্ষ বা বিস্ময়ভাব প্রকাশের ন্যায় অর্থের ভূয়স্ত্ব-দ্যোতকই হইয়াছে ॥৪॥

যিনি এই সর্ব্বদেবতারূপ সৎ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ তিনিই সূর্য্যমণ্ডলান্তবর্ত্তী গায়ত্রীর ধ্যেয় বস্তু। 'কৃষি' সত্তাবাচক শব্দ 'ণ' নিবৃত্তিবাচক উভয়ের

---

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।৩।২৩

(খ) মহাভারতে উদযোগ পর্ব্বণি ৬৯।৫।

শুক্লং ভাঃ সৈবর্ক্‌গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎসাম কৃষ্ণং তমরু এশতঃ পুরোভাঃ ইতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং সত্যানন্দস্বরূপং ভাঃ শব্দিতং জ্যোতি র্গায়ত্র্যামপি ভর্গশব্দোদিতং নিয়ানংযান্ত্যত্রেতি যানং নি হীনং যানমস্য নিয়ানং ভূতলস্থায়ি অনুলক্ষ্য সুপর্ণাঃ শোভনপতনাঃ হরয়ঃ যজ্ঞভাগহরাঃ সন্তো যে দিবমুৎপতন্তি ক্ষণমপি ভূমৌ ন তিষ্ঠন্তি তেঽপি দেবা অপোবসানাঃ পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি (গ) শ্রুতেরপ্‌শব্দিতৈর্মানুষৈঃ শরীরৈরাচ্ছাদিতা ইত্যর্থঃ। আববৃত্রন্ কৃষ্ণং সমন্তাৎ গোপ-যাদবাদিরূপেণাবৃত্যস্থিতা ইত্যর্থঃ। বৃতু বর্ত্তনে জস্যরন্। ঋতস্য কর্ম্মফলস্য সদনাৎ ভোগস্থানাৎ স্বর্গাৎ। এত্যেতি শেষঃ।

যোগে নিষ্পন্ন 'কৃষ্ণ' শব্দ পরব্রহ্মবাচক বলিয়া অভিহিত। আরও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যাহা এই আদিত্যের শুক্লভাঃ অর্থাৎ জ্যোতি তাহাই ঋক্, এবং যাহা নীল তাহাই পরম—তাহাই শ্রীকৃষ্ণ তাহার অবম যাহা, তাহাই সাম; অতএব পুরোভাগে সেই জ্যোতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন কর। এই সত্যানন্দ স্বরূপ 'ভাঃ শব্দিত জ্যোতিই গায়ত্রীতে ভর্গ শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। এই বরণীয় ভর্গদেব শ্রীকৃষ্ণকে 'নিযানং'—ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া "সুপর্ণা" শ্রীকৃষ্ণের শোভন-পক্ষ গরুড়াদি বাহন "হরয়ঃ"—যজ্ঞভাগ গ্রহণকারী সাধুপুরুষগণ এবং যাঁহারা "দিবং উৎপতন্তি"—কেবল স্বর্গেই বাস করেন ক্ষণকালও ভূতলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন না, 'তং'—সেই স্বর্গবাসী দেবগণও 'অপোবসানা'—মানব শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। "অপ্" শব্দ যে পুরুষকে বা মানবকে বুঝায় তাহা 'পঞ্চম্যা-

---

(গ) ছন্দোগোপনিষদি ৫।৩।৩

তদেব সদনং স্তৌতি। আদিৎ। অস্মাদেব ঋতস্য সদনাৎ ঘৃতেন জলেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে বৃষ্টি দ্বারা ক্লিন্না ক্রিয়তে। স্বর্গবাসাপেক্ষয়া কৃষ্ণসান্নিধ্যং শ্রেয় ইতি মত্বা সর্ব্বে দেবাঃ ভূমৌ বাসমরোচয়ন্তেত্যর্থঃ ॥৫॥

আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যংচ।
হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানিপশ্যন্ ॥৬॥ (৩)

নম্বিন্দ্রং মিত্র সৌর্য্যাবিতি দ্বয়োরপ্যনয়োর্মন্ত্রয়োঃ সূর্য্যদৈবত্যত্বং স্মর্য্যতে। তৎকথং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তি ততোন্যৎ সদভিধং

মহত্তারাপঃ পুরুষ বচসো ভবন্তীতি'—শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ। এইরূপে 'ত'—তাঁহারা কর্ম্ম-ফল ভোগের স্থান স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যধামে আসিয়া 'আববৃত্রন্'—গোপ-যাদবাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। 'আদিৎ' এই ভোগস্থান স্বর্গধাম হইতেই 'ঘৃতেন'—জল দ্বারা বা বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী "ব্যুদ্যতে"—এই ধরাতল ক্লেদ-যুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যদিও স্বর্গ হইতে এই পৃথিবী নিকৃষ্টধাম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে 'তথাপি স্বর্গধাম অপেক্ষা কৃষ্ণ-সান্নিধ্য পরম শ্রেয়,—এই মনে করিয়া সকল দেবতাই মর্ত্ত্যধামে বাস করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

যদি বল 'ইন্দ্রং মিত্রে' এই দুইটী যখন সূর্য্য সম্বন্ধীয় শব্দ তখন মনে হয়, উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে সূর্য্যদৈবত্য অর্থাৎ সূর্য্যদেবতার ভাবই পরিস্ফুট ; সুতরাং তাহা কিরূপে সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী হয় এবং তাহাতে 'সৎ'—নামধেয় কৃষ্ণবস্তু থাকাই বা কিরূপে সম্ভব হয় ? এই আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন—'কৃষ্ণেন রজসা'—কৃষ্ণ শব্দিত রজক দ্বারা অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণবর্ণধারণ

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ১।৩।৩

কৃষ্ণং বস্তু ইত্যাশঙ্ক্যাহ। আকৃষ্ণেনেতি। কৃষ্ণেন কৃষ্ণশব্দিতেন রজসা রঞ্জকেন এষ হ্যেবানন্দয়তীতি শ্রুতি (ক) প্রসিদ্ধেন সত্তা হেতুনা আবর্ত্তমানঃ সবিতা দেবো যাতীতি বদন্ত্যা কো হ্যেবান্যাৎকঃ প্রাণ্যাত্যদেষ আকাশ আনন্দো নস্যাদিতি শ্রুত্যন্তর (ঙ) প্রসিদ্ধং সবিতুশ্চালকং কৃষ্ণং রজস্তঃ পৃথগিতি দর্শিতম্ নচ কৃষ্ণেনেতি রথেনেত্যস্য বিশেষণং সম্ভবতি। ব্যবহিতত্বাৎ কৃষ্ণং ভা ইত্যুদাহৃত শ্রুত্যন্তর বিরোধাচ্চ। সৌর্য্যত্বং তু চোদিবাকীর্ত্ত্যত্বাদোপচারিকম্। লিঙ্গাদর্শনাৎ। শেষং স্পষ্টার্থম্ ॥৬॥

করিয়া "এষ হ্যেবানন্দয়তীতি"—এই নিখিল জগৎ আনন্দিত করিতেছেন, সেই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক "আ বর্ত্তমানঃ"—সর্ব্বতোভাবে স্থির অচঞ্চলরূপে বর্ত্তমান অথবা যিনি পুনঃপুন আবর্ত্তিত হইতেছেন সেই "সবিতাদেবঃ—"সূর্য্যদেব 'মর্ত্ত্যঞ্চ'—মরণ ধর্ম্মশীল মনুষ্যগণকে 'অমৃতং নিবেশয়ন্'—অমৃতত্বে নিবেশিত করিয়া অথবা 'অমৃত' শব্দ দেবগণকে বুঝায়, সুতরাং পুনঃপুন আগমন পূর্ব্বক দেবতা ও মনুষ্যকে স্ব স্ব লোকে অবস্থাপিত করিয়া এবং 'ভুবনানি পশ্যন্'—নিখিল লোক প্রকাশ করিতে করিতে বা অবলোকন করিতে করিতে "হিরণ্ময়েন রথেন"—সুবর্ণ-নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া 'আয়াতি"—আমাদের নিকট যজ্ঞভূমিতে আগমন করেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ য দেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।'—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তবে এই সংসারে কে আনন্দ স্বরূপ হইতেন এবং এই সংসারে কে জীবন ধারণ বা প্রাণব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ হইত ?" ইহাতে সবিতার চালক শ্রীকৃষ্ণই প্রদর্শিত

যৎকৃষ্ণোরূপং কৃত্বা প্রাবিশস্ত্বং বনস্পতীন্।

ততস্ত্বামেকবিংশতিধা সংভরামি সুসংভৃতা ॥৭॥ (১)

অত্রৈব মন্ত্রান্তরমুদাহরতি। যৎ কৃষ্ণ ইতি। হে ভগবন্ যৎ যস্মাত্ত্বং কৃষ্ণঃ সত্যানন্দরূপোঽপি মায়য়া রূপং রূপবজ্জাতীয়ং বিয়দাদিকং কৃত্বা নির্ম্মায় বনস্পতীন্ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ প্রাবিশঃ প্রবিষ্টবানসি। এতেন তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিত্যস্যাঃ (ক) শ্রুতেরর্থো দর্শিতঃ। যতঃ প্রাবিশস্ততো হেতোর্বনস্পতিভ্যঃ সকাশাৎ ত্বাং তদন্তঃ প্রবিষ্টং সংভরামি

হইয়াছে। পরন্তু 'কৃষ্ণ' পদ রথের বিশেষণ রূপেও প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, উভয় শব্দের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান রহিয়াছে এবং 'কৃষ্ণং ত্বা ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেরও বিরোধ ঘটিয়া পড়ে। "ঋচোর্দির্বা"—এইরূপ কীর্ত্তিত হওয়ায় এই মন্ত্রের সূর্য্যপরত্ব ঔপচারিক অর্থাৎ উহাতে সূর্য্যের আরোপ করা হইয়াছে মাত্র ॥ ৬ ॥

এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ আর একটি মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—হে ভগবন্! 'যৎ'—যেহেতু 'ত্বং'—তুমি 'কৃষ্ণঃ'—সত্যানন্দ স্বরূপ হইয়াও 'রূপং'—মায়ার রূপ অর্থাৎ যাদের রূপ আছে এমন জাতীয় অন্তরিক্ষাদি 'কৃত্বা'—নির্ম্মাণ করিয়া "বনস্পতীন্" —স্থাবর-জঙ্গমাদির মধ্যে 'প্রাবিশ'—অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। এস্থলে "তৎসৃষ্টা তদেবানু প্রাবিশৎ" অর্থাৎ তিনি এই সংসারের সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতির অর্থই প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ততঃ—তুমি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছ

(১) এই ঋক্‌টীর আকার-পরিচয় অজ্ঞাত।

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষদি ২।৬।১

চিন্ময়া এব সমিধ আচিনোমীত্যর্থঃ। সুসংভৃতা সম্যগা-ভরণবতাভাবেন। একবিংশতিধেত্যেকবিংশোঽয়ং পুরুষ ইতি সংখ্যাসামান্যাদিধ্মস্যাপ্যাত্মরূপত্বং দর্শিতম্। এতেন "ওষধে ত্রায়স্বৈনং শৃণোত গ্রাবাণঃ" ইত্যচেতনে প্রয়োজন সম্বন্ধোঽপি তত্তদন্তঃপ্রবিষ্টচেতনাভিপ্রায়েণ নত্বচেতনাংশাভি-প্রায়েণ ইত্যপি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্ ॥৭॥

উত মাতা মহিষমন্ববেনদমীত্বা জহতি পুত্রদেবাঃ।
অথাব্রবীদ্বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্ সখে বিষ্ণো বিতরং
বিক্রমস্ব ॥৮॥ (২)

কুতো হেতোর্ভগবান্ ভূমাববততারেত্যত আহ। উত্তমা-তেতি। মাতা অদিতিঃ। পৃথিবীতি যাবৎ। দ্যৌঃ পিতা

বলিয়াই সেই বনস্পতি সমূহের সকাশ হইতে 'ত্বাং'—তাহাদের অন্তঃ প্রবিষ্ট তোমাকে 'সুসংভৃতা'—সম্যক্ আভরণ-বিশিষ্টভাবে এবং "এক বিংশতিধা"—একবিংশ এই পুরুষ—এইভাবে 'সংভরামি'—চিন্ময় স্বরূপ সমিধ সংগ্রহ করিতেছি। এস্থলে 'একবিংশতিধা' বাক্যে সংখ্যা-সামান্য হেতু যজ্ঞীয়কাষ্ঠেরেও ভগবদাত্মরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে "ওষধে ত্রায়স্বৈনং শৃণোত গ্রাবাণঃ"—ইত্যাদি মন্ত্র অচেতনের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও তাহাদের অন্তঃপ্রবিষ্ট চৈতন্যের উদ্দেশ্যেই উহা প্রয়োজ্য বুঝিতে হইবে—অচেতনাংশের উদ্দেশে নহে। এইরূপ সর্ব্বত্রই জানিবেন ॥ ৭ ॥

কি হেতু শ্রীভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এই মন্ত্রে তাহাই বিবৃত হইতেছে। "মাতা"—দেবমাতা অদিতি অথবা "দ্যৌঃ পিতা

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৫।২৫

পৃথিবী মাতেতি মন্ত্রবর্ণাৎ। মহিষং মহান্তং ইন্দ্রং অন্ববেনৎ অন্ববিন্দৎ। তস্য হিতং স্ববচনং প্রকাশিতবতী। তদেবাহ— অমী ইতি, হে পুত্র অমী দেবাস্ত্বা ত্বাং জহতি। গোব্রাহ্মণ যজ্ঞাদীনামসুরৈর্ভুবি ভঙ্গে কৃতে ভাগমলভমানাঃ দেবা অরক্ষিতারং ত্যক্ষ্যন্তীতি ভাবঃ। অত্র ইন্দ্রো বৃত্রং বারয়তি ধর্ম্মমিতি বৃত্রং অসুরকুলং হনিষ্যন্ স্বয়মশক্তঃ সন্নিদমাহ। সখে ইতি, হে সখে অন্তর্যামিতয়া পরমাপ্ততম বিষ্ণো ব্যাপন শীলবিতরঃ বিশেষেণ সুতরাং ক্রমস্ব অত্যুৎকটং পরাক্রমং কুরু। অসুরান্ জহীত্যর্থঃ ॥৮॥

পৃথিবী মাতেতি"—মন্ত্রের বর্ণনানুসারে মাতা শব্দ পৃথিবীকেও বুঝায়। সুতরাং দেবমাতা অদিতি বা পৃথিবী 'মহিষং' মহিমময় 'ইন্দ্রং'—দেবরাজ ইন্দ্রকে 'উত'—বিতর্ক করিয়া 'অন্বরেনৎ'—নিবেদন করিয়াছিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের কল্যাণকর এইরূপ বাক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—"হে পুত্র ! অমী" —ঐ অসুর সকল 'দেবান্'—দেবগণকে এবং 'ত্বা'—তোমাকে "জহাতি" —হীন বা অকর্ম্মণ্য করিতেছে। ধরাধামে অসুরগণ গোব্রাহ্মণও যাগ-যজ্ঞাদির হিংসাসাধন করায় দেবগণ যজ্ঞলাভে বঞ্চিত হইয়া অরক্ষিতকেও অর্থাৎ আশ্রিতকেও পরিত্যাগ করিতেছে। ইহাতে তোমার অকর্ম্মণ্যতা বা দৌর্ব্বল্যই প্রকাশ পাইতেছে। 'অথ'—অনন্তর 'ইন্দ্র'—দেবরাজ 'বৃত্রং'—ধর্ম্মের বাধাকারী অসুরকুলকে 'অহনিষ্যন্'—স্বয়ং বিনাশ করিতে অশক্ত 'অব্রবীৎ'—ভগবানের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'হে সখে!'—অন্তর্য্যামীরূপে পরমাপ্ততম বা অতি নিজজন 'হে বিষ্ণো!'—হে বিশ্বব্যাপী ভগবন্! 'বিতরং'—বিশেষরূপে 'বিক্রমস্ব' —পরাক্রম প্রকাশ কর—অসুরগণকে বিনাশ কর॥ ৮ ॥

ভুবনস্তরেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তিপ্রদিশা বিধর্ম্মণি।
তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পরিভবন্তি বিশ্বতঃ ॥৯॥ (৩)
স এবমিন্দ্রেণাভ্যর্থিতো বিষ্ণুর্দেবক্যা উদরে যোগমায়াদ্বারা পূর্ব্বং সপ্তসংখ্যান্ অর্দ্ধগর্ভান্ আবেশয়দিত্যাহ। সপ্তার্দ্ধগর্ভা ইতি। কালনেমি পুত্রাঃ ষড়্গর্ভাখ্যাঃ ব্রহ্মাণমারাধ্যামরত্বং প্রাপ্তা অপি পিতামহেন হিরণ্যকশিপুনা পিতামহং পরিত্যজ্য দেবপিতামহং শ্রয়ন্তো যূয়ং স্বপিতুর্হস্তেনৈব মরণং প্রাপ্স্যথেতি শপ্তাঃ তে পাতালে শয়ানা ব্রহ্মবরদানাৎ স্থূলেন শরীরেণাবিনষ্টা অপি দৈত্যশাপাল্লিঙ্গশরীরেণৈব বাশিষ্ঠোদাহৃতন্যবণবৎ যোগমায়াবলেন জন্মান্তরং লেভিরে। তত্র চ কংসীভূতেন কালনেমিনা তে নিহতা ইতি হরিবংশে (খ) উপাখ্যায়তে। তেন ষণ্ণামর্দ্ধগর্ভত্বম্, রামোঽপি দেবক্যা উদরাৎ সপ্তমগর্ভ এব যোগমায়য়া নিষ্কাস্য রোহিণ্যা উদরে

এইরূপে ইন্দ্র কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত ভগবান্ বিষ্ণু, দেবকীর উদরে যোগমায়া দ্বারা পূর্ব্বে সপ্তসংখ্যক অর্দ্ধগর্ভকে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। হরিবংশে এবিষয়ে একটী উপাখ্যান আছে। কালনেমির পুত্রগণ "ষড়্গর্ভ" নামে অভিহিত। তাঁহারা ব্রহ্মার আরাধনা পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়াও পিতামহ হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়াছিলেন যে, তোমরা নিজ পিতামহকে (আমাকে) পরিত্যাগ করিয়া দেব-পিতামহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ; অতএব তোমরা স্বীয় পিতার হাতেই নিধনপ্রাপ্ত

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ১।৩।২১
(খ) বিষ্ণুপর্ব্বণি ৪ অধ্যায়ে।

নিবেশিত ইতি অয়মপি অর্দ্ধ গর্ভএব। এবং সপ্ত অর্দ্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো ভুবনবীজভূতস্য বিষ্ণোঃ প্রদিশুত ইতি প্রদিক্ তয়া প্রদিশা আজ্ঞাকারিণ্যা যোগমায়য়া হেতুতয়া বিধর্ম্মণি বিপরীতে ধর্ম্মে অংশেন অমরত্বমংশেন জন্মাদিভাক্ত্বমিত্যে-বং রূপেষু ভূচরেষু অত্যন্ত দুষ্করেষু তিষ্ঠন্তি। এতদেবাহ, তে ইতি। তে সপ্তগর্ভাঃ বিপশ্চিতো জ্ঞানবন্তঃ ধীতিভিঃ পূর্ব্বেষাং দেহানাং নিধানৈরবস্থাপনৈঃ পরিভবন্তি সাকল্যেন বর্ত্তন্তে, পুনশ্চ তে মনসা পরিভুবঃ মনোমাত্রেণ সাধনেন বিশ্বতঃ দেহেন্দ্রিয়াদি সাকল্যেন সম্পন্নাঃ সন্তঃ পরিভবন্তি উৎপদ্যন্তে পুনরিত্যর্থঃ। অত্র রাম বিষয়ে মনসেত্যুভয়ত্রা-ন্বিতেতি। তস্য মাতৃদ্বয়েঽপি মনোমাত্রেণ প্রবেশাৎ। স্বকর্ম্মজদেহাভাবাদিতিধ্যেয়ম্ ॥৯॥

হইবে। এইরূপে তাঁহারা পাতালে শয়ান থাকিয়া ব্রহ্মার বরদানের ফলে স্থূল-শরীরে বিনষ্ট না হইয়াও দৈত্যশাপ হেতু লিঙ্গ-শরীরের দ্বারাই বাশিষ্ট উদাহৃত লবণের ন্যায় যোগমায়াবলে দেবকীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই কালনিমিই পরে কংসরূপে তাঁহাদের নিধনকর্ত্তা হইয়াছিলেন, এই হেতু দেবকীর প্রথম ছয়টী গর্ভ অর্দ্ধগর্ভ নামে অভিহিত হয়। আবার বলরামও দেবকীর উদর হইতে সপ্তম-গর্ভরূপে যোগমায়া দ্বারা নিষ্কাসিত হইয়া রোহিণীর উদরে নিবেশিত হইয়াছিলেন অতএব ইহাও অর্দ্ধগর্ভ। এই প্রকার "সপ্তার্দ্ধগর্ভা"— সপ্ত অর্দ্ধগর্ভ "ভুবনস্য রেতঃ" নিখিলভুবনের বীজস্বরূপ "বিষ্ণোঃ"— ভগবান্ বিষ্ণুর "প্রদিশা"—আজ্ঞাকারিণী যোগমায়া দ্বারা "বিধর্ম্মণি"— অসুরধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্মে অর্থাৎ দেবাংশে জন্মাদিযুক্ত হইয়া ধরাধামে

য ঈং চকার নসো অস্য বেদ য ঈংদদর্শ হিরুগিন্নু তস্মাৎ।
সমাতুর্যোনাপরিবীতো অন্তর্ব্বহুপ্রজা নিঋতিমাবি-
বেশ ॥১০॥ (১)

কৃষ্ণন্নিয়ানমিতি ভগবতো ভূপ্রবেশ উক্তঃ তং বিশদয়তি॥ য ঈামতি, যোঽয়ং ধীধাতুঃ ঈং এনং প্রপঞ্চং চকার কল্পিতবান্ সঃ অস্য এনং প্রপঞ্চং ন বেদ ন হি জড়ং মনঃ স্বকার্য্যং বেদিতুমলং মৃদিব ঘটম্। যশ্চাহংকারঃ ঈং এনং দদর্শ যো দ্রষ্টৃত্বাভিমানী তস্মাদপি সু নিশ্চিতং হিরুক্ পৃথক্ ইত এব য এবংবিধোঽহংকারস্যাপি সাক্ষী কেবল দৃঙ্মাত্রস্বরূপঃ স মাতুর্যোনা। সুপাং সুলুগিতি সুপো ডা। যোনেঃ গর্ভাশয়স্য অন্তর্মধ্যে পরিবীতো অর্থাৎ জরায়ুণা বেষ্টিতো ভূত্বা নিঋতিং

অত্যন্ত দুস্কর মনুষ্যাদিরূপে অবস্থান করেন। "তে"—সেই সপ্তগর্ভ সকলেই "বিপশ্চিত"—জ্ঞানবান্ এবং "ধীতিভিঃ"—পূর্ব্বদেহের নিধান অর্থাৎ অবস্থাপন দ্বারা "পরিভবন্তি"—সাকল্যে বিরাজ করেন। পুনশ্চ তাঁহারা "মনসা"—মনোমাত্র সাধন দ্বারা "বিশ্বতঃ—দেহেন্দ্রিয়াদি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হইয়া "পরিভবন্তি' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এস্থলে রাম বিষয়ে যে 'মনসা' বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা উভয়ত্রই অন্বিত বুঝিতে হইবে। স্বকর্ম্মজনিত দেহের অভাবে বলরামের মাতৃবয়ে প্রবেশ কেবল মনের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল॥ ৯॥

ইতঃপূর্ব্বে "কৃষ্ণং নিযানমিতি' মন্ত্রে যে ভগবানের ধরাবতরণ উক্ত হইয়াছে; তাহা এই মন্ত্রে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। "যঃ'—এই ধীধাতুরূপ বুদ্ধি "ঈং'—এই নিখিল সংসার 'চকার'—রচনা করিয়াছেন,

---

(১) ঋগ্বেদ—১।৩।২০

ভূমিং আবিবেশ। কীদৃশঃ। বহুপ্রজাঃ। অষ্টোত্তর-শতাধিক-ষোড়শ সহস্রস্ত্রীষু প্রত্যেকং দশ পুত্রান্ একাং কন্যাং চ প্রতিস্ত্রিয়ং জনয়তঃ স্পষ্টং পুরাণেষু বহুপ্রজত্বম্। এতচ্চ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যস্যাঃ স্মৃতের্মূলম্ ॥১০॥

কৃষ্ণং তত্রমরুশতঃ পুরোভাশ্চরিষ্ণ্বর্চিব পুষামিদেকম্।

যদপ্রবীতাদধত্তেহগর্ভং সদ্যশ্চিত্তো ভবসীদুদূতঃ ॥১১॥ (২)

কথং পুনর্মাতুর্যোনাবাবিবেশেত্যত আহ। কৃষ্ণং ত এমেতি।

'সঃ'-তিনি"অস্য"—এই জগৎ-প্রপঞ্চের কিছুই "ন বেদ"—বিদিত নহেন। মৃত্তিকা ঘটরূপে কল্পিত বলিয়া যেমন মৃত্তিকার ঘটকে জানিবার প্রয়োজন হয় না সেইরূপ জড় ভাবাপন্ন মনেরও স্বকার্য্য জানিবার প্রয়োজন হয় না। আবার 'যঃ'—যে অহঙ্কার 'ঈং'—এই প্রপঞ্চকে দর্শন করিয়াছিলেন অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্বের অভিমানী 'তস্মাৎ'—তাহা হইতেও 'নু"—নিশ্চয়ই "হিরুক"—পৃথক, অতএব এবম্বিধ অহঙ্কারেরও সাক্ষী এবং কেবল দৃক্ মাত্রস্বরূপ, "সঃ"—সেই ভগবান্ বিষ্ণু "মাতুর্যোনা"—জননীর গর্ভাশয়ের "অন্তঃ"—অভ্যন্তরে "পরিবীতঃ—জরায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া 'নিঋতিং' —ভূতলে "অবিবেশ"—আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনিই "বহুপ্রজাঃ" —অষ্টোত্তর-শতাধিক ষোড়শসহস্র স্ত্রীর মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রীতে দশপুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার বহুপ্রজত্ব পুরাণে (শ্রীভাগবতে ১০ম, স্ক, ৯০ অঃ) ঘোষিত হইয়াছে। ইহাই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্। স্বয়ং" এই স্মৃতির মূল ॥ ১০ ॥

অতঃপর কিরূপে তিনি মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই মন্ত্রে তাহাই কথিত হইতেছে—"হে ভুমন।"—হে বিরাট পুরুষ। "তে"—তব

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৫।৭

হে ভূমন্ ত্বে তব রুদ্ররূপেণ পুরস্তিস্রো রুগ্ণতো নাশয়ন্তঃ যদ্বা পুরঃ স্থূলসূক্ষ্মকারণ দেহান্ গ্রসত স্তুর্য্য স্বরূপস্য য-কৃষ্ণং ভাঃ সত্যানন্দচিন্মাত্রংরূপং তত্ত্ব এম প্রাপ্নুয়াম। যস্য তব একমিৎ একমেব অর্চ্চিঃ জ্বালাবদংশমাত্রং সমষ্টিজীবরূপং বপুষাং দেহানাং অনেকেষু দেহেষু চরিষ্ণু ভোক্তৃরূপেণ বর্ত্ততে যৎকৃষ্ণংভাঃ অপ্রবীতা নাস্তি প্রকর্ষেণ বীতং গমনং যথেষ্ট-সঞ্চারো যস্যাঃ সা। নিরুদ্ধগতি নিগড়গ্রস্তা দেবকীত্যর্থঃ। "কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায়েতি ছান্দোগ্যে" (ক) দেবক্যা এব কৃষ্ণ-মাতৃত্ব দর্শনাৎ সা স্বগর্ভে দধতে ধারয়তি। দধ ধারণে ইত্যস্য রূপম্ হ প্রসিদ্ধম্। স ত্বং জাতো দেব জাতোগর্ভতো বহিরাবি-র্ভূতঃ সন্ সম্ভ ইদু সত্ত এব চিৎ নিশ্চিতং খলু দূতো দুনোতীতি দূতঃ মাতুং খেদকরো বিয়োগদুঃখপ্রদো ভবসীত্যর্থঃ। এতেন দেবকীপত্তে র্বসুদেবস্য গৃহে জন্মধৃতবানিতি সূচিতম্। তত্র

আপনার রুদ্ররূপ দ্বারাই 'পুরঃ'—ত্রিপুর'রুগ্ণতঃ'—ধ্বংস হইয়াছিল অথবা পুরশব্দ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণদেহ বুঝায়; আপনি সেই দেহত্রয়কে গ্রাস করিয়া থাকেন। আপনার তুরীয় স্বরূপের "যে কৃষ্ণং ভা'—সত্যানন্দ চিন্মাত্র রূপ তাহা আমরা "এম"—প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার "একং ইৎ অর্চিঃ"—একটীমাত্র স্ফুলিঙ্গবৎ অংশই সমষ্টি জীবরূপে "বপুষাং চরিষ্ণু"—নিখিলজীবদেহে ভোক্তৃরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। "যৎ'—যাহাকে অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণকেই "অপ্রবীতা"—প্রকর্ষের সহিত বীত অর্থাৎ গমন বা যথেষ্ট সঞ্চার নাই যাহার সেই নিরুদ্ধগতি নিগড়-বদ্ধা দেবকী' গর্ভেহ

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষদি ৩।১৭।৬

বৈকুণ্ঠস্য ইন্দ্রস্য বাক্যম্। অহং ভুবং বস্থনঃ পূর্ব্যস্পতিরিতি প্রাশ্রাবয়ং শবসা তুর্বস্থং যতুমিতি চ প্রমাণম্। তত্র হরিবংশে (খ) পূর্ব্বং সোমবংশ্যাৎ যযাতেঃ সকাশাৎ যস্য যদোঃ ক্রোষ্ট্রাদীনারভ্য শূরবসুদেবান্তো বংশ উক্তঃ,বিকদ্রু বাক্যে পুনঃ সূর্য্যবংশ্যাৎ হর্য্যশ্বাজ্জাতস্য যদোরেব মাধবাদিক্রমেণ বসু বসুদেবান্তো বংশ উক্তঃ। (গ) তত্র যথা ব্রহ্মপুত্রস্য বশিষ্ঠস্য পুনর্জ্জাতস্যাপি নামরূপয়োর্ভেদঃ পূর্ব্বান্বয়াৎ বিচ্ছেদশ্চ নাসীৎ মিত্রাবরুণাভ্যাং এবং যযাতিতো হর্য্যশ্বাচ্চ জাতস্য যদোরপি জ্ঞেয়ম্। যথা চ ব্রহ্মপুত্রস্যাপি সনৎকুমারস্য কার্ত্তিকেয়ত্বে স্কন্দ ইতি নামমাত্রং ভিন্নং ব্যনক্তি। (ঘ) তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষত ইতি ছান্দোগ্যে (ঙ) দর্শনাৎ। তথাশূরস্য যযাত্যন্বয়ে হর্যশ্বান্বয়ে চ জাতস্য বসুরিতি নামমাত্রেণ ভেদঃ। তেন বসুদেবস্য শূরপুত্রত্বং

দধে'—স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বেব প্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্যোপনিষদে "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়েতি" ইত্যাদি বাক্যের দেবকীর কৃষ্ণমাতৃত্বের উল্লেখ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। আপনি সেই 'জাতদেবঃ' দেবকীর গর্ভ হইতে বাহিরে আবির্ভূত হইয়া 'সদ্য'—তৎক্ষণাৎ 'ইন্দ্রঃ' পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ 'চিৎ'—নিশ্চিত 'দুতঃ'—জননীর বিয়োগ-দুঃখপ্রদ "ভবসি"—হইলেন। দেবকীপতি বসুদেবের গৃহে যে জন্মধারণ করিয়াছিলেন তাহা এতদ্দ্বারা সূচিত হইল। এবিষয়ে বৈকুণ্ঠেন্দ্রের অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের বাক্য যথা—"অহং ভুবং বসুনঃ পূর্ব্যস্পতিরিতি" প্রাশ্রাবয়ং শবসা তুর্ব্বসুং যতুমিতি"। এস্থলে বসুর যে যদু; তাহা হরিবংশে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সোমবংশীয় যযাতি

(খ) হরিবংশ পর্ব্বাণি—৩৩।৩৪ অঃ। (গ) ঐ—৯।১৫।
(ঘ) ঐ—১ অধ্যায়ঃ। (ঙ) ৭।২৬।২।

বসুপুত্রত্বঞ্চ সঙ্গচ্ছতে। অত এবমুদাহৃত শ্রুত্যোরর্থঃ—অহং বসুনঃ বসোঃ সকাশাৎ ভুবং অভবম্। অভ্ভাবঃ শবভাবো গুণাভাবশ্চার্যঃ। পূর্ব্যঃ আদ্যপতিঃ স্বামী, অবিশেষাৎ কৃৎস্নস্য জগত ইত্যর্থঃ। তথাহং শবসা বলেন তুর্ব্বসুং যদুং প্রাশ্রাবয়ং প্রকর্ষেণ শ্রাবিতবানাস্মি—যদুবংশীয়াঃ বয়মতিবলবত্তরা ইতি। অত্র তুর্ব্বসুগ্রহণং যযাতে র্যদুবংশজত্ব জ্ঞাপনার্থম্ তেন যদুবংশে উৎপন্নস্য দেবকীভর্ত্তুর্গৃহে ভগবানুৎপন্ন ইতি প্রসিদ্ধম্॥ ১১॥

হইতে যদুবংশীয় ক্রোষ্টাদি আরম্ভ করিয়া শেষে শূরসেন ও বসুদেব পর্য্যন্ত বংশ কথিত হইয়াছে। বিকক্রু বাক্যে পুনরায় সূর্য্যবংশীয় হর্য্যশ্ব হইতে জাত যদুরই মাধবাদিক্রমে বসু বসুদেব পর্য্যন্ত বংশ কথিত হইয়াছে। যেরূপ ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠের পুনরায় মিত্রাবরণ হইতে জন্ম হইলেও তাঁহার কেবল নামরূপেরই ভেদ হইয়াছিল,পূর্ব্বান্বয় অর্থাৎ পূর্ব্বসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় নাই, সেইরূপ যযাতি হইতে ও হর্য্যশ্ব হইতে জাত যদুরও নামরূপেরই ভেদ হইয়াছিল, পূর্ব্বান্বয় হইতে বিচ্ছেদ ঘটে নাই। আবার ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমারেরই কার্ত্তিকেয়রূপে 'স্কন্দ' এই নাম কথিত। এ বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদেও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়—"তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমার স্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষত।" এইরূপেই শূরের যযাতি অন্বয়ে এবং হর্য্যশ্বান্বয়ে জাত 'বসু' এই নাম মাত্র ভেদ। সুতরাং বসুদেবের শূরপুত্রত্ব ও বসুপুত্রত্ব সঙ্গতই হইয়াছে। অতএব উদাহৃত শ্রুতির অর্থ এই যে, "অহং বসুনঃ বসোঃ সকাসাৎ ভুবং অভবমিত্যাদি" অর্থাৎ আমিই বসু হইতে জাত বসুদেব হইতেই আবির্ভূত হইয়াছি। আমিই "পূর্ব্ব্য" অর্থাৎ আদ্যস্বামী বা অবিশেষ হেতু নিখিল জগতের

বিষ্ণুং স্তোমাসঃ পুরুদস্মমর্কাভগস্যেব কারিণো যামনি গ্মন্।
উরুক্রমঃ ককুহো যস্য পূর্বী ন মর্দ্ধন্তি যুবতয়ো জনিত্রীঃ॥১২॥(১)

অয়ং জাত মাত্রো মাত্রা বিযুক্ত ইত্যুক্তং তত্র হেতুমাহ। বিষ্ণুমিতি। স্তোমাসঃ স্তোমাঃ। আজ্জসেরসুক্। স্তুত্যাঃ মহান্তো বিষ্ণুং পুরুদস্মং ব্রহ্মায়তনং অর্কাঃ অর্ভকাঃ। যামনি ভক্তজনেষু প্রেমপীযূষ পরিবেষণে গ্মন্। মন্ত্রেঘসেতিলের্লুক্। গতাঃপ্রাপ্তাঃ। যমো পরিবেষণে এব মিত্থাদিহ পরিবেষণে যমের্হ্রস্বো ন। কে ইব। ভগস্য ঐশ্বর্য্যকারিণ ইব। অয়মর্থঃ। একঃ পুত্রমিব প্রেম্না বস্ত্রালঙ্করণাদিনা বিষ্ণুমর্চ্চিতং করোতি অপরো দণ্ডভয়াদ্রাজানমিব। তত্রারাধনস্যৈকরূপত্বেপি ভাব ভেদাৎ। উরুক্রমো উরুমহাংস্ত্রৈলোক্যাক্রমণ-

অধিস্বামী আমি ইহা বলপূর্ব্বক তুর্ব্বসু যদুকে প্রকৃষ্টরূপে শ্রবণ করাইয়াছিলাম, যদুবংশীয় আমরা অতিশয় বলবান্। যযাতি হইতে উৎপন্ন যদুবংশেই যে জন্ম হইয়াছে ইহা জ্ঞাপনের নিমিত্তই এস্থলে 'তুর্ব্বসু' নাম গৃহীত হইয়াছে। অতএব যদুবংশজাত দেবকীপতি বসুদেবের গৃহে যে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ॥১১॥

ভগবান্ জন্মগ্রহণ মাত্র জননীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, এই মন্ত্রে তাহারই হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। 'স্তোমাসঃ'—যাঁহারা স্তুতি দ্বারা মহিমান্বিত তাঁহারা "বিষ্ণুং পুরুদস্মং"—বিষ্ণুরূপ ব্রহ্মায়তনকে 'অর্কাঃ'—শিশুরূপে "যামনি"—ভক্তজনের প্রতি প্রেমপীযূষ পরিবেশনার্থ "ভগস্য কারিণ ইব"—ঐশ্বর্য্যকারিগণের ন্যায় 'গ্মন্'—প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এক ব্যক্তি পুত্র-স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বিষ্ণুকে অর্চ্চিত করেন, অপরব্যক্তি দণ্ডভয়ে রাজার ন্যায় তাঁহাকে

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়ং—৩।৩।২৬।

সমর্থঃ ক্রমঃ পাদবিক্ষেপো যস্য সঃ ককুহঃ কুহকোঽস্তি। যস্তো যস্য পূর্ব্বী র্জনয়িত্রী প্রথমমাতঃ যুবতয়ঃ দেবকন্যাস্তাঃ। বহুত্বং কল্পভেদাভিপ্রায়েণ পূজায়াং বা। অত্র সুপাং সুপো ভবন্তীতি জসং শস্। নমর্দ্ধন্তি ভগবদ্দত্তেন মহিম্না উপেতা অপি ন তৎ-কর্ত্তৃকেণ প্রেম্না ক্লিশ্যন্তে। তেন প্রেমভক্তেষু গোকুলজনেষ্বেব রক্তোঽভূদিতি ॥ ১২ ॥

সম্বশ্চিদ্ধিতম্বঃ শুম্ভমানা আহংসাসো নীলপৃষ্ঠা অপপ্তন্।
বিশ্বংশর্দ্ধো অভিতো মা নিষেদনরোনরণ্বাঃ সবনে
মদন্তঃ ॥১৩॥ (২)

সদ্যশ্চিজ্জাত ইতি য উক্তস্তং জাতমাত্রং দেবা পরিবক্র-রিত্যাহ বশিষ্ঠঃ। সম্বশ্চিদ্ধীতি। সম্বর্গঃ—যন্ন দুঃখেন সং-ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতং চ তৎসুখং স্বঃ

অর্চ্চনা করেন। এস্থলে আরাধনা একরূপ হইলেও ভাবভেদ হেতুই ঐরূপ অর্চ্চনাভেদ বুঝিতে হইবে। তিনি "উরুক্রমঃ"—উরু—মহান্ অর্থাৎ ত্রৈলোক্যক্রমণে সমর্থ এমন পাদ-বিক্ষেপ-বিশিষ্ট এবং "ককুহঃ"—কুহকময়, যেহেতু "যস্য পূর্ব্বী"—তাঁহার পূর্ব্বজনয়িত্রী প্রথম মাতৃগণ 'যুবতয়ঃ'—দেবকাদি 'নমর্দ্ধন্তি'—ভগবদ্দত্ত মহিমান্বিতা হইয়াও তৎকর্ত্তৃক প্রেমদ্বারা ক্লিন্না অর্থাৎ অভিষিক্তা হয়েন না। অতএব প্রেমভক্ত গোকুলজনের প্রতিই তিনি অনুরক্ত, ইহাই পরিব্যক্ত হইল। এস্থলে জননীর বহুত্ব, কল্প ভেদাভিপ্রায়ে পূজা বিষয়েই প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে ॥১২॥

ভগবান্ সদ্য জাতমাত্রই দেবগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন। তাই, বশিষ্ঠদেব এইমন্ত্রে প্রকাশ করিতেছেন—'সম্বঃ'

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়ং—৫।৪।৩০।

পদাস্পদমিতি শ্রুতিনিরুক্তং সুখবত্তাসমানং সম্বঃ শ্রীকৃষ্ণাধ্যাসিতং ভূমণ্ডলং। চিদ্ধি ইত্যনর্থকো নিপাতৌ সুচন প্রসিদ্ধ্যর্থৌ বা হংসাসো হংসা দেবাঃ আ সমন্তাৎ গতাঃ প্রাপ্তাঃ তম্বঃ তনুঃ শুম্ভমানাঃ শোভয়ন্তঃ। দিব্যরূপধারিণঃ ইত্যর্থঃ। নীলপৃষ্ঠাঃ। ডয়লোরৈক্যাৎ নীড়ং স্বর্গঃ পৃষ্ঠং যেষাং তে নীড়পৃষ্ঠাঃ। অংশমাত্রেণ স্বর্গেস্থিত্বা সর্ব্বাত্মনা ভুমিমাগতা ইত্যর্থঃ। বিশ্বং কৃৎস্নং শর্দ্ধঃ। শৃধু ক্লেদনে বৃষ্টিকরং দ্যুস্থানমন্তরিক্ষস্থানং চ দেবতা যূয়ং অভিতঃ সমন্তাৎ মা মাং মদভিন্নং নিষেদ নিষযাদ। অত্র বশিষ্ঠঃ মা ইতি প্রত্যগ্ ভেদাদীশ্বরমস্মৎ শব্দেন নির্দ্দিশতি মামুপাসম্বেতি অহং মনুরভবমিতীন্দ্র-বামদেবাদিবৎ॥ অত্র দৃষ্টান্তঃ। নরোনেত্যাদি। ন শব্দ উপমার্থে। যথা নরো মনুষ্যাঃ সবনে পুত্রজন্মাদি-উৎসবে রম্বাঃ রমণশীলা মদন্তো হৃষ্যন্তঃ সংক্রিয়মাণস্য শিশোরভিতো নিষীদন্ত্যেবং দেবাঃ কৃষ্ণমভিতো নিষেদুরিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

—যাহা দুঃখে সংভিন্ন হয় না, যাহাকে কেহ গ্রাস করিতে পারে না, যাহা অন্তর রহিত, এবং যাহা অভিলাষ মাত্র উপনীত হয়, সেই সুখই 'স্বঃ' পদের বিষয়ীভূত। এই শ্রুতিনিরুক্ত কথিত সুখবত্তাতুল্য সম্বঃ অর্থাৎ স্বর্গতুল্য শ্রীকৃষ্ণাধ্যাসিত ভূমণ্ডলকেই "বিদ্ধি"—প্রসিদ্ধরূপে "হংসাসঃ"—দেবগণ "আ—অপপ্তন্"—সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের "তম্বঃ" —দেহ "শুম্ভমানাঃ"—অতিশয় শোভান্বিত হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহারা "নীলপৃষ্ঠাঃ (নীড়পৃষ্ঠাঃ)"—অংশ মাত্রে স্বর্গপৃষ্ঠে থাকিয়াও দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাত্মসহকারে ভূতলে আগমন করিয়াছিলেন। "বিশ্বং শর্দ্ধঃ" —নিখিল বৃষ্টিকর দ্যুস্থান ও অন্তরিক্ষ স্থানকে, দেবতাগণ! তোমরা

ইমেদিবো অনিমিষা পৃথিব্যা শ্চিকিত্বাংসো অচেতসং নয়ন্তি।
প্রব্রাজে চিন্নদ্যো গাধমস্তিপারং নো অস্য

বিষ্পিতস্তুপর্ষন্ ॥১৪॥ (১)

এবং নিষণ্ণা দেবাঃ বসুদেবং সম্বোধয়ন্তি ইমে দিব ইতি। ভো মনুজ! ইমে পরিদৃশ্যমানাঃ দিবঃ সম্বন্ধিনো দেবাঃ অনিমিষাঃ নিমিষ বর্জিতত্বেন অত্যন্তং সাবধানাঃ পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনং অচেতসং অজ্ঞং জনং স্বয়ং চিকিৎত্বাংসঃ তস্য হিতং জানন্তঃ নয়ন্তি এবং কুরুষেতি শিক্ষয়ন্তি। তদেবাহ। প্রব্রাজ ইতি॥ প্রকর্ষেণ ব্রজতে দেশসীমামুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতে পুরুষায় নদ্যো যমুনা তৎসম্বন্ধিজলম্। সোঃ জস্ ভাবঃ আর্ষঃ। গাধং

"মা—মাং"—আমা হইতে অভিন্নরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলে। এস্থলে বশিষ্ঠদেব "মা" এই বাক্যে প্রত্যগ্ ভেদ অর্থাৎ জীবাত্মাস্বরূপে অভেদ হেতু অস্মদ্ শব্দে পরমেশ্বরকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইন্দ্র যেরূপ বলিয়াছিলেন—"মামুপাস্স্বেতি"—অর্থাৎ আমাকেই উপাসনা কর এবং বামদেবও বলিয়াছিলেন—"অহং মনুরভবম্" অর্থাৎ আমিই মনু হইয়াছিলাম ইত্যাদি। অতএব "নরো—ন—(উপমার্থে)" মনুষ্যগণ যেরূপ "সদনে"—পুত্র জন্মাদি উৎসবে "রণ্বাঃ—রমণশীল অর্থাৎ ক্রীড়াশীল হইয়া 'মদন্তঃ'—আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে সংক্রিয়মান শিশুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন, সেইরূপ দেবগণও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সমাগত হইয়াছিলেন ॥১৩॥

এইরূপে সমাগত দেবগণ তখন বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ওহে মনুষ্য"! 'ইমে'—এই পরিদৃশ্যমান 'দিবঃ'—দিব্

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়ং— ৩।৫।২।

প্রাবৃট্ কালেঽপি জান্বুদঘ্নমস্তি। অতো নোঽস্মাকং পুরো-বর্ত্তিনোঽস্য শিশোর্বিপ্শিতস্য বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি বিট্। পাতি পিবতীতি বা পিতঃ বিট্ চাসৌ পিতশ্চ বিপ্শিতঃ জগতঃ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কৃৎ তস্য। বিষ শব্দস্যার্থং যত্নম্। কর্ম্মণি ষষ্ঠী। এবঞ্চ বিপ্শিতং পারং যমুনায়াঃ তীরং প্রাপয়িতুং পর্ষণ স্নেহবান্ আদরযুক্তো ভব। যমুনা চ তুভ্যং মার্গং দাস্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

যদ্গোপাবদদিতিঃশর্ম্মভদ্রং মিত্রা যচ্ছন্তি বরুণঃ সুদাসে।
তস্মিন্নাতোকন্তনয়ং দধানামাকর্ম্ম দেব হেলনং
তুরাসঃ ॥১৫॥ (২)

নমু কথম্ ইতরৈ রজ্ঞাতেন ময়া অয়ং পারং নেতুং শক্যঃ ক বায়ং নীত্বা স্থাপনীয় ইত্যাকাঙ্ক্ষয়ামাহ। যদ্গোপেতি। যৎস্থানং গোপাবৎ গোপাল যুক্তং যত্র চ অদিতির্মিত্রো

সম্বন্ধী অর্থাৎ দেবগণ "অনিমেষাঃ"—নিমেষ বর্জ্জিত হইয়া অর্থাৎ অত্যন্ত সাবধান হইয়া 'পৃথিব্যাঃ'—পৃথিবী সম্বন্ধীয় অর্থাৎ পার্থিব 'অচেতসং'—অজ্ঞ জনকে স্বয়ং "চিকিত্বাংসঃ"—তাহার কিসে হিত হইবে ইহা জানিয়া "নয়ন্তি"—এইরূপ কর, বলিয়া উপদেশ দান করিয়া থাকেন। সুতরাং আপনি এই চিন্ময় পুরুষকে লইয়া দেশসীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক গমন করুন। আপনার "প্রব্রাজে চিৎ"—গমনকালে "নদ্যোঃ"—শ্রীযমুনার জল এই প্রাবৃট্কালেও "গাধং অস্তি"—অগভীর অর্থাৎ জানু-পরিমিত হইবে। অতএব "নঃ"—আমাদের পুরোবর্ত্তি "অস্য বিপশ্চিতস্য"—এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারী শিশুকে "পারং"—যমুনার পরপারে লইয়া যাইবার

(২) ঋঃ বেঃ সং- ৫।৫।২।

বরুণশ্চ সুদাসে শোভনায় দানায় ভদ্রং উৎসবাদিরূপং শর্ম্ম সুখং ভদ্রং অনাময়ং চ যচ্ছন্তি তস্মিন্ স্থানে তোকং তনয়ং আদধানাঃ আদধানঃ ভবেতি শেষঃ। তত্র স্থাপয়েত্যর্থঃ। ভো তুরাসঃ ইতস্ততঃ প্লবমানমনোবেগত্রস্তা দেব-হেলনং দেবানামবজ্ঞানং মা কর্ম্ম মা কুরুত। আর্ষঃ পুরুষব্যত্যয়ঃ। স্বাভেদবিবক্ষয়া বা ॥ ১৫ ॥

ইদমুত্যৎপুরুতমং পুরস্তাজ্জ্যোতিস্তমসো বয়ুনাবদস্থাৎ।
নূনং দিবো দুহিতরো বিভাতীর্গাতুকৃণবন্নুষসো
জনায় ॥১৬॥ (৩)

নিমিত্ত "পর্বন্"—স্নেহবান হও। শ্রীযমুনা অবশ্য তোমাকে গন্তব্য পথ-দান করিবেন ; ইহাই তাৎপর্য্য ॥১৪॥

যদি বল কিরূপে আমি অপরের অজ্ঞাতসারে এই শিশুকে যমুনাপারে লইয়া যাইতে সমর্থ হইব ? এবং কোথায় বা ইহাকে লইয়া রক্ষা করিব ?" তদুত্তরে কথিত হইতেছে—"যৎ"—যে স্থান "গোপাবৎ"—গোপগণ-সমন্বিত এবং যথায় 'অদিতি মিত্রবরুণশ্চ'—অদিতি, মিত্র ও বরুণ "সুদাসে"—শোভন দান স্বরূপে "ভদ্রং"—উৎসবাদিরূপ "শর্ম্ম"—সুখ, কল্যাণ বা অনাময় প্রদান করিয়া থাকেন "তস্মিন্"—সেইস্থানে—সেই গোকুলে "তোকং তনয়ং" তোমার শিশুপুত্রকে "আদধানা"—সম্যক্ রূপে স্থাপনকারী হও অর্থাৎ তথায় সযত্নে রক্ষা কর। "হে তুরাসঃ"—ইতস্তত দোদায়মান মনোবেগত্রস্ত "দেব !"—হে বসুদেব ! "হেলনং" দেবতাগণের এই আজ্ঞার অবহেলন "মা কর্ম্ম"—করিবেন না ; শীঘ্র লইয়া যান ॥১৫॥

(৩) ঋঃ বেঃ সঃ—৩।৮।১।

এবং দেবৈরাজ্ঞপ্তো বসুদেবঃ কৃষ্ণমানীয় নন্দাগারে যশোদা নিকটে স্থাপিতবান্। তেনৈব সহ গত্বাঃ দেবাঃ তত্র ভগবতঃ স্বরূপং বর্ণয়ন্তি ইদম উৎপ্রেতি ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ। ইদং শিশুরূপেণ দৃশ্যমানং নূনং নিশ্চিতং তৎ বেদান্ত প্রসিদ্ধং জ্যোতিশ্চিন্মাত্রং পুরুতমং. ভূমসংজ্ঞং তমসঃ তমঃ কার্য্যাৎ সংসারাৎ তৎকারণাদব্যাকৃতাচ্চ পুরস্তাৎ পূর্ব্বং উদস্থাৎ উত্থিতং নিত্যমাবির্ভূতং বয়ুনং প্রশস্তং কর্ম্ম দুষ্টনিগ্রহশিষ্ট-পালনরূপম্। দৈর্ঘ্যং সাংহিতিকং বয়ুনাবৎ ভবিতুং জাতমিত্যর্থঃ। উষসঃ উষোভিমানিন্যো দেবতাঃ গাং তু পৃথিবী কৃণবন্ অলং চক্রুঃ। অথেতিশেষঃ। জনায় দুষ্টনিগ্রহা-দিনা জনহিতায়েত্যর্থঃ। কীদৃশ্য উষসঃ। দিবো দুহিতরঃ অব্যাকৃতাকাশাৎ জাতা ইত্যর্থঃ। অতএব বিভাতীঃ বিশেষণ ভান্ত্যঃ ॥ ১৬ ॥

এইরূপে দেবগণের আজ্ঞা পাইয়া বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে শ্রীযশোদার নিকট স্থাপন করিলেন। দেবগণও তাঁহার সহিত তথায় গমন করিয়া ভগবানের স্বরূপ এইভাবে বর্ণন করিতে লাগিলেন ;— 'ইদং' এই যে শিশুরূপে দৃশ্যমান ইনিই 'নূনং'—নিশ্চয়ই সেই বেদান্ত প্রসিদ্ধ 'জ্যোতিঃ'—চিন্মাত্র এবং "পুরুতমং"—ভূমা পুরুষ ; "তমসঃ"—তমঃ কার্য্যরূপ সংসারের এবং তাহার কারণ স্বরূপ অব্যাকৃতেরও (বেদান্তমতে ব্রহ্মব্যতীত জগতের উৎপত্তিবীজ এবং সাংখ্যমতে অব্যক্তের) "পুরস্তাৎ"—পূর্ব্বে "অস্থাৎ—উদস্থাৎ"—উত্থিত অর্থাৎ নিত্য আবির্ভূত এবং "বয়ুনং"—দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্টপালনরূপ প্রশস্ত কর্ম্মের নিমিত্তই সম্প্রতি ধরাধামে উদিত হইয়াছেন। এই সঙ্গে "দিবো দুহিতরঃ"—

অস্থূরুচিত্রা উষসঃ পুরস্তান্মিতা ইব স্বরবোধ্বরেষু।
ব্যূস্ত ব্রজস্তমসোদ্ধারোচ্ছন্তীরব্রবচ্ছুচয়ঃ পাবকাঃ ॥১৭॥ (১)

অস্থূরুচিত্রা ইতি। পুরস্তাদিতঃ পূর্ব্বং চিত্রাঃ উষসঃ অস্থূলার্থকরাঃ উষঃকালাঃ স্থিতাঃ তথাপি তাঃ মিতা ইব পরিচ্ছিন্না এব। অল্লানন্দকরত্বাৎ। অদ্যতনী উষা অখণ্ডানন্দ প্রকাশিকেত্যর্থঃ মিতত্বে দৃষ্টান্তঃ। অধ্বরেষু স্বরব ইব যূপৈকদেশপ্রাদেশ মাত্র কাষ্ঠতুল্যা ইত্যর্থঃ। এতাস্তু ব্রজস্য- ব্রজসম্বন্ধিনস্তমসো মূলাজ্ঞানস্য পোমকাণি দ্বারাণি দেহাদ্যভিমানান্ উ নিশ্চিতং ব্যুচ্ছন্তীঃ বৈপরীত্যেন প্রকাশয়ন্তী অব্রন্ ব্রতবত্যঃ যা শুচয়ঃ পাবকাঃ শুদ্ধিকর্ত্র্যঃ। অতো ব্রজস্য ভাগ্যমখণ্ডং ব্রহ্ম প্রাক্ কচিদপ্যনাবির্ভূতমাবিরভূদিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

অব্যাকৃত আকাশ হইতে জাত, অতএব "বিভাতীঃ"—বিশেষ প্রভাশালিনী 'উষসঃ'—উষোভিমানিনী দেবতাগণ 'জনায়'—দুষ্ট-নিগ্রহাদি দ্বারা জীবের কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত "গাংতু"— পৃথিবীকে "কৃণ্বন্"—অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারাও ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৬॥

"পুরস্তাৎ"—ইতঃপূর্ব্বে "চিত্রাঃ উষসঃ"—বিচিত্রা উষোভিমানিনী দেবতাগণ যদিও 'অস্থূরু'—অস্থূলার্থকরা অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে উষাকালরূপে অবস্থিত ছিলেন তথাপি তাহারা 'মিতা ইব'—স্বল্পানন্দপ্রদ বলিয়া পরিচ্ছিন্ন স্বরূপ। ঠিক যেন "অধ্বরেষু"—যজ্ঞসমূহে প্রযোজ্য "স্বরব ইব"—যূপৈকদেশের প্রাদেশমাত্র কাষ্ঠখণ্ড তুল্য। কিন্তু অদ্যতনী উষা অখণ্ডা-

(১) ঋঃ বেঃ সং—৩।৮।১।

উচ্ছন্তীরদ্যচিতয়ন্ত ভোজান্ রাধো দেয়ায়োষসো মঘোনীঃ।
অচিত্রে অন্তঃ পণয়ঃ সসন্ত্ববুধ্যমানাস্তমসোবি মধ্যে ॥১৮॥ (২)

ন কেবলং ব্রজস্য ভাগ্যং অপিতু ভোজোপলক্ষিতানাং বৃষ্ণ্যন্ধক যাদবানামপীত্যাহ উচ্ছন্তীতি। অদ্য ভোজান্ উচ্ছন্তীঃ কংসেনাভিভূতান্ ভোজান্ প্রকাশয়ন্তীঃ উষসঃ অচিতয়ন্ত জানীত রাধোদেয়ায় ধনপ্রদানায় মঘোনীঃ ধনবতীঃ। অত্র ব্রজস্য তমসো দ্বারা ব্যুচ্ছন্তীরিতি ভোজান্ রাধোদেয়ায় উচ্ছন্তীরিতি চ ব্রজস্যাজ্ঞানাপগমেন পরম

নন্দ প্রকাশিকা। ইহারাই 'ব্রজস্যতমসো দ্বারঃ'—ব্রজ-সম্বন্ধীয় মূল অজ্ঞানের পোষকদ্বার স্বরূপ দেহাদ্যভিমান সমূহকে 'উ'—নিশ্চয় 'ব্যুচ্ছন্তীঃ'—বৈপরীত্যরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রজবাসিদের দেহাভিমানাদি অজ্ঞান-পোষক না হইয়া অপরের অজ্ঞান নাশকরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তথায় "অব্রন্"—ব্রতবতীগণ "শুচয়ঃ"—পরম পবিত্রা এবং "পাবকাঃ—শুদ্ধিকর্ত্রী। অহো! ব্রজের কি সৌভাগ্য! যে অখণ্ড ব্রহ্ম পূর্ব্বে কোথাও আবির্ভূত হয়েন নাই, তিনিই এখানে আবিভূত হইলেন ॥১৭॥

ইহা কেবল ব্রজবাসীর সৌভাগ্যের বিষয় নয়, অপিতু ভোজ, বৃষ্টি, অন্ধক ও যাদবাদিরও সৌভাগ্য-সূচনা করিতেছে। "অদ্য ভোজান্ উচ্ছন্তীঃ"—অদ্য কংসভয়ে অভিভূত ভোজগণকে প্রকাশকারিণী 'উষসঃ'—উষোভিমানিনী দেবতাগণকে 'অচিতয়ন্ত'—অবগত হও যে, উহারাই 'রাধো দেয়ায়'—ধনপ্রদানের নিমিত্ত "মঘোনীঃ"—ধনবতী। এস্থলে 'ব্রজের তমোদ্বার বিপরীত ভাবে প্রকাশ করেন' এবং ধনদানের নিমিত্ত ভোজগণকে প্রকাশ করেন' এই উভয় বাক্যে পুরুষার্থ-প্রকাশের

(২) ঋঃ বেঃ সং—৩।৮।১।

পুরুষ পুরুষার্থ ভাগিত্বং ভোজানাং শ্রীকরত্বেনাবর পুরুষার্থ-ভাগিত্বং চোক্তম্ তত্র কারণং প্রাগেবোক্তং—"বিষ্ণুং স্তোমাস ইত্যত্র। তথা অচিত্রে অচমৎকরণীয়ে মহা মোহময়ে তমসি বিমধ্যে অন্তঃ। স্থিতা ইতি শেষ:। পণয়ো অসুরাঃ সসন্ত স্বপন্ত যথা অবুধ্যমানাঃ। স্বহিতমিতি শেষঃ। তদেবং মন্ত্রত্রয়েণ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্যাবির্ভাবো জনস্যোপকারায় ব্রজস্য কৈবল্যায় ভোজানাং রাজ্যাদি লাভায় চেত্যুক্তম্।১৮॥

অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতো মর্ত্যো মর্ত্যেনাসযোনিঃ। তাশশ্বংতাবিষুচীনা বিয়ন্তান্যন্যং চিকুর্ণ নিচিক্যুরন্যম্ ॥১৯।(৩

অথ রামকৃষ্ণয়োঃ সূত্রান্তর্য্যামিরূপয়োঃ সাহচর্য্যমাহ, উপাঙিতি স এবং অপাঙ্ প্রত্যঙ্ সন্ প্রাঙ্ পরাগিব এতি অন্তরাত্মাপি সন্ বহির্ভাবেন পুরুষান্তররূপেণ চরতি। কুতঃ।

তারতম্য সূচিত হইয়াছে। ব্রজজনের অজ্ঞান অপগমহেতু পরম পুরুষরূপ পুরুষার্থ লাভ আর ভোজগণের শ্রীবৃদ্ধিরূপ অবর পুরুষার্থ লাভই কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত 'বিষ্ণুং স্তোমাসঃ' ইত্যাদি মন্ত্রেই ইহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'অচিত্রে'—অচমৎকরনীয় অর্থাৎ মহামোহময় 'তমসামধ্যে'—অজ্ঞান অন্ধকারের অভ্যন্তরে 'পণয়ঃ'—অসুরগণ 'সসন্ত' —নিদ্রিত থাকায় তাহারা আপন আপন হিত "অবুধ্যমানাঃ"—আদৌ বোধগম্য করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে উক্ত মন্ত্রত্রয় দ্বারা যথাক্রমে জীবের কল্যাণ সাধন, ব্রজের কৈবল্যদান ও ভোজগণের রাজ্যাদি লাভের নিমিত্তই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তাহাই পরিব্যক্ত হইল॥১৮॥

অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্রান্তর্যামিরূপে যে পরস্পর সহচর সহকারী তাহাই

(৩) ঋঃ বেঃ সং—২।৩।২১।

স্বধয়া লোকানাং পুণ্যেন কর্ম্মণা গৃভীতো বশীকৃতঃ সন্ অমর্ত্ত্যঃ কৃষ্ণোন্তর্য্যামী মর্ত্ত্যেন কৃৎস্ন কার্য্যাভিমানিনা সূত্রাত্মনা রামেণ সযোনিঃ সমানায়াং যোনৌ উদরে স্থানে বা ভবতীত সযোনিঃ সৌদর্য্যঃ সহচরস্তাবুভাবপি রামকৃষ্ণৌ শশ্বন্তা শশ্বৎভবৌ॥ যো বৈ তৎকার্য্যসূত্রং বিদ্যাত্তং চান্তর্যামিণমিতি প্রসিদ্ধৌ সূত্রান্তর্যামিণৌ। বিষূচীনা বিষ্বঞ্চৌ ব্যাপকৌ বিয়ন্তা বিবিধ প্রকারেণ যন্তৌ চরন্তৌ তয়োরণ্যং একং সর্ব্বৈর্জনা নিচিক্যুঃ কার্য্যরূপত্বাৎ জানন্তি জ্ঞাতবন্তঃ প্রাপ্ত ইতি বা, সূত্রাত্মনোপি শাস্ত্রৈকসমধিগম্যত্বাৎ অন্যং কৃষ্ণং ন নিচিক্যুঃ ইদং তয়া ন জানীয়ুঃ প্রত্যগাত্মত্বেনা বিষয়ত্বাৎ গোপজনা ইত্যর্থঃ ॥১৭॥

কথিত হইতেছে। এইরূপে সেই ভগবান্ "অপাঙ্ সন্"—অন্তরাত্মা হইয়াও "প্রাঙ্"—বহির্ভাবে পুরুষান্তররূপে "এতি"—বিচরণ করিয়া থাকেন এবং 'স্বধয়া'—লোকের পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা "গৃভীতঃ"—বশীকৃত হইয়া 'অমর্ত্ত্য'—অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ 'মর্ত্ত্যেন'—নিখিল কার্য্যাভিমানী সূত্রাত্মা বলরামের 'সযোনিঃ'—সমান উদরে বা স্থানে সমুদ্ভূত। অতএব 'তা'—রামকৃষ্ণ উভয়ে পরস্পর 'শশ্বন্তা'—নিত্য সহোদর ও সহচর হইলেন। যিনি তাঁহার কার্য্যসূত্ররূপে বিদিত এবং যিনি অন্তর্য্যামী এই উভয়েই সূত্রান্তর্য্যামী নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা "বিষূচীনা"—ব্যাপকরূপে 'বিয়ন্তা'—বিবিধ প্রকারে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই উভয় ভ্রাতার মধ্যে 'অন্যং'—এক জনকে সকল লোকেই "নিচিক্যুঃ"—কার্য্যস্বরূপে অবগত হন; যেহেতু তিনি সূত্রাত্মারূপে শাস্ত্রে সম্যক্ অধিগম্য হয়েন। "অন্যং"—অপর শ্রীকৃষ্ণকে "ন নিচিক্যুঃ"—গোপজন এই ভাবে জানিতে

পৃথুরথো দক্ষিণায়া আযোক্ত্যেনং দেবাসো অমৃতাসো অস্থুঃ।
কৃষ্ণাদুদস্থাদার্য্যা বিহায়াশ্চেকিৎসন্তী মানুষায় ক্ষয়ায় ॥২০॥(১)

হরিবংশক্রমেণ প্রথমং শকটাসুর ভঙ্গমাহ। দক্ষিণায়াঃ দক্ষিণাদিক্ সম্বন্ধী মৃত্যুদূত ইত্যর্থঃ। রথঃ শকটং অযোজি নিযুক্তম্। অসুরৈরিতি শেষঃ। এনং অমৃতাসঃ অমৃতা দেবাসঃ দেবাঃ আ সমন্তাৎ অস্থুঃ পরিবার্য্য স্থিতবন্তঃ নতু ভংক্তুং অশক্নুবন্নিত্যর্থঃ। স রথঃ কৃষ্ণাৎ প্রাপ্য বিহায়াঃ আকাশান্তং প্রতি উদস্থাৎ উত্থিতঃ। কৃষ্ণেনান্তরীক্ষ উৎক্ষিপ্ত ইত্যর্থঃ। তদা মানুষায় মনুষ্য রূপস্য কৃষ্ণস্য ক্ষয়ায় নাশেঽপি বিষয়ে চেকিৎসন্তী সন্দিহানা আর্য্যা শ্রেষ্ঠা সর্ব্বা প্রজা, অভূদিতি শেষঃ। কথমেতৎ শকট মুৎক্ষিপ্তং কথং বানেন সন্নিহিতোঽপি শিশুর্ন মর্দ্দিত ইত্যাশ্চর্য্যম্ মন্যতে ইত্যর্থঃ ॥২০॥

সমর্থ হন না। কারণ, তিনি প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বররূপে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত ॥১৯॥

হরিবংশের ক্রমানুসারে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে শকটাসুর ভঙ্গ করেন। এই মন্ত্রে তাহাই বিবৃত হইতেছে। 'দক্ষিণায়'—দক্ষিণদিক-সম্বন্ধি মৃত্যুদূত অর্থাৎ অসুরগণ 'পৃথুরথঃ'—এক বিপুলায়তন শকটকে 'অযোজি'—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে নিযুক্ত করিয়াছিল। 'অমৃতাসঃ দেবাসঃ'—অমরত্বাপন্ন দেবগণ "এনং"—এই শকটকে "আ—অস্থুঃ—চারিদিকে বেষ্টন পূর্ব্বক উহার গতি সর্ব্বতোভাবে প্রতিহত করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন কিন্তু উহাকে ভগ্ন করিতে সমর্থ হন নাই। সেই রথ বা শকট "কৃষ্ণাৎ"—শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া 'বিহায়াঃ—আকাশের দিকে "উদস্থাৎ—উত্থিত

(১) ঋঃ বেঃ সং—২।৩।৪।

হেতিঃ পক্ষিণী নদভাত্যস্মানাষ্যা পদং কৃণুতে অগ্নিধানে ।
শন্নোগোভ্যশ্চ পুরুষেভ্যশ্চাস্তমানো হিংসীদিহ দেবাঃ
কপোতঃ ॥২১॥ (২)

সাকং যক্ষ্ম প্রপত চাষেণ কিকিদীবিনা ।
সাকং বাতস্য ধ্রাজ্যা সাকং নশ্য নিহাকয়া ॥২২॥ (৩)

শকুনিরূপায়াঃ পূতনায়া বধমাহ, হেতিরিতি । হেতিরিব হেতিরায়ুধবন্মৃত্যুরূপা পক্ষিণী অস্মান্ অভিভবিতুমায়াতাপি ন দভাতি নাভিভবতি প্রত্যুত অগ্নিধানে অগ্নিরূপস্য কৃষ্ণস্য ধানে পানে তর্পণে নিমিত্তে আষ্যাঅসুগতিদীপ্ত্যাদানেষু । অস্মান্নিজন্তাৎ তৃচ । দীপয়ন্ত্যাং অগ্নীষ্টিকায়াং পদং স্থানং কুরুতে কৃষ্ণায় স্তনদান ব্যাজেন বহুধৈব পপাতেত্যর্থঃ । এবমুক্ত্বা শান্তিং পঠন্তি শন্ন ইতি নোস্মাকঃ গোভ্যঃ পুরুষেভ্যশ্চ শং কল্যাণমস্তু । ভো দেবাঃ কপোতো মৃত্যোর্দূতোস্মান্ মা হিংসীদিতি ॥২১॥

হইল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অন্তরিক্ষে উৎক্ষিপ্ত হইল। সেই সময়ে 'মানুষায়'—মনুষ্যরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের 'ক্ষয়ায়'—বিনাশ বিষয়ে 'আর্য্যা'—শ্রেষ্ঠ প্রজাবৃন্দ "চেকিৎসন্তী"—বিশেষ সন্দিহান হইলেন। "কি প্রকারে এই শকট উৎক্ষিপ্ত হইল এবং কিরূপে এই শকট সন্নিহিত হওয়া সত্ত্বেও তদ্দ্বারা এই শিশু বিমর্দ্দিত হইল না ?" এইরূপ তাঁহারা আশ্চর্য্য মনে কহিতে লাগিলেন ॥২০॥

অতঃপর শকুনিরূপা পূতনা বধ কথিত হইতেছে। 'হেতিঃ'—আয়ুধের ন্যায় মৃত্যুরূপা 'পক্ষিণী'—পূতনা 'অস্মান্' আমাদিগকে অভিভূত করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করিলেও "ন দভাতি"—অভিভূত করিতে সমর্থ হয়

(২) ঋঃ বেঃ সং—৮।৮।২৩। (৩) ঐ—৮।৫।১০

বাত্যারূপিণা তৃণাবর্ত্তেন কৃষ্ণে বিহায়সা নীতে দেবাস্তং শপন্তি, সাকমিতি, হে যক্ষ্ম! মহারোগ বাত্যারূপ রাক্ষস! চাষেণ চাষবর্ণেন শিশুনা কিকীত্য ব্যক্তভাষণের দীব্যতা ক্রীড়তা কিকিদীবিনা কৃষ্ণেন ত্বৎ প্রপতন হেতুনা সাকং সার্দ্ধং ত্বং প্রপত ত্বরিক্ষাৎ চ্যুতো ভব, তথা বাতস্য ধ্রাজ্যায়াং স্বরেষয়া সোমস্পর্শিন্যা বাত্যয়া সাকং সহ এবং নশ্য নষ্টোভব। তথা নিহাকয়া নিতরাং হা ইতি কায়তি শব্দং করোত্যনয়েতি নিহাকা তীব্রবেদনাতয়া সাকং নশ্য, নষ্টে চ ত্বয়ি ভগবান-স্মদীয়ো যথেষ্টং বিহরত্বিতি ভাবঃ। এবমুক্তমাত্রে তত্তথৈব জাতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥২২॥

নাই। প্রত্যুত "অগ্নিধানে"—অগ্নি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দুগ্ধপান-তৃষার তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত "আয্যা"—প্রাণগতি দীপ্তিকারিণী "অগ্নীষ্টিকায়াং" অর্থাৎ অগ্নিসংস্কারে "পদং"—স্থান 'কৃণুতে'—করিয়াছিল, ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণকে বিষাক্ত স্তনপান করাইবার ছলে, শেষে নিজেই অগ্নিতে পতিত হইয়াছিল। তারপর পুরবাসিনী জননীগণ এই বলিয়া শান্তি পাঠ করেন,—"নঃ"—আমাদের "গোভ্যঃ পুরুষেভ্যশ্চ"—গোধন নিচয়ের ও পুরুষগণের "শং"—কল্যাণ "অস্তু"—হউক। "ভো "দেবাঃ—হে দেব-গণ! "ইহ"—এইস্থানে ঐ কপোতরূপী মৃত্যুদূত যেন "নঃ"—আমাদিগকে "মা হিংসীৎ"—হিংসা না করে ॥২১॥

বাত্যারূপী তৃণাবর্ত্ত কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ অন্তরিক্ষে নীত হইলে দেবগণ তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছেন—"হে যক্ষ্ম!"—হে মহারোগ-বাত্যারূপ রাক্ষস! "চাষেণ"—চাস পক্ষীর ন্যায় শ্যামলবর্ণ ও "কিকিদীবিনা" 'কি কি'—এই অব্যক্ত ভাষা প্রকাশপূর্ব্বক ক্রীড়াকারী বালক শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃষ্টরূপে পতনের কারণে তাহার "সাকং"—সহিত তুমিও

নবানো অগ্ন আভর স্তোতৃভ্যঃ সুক্ষিতীরিষঃ।
তেস্যাম য আনৃচুস্ত্বাদূতাসোদমেদম ইষং স্তোতৃভ্য
আভর ॥২৩॥ (৪)

ততস্ত্রি চতুর্বার্ষিকং কৃষ্ণং গব্যার্থিনো গোপাঃ প্রার্থয়ন্তে। অগ্নিং তং মন্যত ইতি সূক্তেন। তত্রায়ং মন্ত্রঃ। নবান ইতি। হে অগ্নে! জাঠররূপেণাস্তস্থ ভগবন্! নো অস্মভ্যং স্তোতৃভ্যঃ নবাঃ ক্ষীরমণ্ডদধিমস্তুনবনীতাদ্যা যজ্ঞেপ্যপ্রাপ্তা ইষোন্নানি আভর আহর সুক্ষিতীঃ কল্যাণভূমীঃ। যাভির্ভক্ষিতাভিরায়ু সত্ত্ববলারোগ্যাদিকং ভবতি তাদৃশীভিরিত্যর্থঃ। কথম্ এতালভ্যন্ত ইত্যত আহুঃ ত ইতি। যে দেবাস্ত্বাং পুরা আনৃচুঃ স্তুতাবন্তঃ। ত এব বয়ং দমে দমে গৃহে গৃহে ত্বাদূতাসঃ ত্বদ্দূতাঃ স্যাম যস্য গৃহ্যং যদ্যদস্তি তৎ তৎতুভ্যং নিবেদয়িষ্যাম ইত্যর্থঃ। ইষং স্তোতৃভ্যঃ আভরেতি পুনর্বচনমাদরার্থম্। ২৩॥

"প্রপত"—অন্তরিক্ষ হইতে বিচ্যুত হও ও "বাতস্য ধ্রাজ্যা"—সোমস্পর্শিনী বাত্যার "সাকং"—সহিত এখনই "নশ্য"—বিনষ্ট হও, এবং "নিহাকয়া"—নিরন্তর 'হা'—এই শব্দ উৎপাদনকারিণী তীব্র বেদনার সহিত এখনই নষ্ট হও। যেহেতু তুমি বিনষ্ট হইলে ভগবান্ আমাদের ইচ্ছানুরূপ বিহার করিতে থাকিবেন। দেবগণ এইরূপ বলিবামাত্র সেই তৃণাবর্তের তদ্রূপ দশাই ঘটিয়াছিল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভূতলে পতিত হইয়াছিল ॥২২॥

অনন্তর তিন চারি বৎসর বয়স্ক শ্রীকৃষ্ণের নিকট গব্যার্থী গোপগণ এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিতেছেন। এই মন্ত্রটী "অগ্নিং তং মন্যত" অর্থাৎ

---

(৪) ঋঃ বেঃ সং—৫।৬।২৩

উভেসুশ্চন্দ্র সর্পিষো দর্বী শ্রীনীষ আসনি।
উতো ন উৎপুপূর্য্যা উক্থেষু শব সম্পত ইষং
স্তোতৃভ্য আভর ॥২৪॥ (১)

এবং তেষামিষ্টমনুতিষ্ঠতামপি যদা বঞ্চয়তে তদা ত এনমুপালম্ভতে, উভে ইতি। হে সুশ্চন্দ্র সুতরামাহ্লাদকেতি সাকূতং সম্বোধনম্, ত্বং উভে সর্পিষাং পূর্ণে দর্বী দর্ব্যৌ স্বস্যৈবাসনি আস্যে শ্রীণীষে মিশ্রয়সি নত্বেকামপি বহু-ভ্যোঽস্মভ্য প্রযচ্ছসি এবং মা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। উতো অপিচ নঃ

তাঁহাকেই অগ্নি মনে করিবে—এই সূক্তের অন্তর্গত। "হে অগ্ন!"—হে জঠরাগ্নিরূপ অন্তরস্থ ভগবন্! 'নঃ'—আমাদের ন্যায় "স্তেতৃভ্যঃ"—স্তুতিকারকগণের নিকট হইতে "নবাঃ'—ক্ষীরমস্ত, দধিমণ্ড নবনীতাদি যজ্ঞে অপ্রাপ্ত, 'ইষঃ'—অন্নসমূহ 'আভর'—আহরণ কর। কারণ, ঐ অন্নসমূহ 'সুক্ষিতীঃ'—কল্যাণ ভূমি, উহাদিগকে ভক্ষণ করিলে আয়ু, সত্ত্ব, বল ও আরোগ্যাদি লাভ হইয়া থাকে। কি প্রকারে ঐ অন্ন লভ্য হয়, তাহা কথিত হইতেছে। যে দেবগণ পূর্ব্বে তোমাকে স্তুতি করিয়াছিলেন, 'তে'—সেই দেবগণই (আমরা) 'দমেদমে'—গৃহে গৃহে 'স্বাহুতাসঃ' তোমার দূতস্বরূপ 'স্যাম' হইব। অর্থাৎ যাহার গৃহে যে যে দ্রব্য আছে তৎসমুদয়ই তোমার নিকট নিবেদন করিব। অতএব 'ইষং'—উক্ত অন্নাদি 'স্তোতৃভ্যঃ'—এই স্তুতিকারকগণের নিকট হইতে সাদরে—'আভর'—আহরণ কর—ইহাই আমাদের প্রার্থনা ॥২৩॥

এইরূপ ইষ্টকামিগণকেও যখন শ্রীকৃষ্ণ বঞ্চিত করেন, তখন তাঁহারা

(১) ঋঃ বেঃ সং—৫।৮।২৩

অস্মান্ উৎপূপূর্য্যাঃ উৎকর্ষেণ পূরিতবানসি হবির্ভিঃ পূর্ব্বং উক্‌থেষু তথা ইদানীমপি পূরয়স্বেত্যর্থ: শবসঃ বলস্য পতে স্বামি ন্নিষং স্তোতৃভ্য আভর। যদ্বা উভে অপি দর্ব্যৌ ত্বমেব আসনি শ্রীণীষে ? পিবাস্মাংস্তর্পয়সীত্যাশ্চর্য্য মিত্যর্থঃ। বিশ্বরূপে ত্বয়ি তুষ্টে ত্বৎপ্রতিবিম্বানামস্মাকং তুষ্টিরর্থসিদ্ধেতি-ভাবঃ ॥২৪॥

অবস্ম যস্যবেষণে স্বেদং পথিষু জুহ্বতি ।
অর্ভীমহস্বজেন্যং ভূমাপৃষ্ঠেব রুরুহুঃ ॥২৫॥ (২)

অবস্মেতি। যস্য নবনীতাদেঃ বেষণে অবস্থাপনে

এই শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে সেই ভাবই পারব্যক্ত হইয়াছে—“হে সুশ্চন্দ্র !”—হে আহ্লাদক দেব ! তুমি ‘উভে সর্পিষো দর্ব্বী’—দুইটী ঘৃতপূর্ণ দর্ব্বী স্বীয় ‘আসনি’—বদন-বিবরে ‘শ্রীনিষ’—মিশ্রিত করিতেছ, অর্থাৎ দুই হাতে ভক্ষণ করিতেছ। তুমি যে একাই এইরূপ ভক্ষণ করিতেছ, তাহা নহে, আমাদিগকেও প্রদান করিতেছ। কিন্তু এরূপ করিও না। ‘উতঃ’—অপিচ ‘উক্‌থেষু’—ইতঃপূর্ব্বে যজ্ঞ-সমূহে ‘নঃ’—আমাদিগকে ‘উৎপূপূর্য্যাঃ’—যেরূপ উৎকর্ষের সহিত পূর্ণ-মনোরথ করিয়াছিলে, সম্প্রতি সেইরূপ অভিলাষ পূর্ণ কর। অতএব ‘হে শবসম্পত !’—হে বলের অধিপতি ! “ইষং”—অন্নাদি ‘স্তোতৃভ্যঃ’ স্তুতিকারকগণের নিকট হইতে ‘আভর’—আহরণ কর। অথবা তুমি দর্ব্বীদ্বয় বদনে নিহিত করিয়া আমাদিগকেও সন্তর্পিত করিতেছ, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। যেহেতু বিশ্বরূপী তোমার তৃপ্তিতে তোমার প্রতিবিম্ব রূপ আমাদেরও পরিতৃপ্তি হইতেছে। ইহাই অর্থসিদ্ধ ভাব ॥২৪॥

(২) ঋঃ বেঃ সং—৩।৮।২৪

ব্যবস্থার্থং স্বেদং ঘর্ম্মোদকং পথিষু মার্গেষু গোপাঃ ক্ষীরাদি-ভাজনানি বহন্তো জুহ্বতিস্ম শ্রমজেন ঘর্ম্মোদকেন ভুবং ক্লেদয়ন্তিস্ম, এবং শ্রমাগতমপিগব্যং এতে বয়ং অভীমতঃ সাকল্যেন অহ নিশ্চিতং স্বজেন্যং স্বস্তজেন্যং স্বাধীনং কর্ত্তুং ভূম প্রভবাম ইত্যালোচ্য তে পৃষ্ঠা পৃষ্ঠানি রুরুহু রিবেত্যে-বার্থঃ। একস্য পৃষ্ঠে পরস্তস্যাপি পৃষ্ঠেঽপর ইত্যেবং কর্ম্মণারুহ্য অত্যুচ্চ স্থানস্থমপি ক্ষীরাদিকং স্বায়ত্তং কুর্ব্বন্তো বেত্যর্থঃ ॥২৫॥

যং মর্ত্ত্যঃ পুরুস্পৃহং বিদৎবিশ্বস্য ধায়সে।
প্রস্বাদনং পিতূ নাম স্ততাতিঞ্চিদায়বে ॥২৬॥ (৩)

এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের নবনীত হরণের আর একটী প্রকার কথিত হইতেছে। 'যস্য'—যে নবনীতাদির "শবেষণে"—অবস্থাপনের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত গোপগণ দধিদুগ্ধাদির ভাণ্ড বহন করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে 'পথিষু'—পথিমধ্যে 'স্বেদং'—ঘর্ম্মবারি 'জুহ্বতিস্ম'—আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ শ্রমজনিত স্বেদজলে তাঁহারা ধরাতল অভিষিক্ত করিয়া থাকেন! এরূপ বিপুল পরিশ্রমসহকারে আনীত গব্য সকলকে আমরা 'অভীং'—সকলে এক মত হইয়া 'অহ'—নিশ্চয়ই 'স্বজেন্যং'—আপনাদের আয়ত্ত বা হস্তগত করিতে 'ভূম'— সমর্থ হইব। এইরূপ আলোচনা করিয়া তাঁহারা 'আপৃষ্ঠেব রুরুহুঃ'—একের পৃষ্ঠে এক জন, তাহার পৃষ্ঠে আর এক জন এই ভাবে আরোহণ করিয়া অত্যুচ্চ স্থানস্থিত ক্ষীরাদিকেও করায়ত্ত করিয়াছিলেন ॥২৫॥

(৩) ঋঃ বেঃ সং—৩।৭।২৫

এবং অনেকরূপায়ৈর্গব্যমশ্নাতি ভগবতী মন্ত্র স্তদাশয়ং বিবৃণোতি। যং মর্ত্ত্য ইতি। যং শ্রীকৃষ্ণং বিশ্বাত্মানং বিশ্বস্য ধায়সে তৃপ্তয়ে পুরুস্পৃহং বহুকাময়ন্তং অতএব পিতূনাং নবনীতানাং প্রস্বাদনং আস্বাদানং আস্বাদনকর্ত্তার মুপলভ্য মর্ত্ত্যঃ আয়বে জীবনায় অন্তুতাতিং গৃহস্য পালনং কর্ত্তব্যত্বেন বিদৎ অবিদৎ জ্ঞাতবান্। অয়মর্থঃ। যদ্যেবং বালাঃ সর্ব্বংগব্যং মুঞ্চন্তি তর্হি জীবনলোপো ভবিষ্যতীতি গৃহসংরক্ষণে জনঃ প্রবর্ত্তিতং ভগবাংস্তল্লেপি গব্যে ময়া আস্বাদিতে ত্রৈলোক্য-সন্তর্পণজং পুণ্যমেতে প্রাপ্সন্তীতি চৌর্য্যেণ তদাস্বাদয়তীতি ॥২৬॥

এই প্রকার বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নবনীতাদি ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই মন্ত্রে তাহারই অভিপ্রায় বিবৃত হইতেছে। 'যং বিশ্বস্য ধায়সে পুরুযুহং'—যিনি নিখিল বিশ্বের পরিতৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত অতিশয় স্পৃহান্বিত হইয়া 'পিতূনাং প্রস্বাদনং'—নবনীতাদি ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বাত্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া 'মর্ত্ত্যঃ'—মানবগণ 'চিৎ আয়বে'—জীবনের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত 'অন্তুতাতিং' গৃহের পালন অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে 'বিদৎ'—অবগত হইয়াছিলেন। ফলতঃ যদি এই বালকগণ যাবতীয় গব্য-সামগ্রী এইরূপে চুরি করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ত আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই মনে করিয়া গোকুলবাসিগণ গৃহসংরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, উঁহাদের সামান্যমাত্র নবনীতাদি আস্বাদিত হইলেই উঁহারা ত্রৈলোক্য-সন্তর্পণ-জন্য বহু পুণ্য লাভ করিবে, এই অভিপ্রায়ে চুরি করিয়াও উঁহাদের নবনীতাদি আস্বাদন করিতে

অয়ং রোচয়দরুচোরুচানোয়ং বাসয়দ্ব্যতেন পূর্ব্বীঃ ॥
অয়মীয়ত ঋতযুগ্ভিরশ্বৈঃ স্ব র্বিদানাভিনা চর্ষণিপ্রাঃ ॥২৭॥(১)

তমেবং কুর্ব্বাণং নিগৃহ্য গোপীজনো যশোদামানীয় বদতি, অয়ং রোচয়দিতি, অয়ং তব পুত্রঃ অপ্রকাশমানান্ গোপ্যস্থানেপি স্থিতান্ ক্ষীরাদীন্ রসান্ রোচয়ৎ। ভোক্তৃ রোচয়ত্তে। পুনশ্চ রুচানঃ স্তেনোপ্যস্তেনবদ্দীপ্যমানো ধৃষ্ট করোতীত্যর্থঃ। অয়ং উপালভ্যমানঃ পূর্ব্বীঃ স্বাপেক্ষয়াতিপ্রৌঢ়া অপি নারীঃ বিবাসয়ৎ বিবসনাঃ করোতি। এবং ব্যাকুলীকৃত্য পলায়ত ইত্যর্থঃ। ঋতেন শপথেনৈতৎ বদামো ন তু তদ্দ্বেষেণ। তর্হি বহ্বীভির্মিলিত্বা কুতো ন ধ্রিয়ত্তে তত আহুঃ। অয়ং ঋতযুগ্ভির্বেগবদ্ভিরিতি যাবৎ। অশ্বৈরীয়তে

লাগিলেন। ইহাতে শ্রীভগবানের গোকুল-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে ॥২৬॥

একদা জনৈক গোপাঙ্গনা সেই চৌর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে নিগৃহীত করিয়া যশোদার নিকট লইয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন—"অয়ং"—এই তোমার পুত্রটী 'অরুচঃ'—অপ্রকাশমান গোপনীয় স্থানস্থিত ক্ষীরাদিকেও 'রোচয়ৎ'—আস্বাদন করিয়া থাকে। পুনশ্চ "রুচানঃ"—চৌর হইয়াও অচৌরের ন্যায় দীপ্যমান ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে। 'অয়ং'—আর ইনিই—এই তোমার গুণধর পুত্রটী, "পূর্ব্বীঃ"—নিজাপেক্ষা অতি প্রৌঢ়া রমণীগণকেও 'বিবাসয়ৎ'—বিবসনা করে, কাজেই তাহারা লজ্জাকুলিতা হইয়া ছুটিয়া পলায়। 'ঋতেন'—এই কথা আমি বিদ্বেষভাবে বলিতেছি না—শপথ করিয়া বলিতেছি। তখন আমরা বহুজন মিলিত হইয়াও

(১) ঋঃ বেঃ সং—৪।৭।১১

লভ্যতে বেগবতোঽশ্বাৎ অপি অধিকং ধাবতীত্যর্থঃ। কীদৃশোঽয়ম্। স্ববির্দা স্বঃভক্ষণসুখং বিন্দতীতি স্ববিৎ তেন সুখমাত্রার্থিনা নাভিস্থজাঠরেণ নিমিত্তেন চর্ষণিপ্রাঃ চর্ষণীঃ প্রজাঃ প্রায়তে লঙ্ঘয়তীতি চর্ষাণপ্রাঃ। রলয়োঃ সাবর্ণ্যাৎ প্রাঃ। মিষ্টার্থী অয়ং লোকমর্য্যাদাং লঙ্ঘয়তীত্যর্থঃ। বস্তুত স্বয়মাসামভিপ্রায়ঃ। অয়ং চিদাত্মা স্বয়ং ররুচানঃ প্রকাশমানঃ অরুচঃ অরোচমানান্ জড়ান্ ঘটাদীন্ রোচয়ৎ প্রকাশয়তি। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ।(ক)অয়মেব বিশেষেণ পূর্ব্বীঃ প্রজাঃ অব্যক্তাত্মাঃ স্বয়মনৃতাঃ সতীঃ স্বেন ঋতেন সত্যেন বাসয়তি। অয়মেব জড়স্যানৃতস্য চ প্রপঞ্চস্য স্ফূর্ত্তি

ধরিতে সমর্থ হই না। তখন 'অয়ং'—এই ক্ষুদ্র বালকটী 'ঋতযুগ্ভিঃ অশ্বৈঃ ঈয়ত'—অতিশয় বেগবান্ অশ্ব অপেক্ষাও অধিক বেগে ধাবিত হয়। এবং 'স্ববিদা'—কেবল ভোজন সুখভিলাষী হইয়াই 'নাভিনা'—নাভিস্থ জঠরাগ্নির সন্তর্পণের নিমিত্ত 'চর্ষণপ্রাঃ'—প্রজাগণকেও লঙ্ঘন করিতেছে অর্থাৎ ভোজনার্থী হইয়া লোকমর্য্যাদাকেও উল্লঙ্ঘন করিতেছে।

বস্তুতঃ সেই গোপাঙ্গনাগণের বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, "অয়ং"—এই চিদাত্মা স্বয়ং "রুচানঃ"—প্রকাশমান হইয়া 'অরুচঃ'—অপ্রকাশমান জড় ঘটাদিকে 'রোচয়াৎ'—প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে অন্য শ্রুতি প্রমাণও আছে। যথা—'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি'—

(ক) কঠোপনিষদি ৫।১৫
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ৬।১৪
মুণ্ডকোপনিষদি ২।২।১০

সত্তাপ্রদ ইত্যর্থঃ। অয়ং ঋতযুগ্‌ভিঃ সত্যেন বস্তুনা সম্বন্ধৈ রিন্দ্রিয়াশ্বৈরন্তর্মুখৈ রিন্দ্রিয়ৈর্মনোমাত্রতাং গতৈরীয়তে গম্যতে স্ববির্দা নাভিনা সগুণব্রহ্মোপলব্ধিস্থানেন নাভিনা আলম্বনীকৃতেন ঈয়তে। নাভ্যা উপরি তিষ্ঠতি। বিশ্বস্যায়তনং মহদিতি শ্রুতেঃ (খ)। চর্ষণিপ্রাঃ পূরকো ব্যাপক ইত্যর্থঃ॥ ২৭॥

যত্রমন্থা বিবধ্নতেরশ্মীন্যমিত বা ইব।
উলূখল সুতানামবেদ্বিন্দ্রজল্‌গুলঃ॥২৮॥ (১)

এবং গোপীভিরাবেদিতে উলূখলে যশোদাদাম্না বধ্যমানমালক্ষ্য ঋষিরাহ। যত্র মন্থা মিতি যত্র উলূখলে মহত্তরমন্থাং

ইনিই 'বি'—বিশেষরূপে 'পূর্ব্বীঃ'—অব্যক্তাদি প্রজা স্বয়ং অসত্য বলিয়া স্বীয় সত্যের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ ইনিই মিথ্যা জড়-প্রপঞ্চের স্ফূর্ত্তিসত্তাপ্রদ। 'অয়ং ঋতযুগ্‌ভিঃ অশ্বৈরীয়তে'—সত্য বস্তুর সম্বন্ধ হেতু ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ অন্তর্মুখী হইয়া মনোমাত্র-গত হইলেই ইনি অধিগম্য হইয়া থাকেন। 'স্ববিদা নাভিনা ঈয়তে'—সগুণ ব্রহ্মোপলব্ধি স্থান নাভিপদ্মের উপরিভাগে হৃদয়পদ্মেই ইনি অধিষ্ঠিত। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ, যথা 'বিশ্বস্যায়তনং মহদিতি'। এবং ইনিই 'বর্ষণিপ্রাঃ'—বিশ্ব পূরক ও ব্যাপক॥২৭॥

(খ) মহানারায়ণোপনিষদি ১১।৮
কেবল্যোপনিষদি ১৬।
ব্রহ্মোপনিষদি ৩।
ধ্যানোপনিষদি ২৩।

(১) ঋঃ বেঃ সং—১।২।২৫

সগর্গরং বিবধ্নতে দধিমন্থনার্থং তাদৃশে উলূখলে বদ্ধাঃ সুতাঃ উলূখলসুতাঃ তেষাম্। মধ্যমপদলোপী সমাসঃ বহুলং পূজায়াং। উলূখলে বদ্ধস্য সুতস্য যমিত বা ইব নিয়মনায়েব রশ্মীন্ দাম রজ্জুঃ বিশেষেণ বধ্নতে মাতরঃ। পরন্তু রশ্মীনেব বধ্নতে ন তু রশ্মিভিঃ সুতমিতি ভাবঃ। সুতো বদ্ধ ইতি প্রতীতিস্তু তাসাং ভ্রান্তিরিত্যর্থঃ। হে ইন্দ্র ঈদৃশান মাতৃ-জনান্ উ নিশ্চিতং অব ইৎ পালয়ৈব জল্গুলঃ জড়ানি গাবঃ ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে জড়গবাঃ অতি মূঢ়াঃ গোপজনাঃ তান্ লাতি স্বীয়ত্বেনাদত্ত ইতিজড়গুলঃ। অকারলোপোড়কারস্য লকারশ্চ ছান্দসঃ। পরিগৃহীতানাং পালনমাবশ্যকমিত্যর্থঃ ॥২৮॥

গোপাঙ্গনাগণ এইরূপ আবেদন করিলে শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে দাম দ্বারা বন্ধন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষি ধ্যাননেত্রে তাহা অবলোকন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। 'যত্র'—যে উদূখলে মহত্তর 'মন্থাং'—মন্থনদণ্ড গর্গরী অর্থাৎ দধিভাণ্ডের সহিত দধি মন্থনের নিমিত্ত বন্ধন করা হইয়াছে তাদৃশ 'উদূখল সুতানাং'—উদূখলে যাঁহাদের পুত্র আবদ্ধ আছেন তাঁহাদের সেই উদূখলবদ্ধ পুত্রের "যমিত বা ইব"—নিয়মনের নিমিত্ত অর্থাৎ পুত্রকে দমন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা 'রশ্মীঃ' —রজ্জুসমূহকে "বিবধ্নতে"—বিশেষরূপ বন্ধন করিতে লাগিলেন। পরন্তু জননীগণ পুত্রকে বাঁধিতে গিয়া রজ্জু সকলকেই বন্ধন করিতে লাগিলেন। রজ্জুদ্বারা পুত্রকে বন্ধন করিতে সমর্থ হইলেন না। পুত্র বন্ধন দশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ প্রতীতি তাঁহাদের ভ্রান্তিমাত্র। অতএব 'হে ইন্দ্র!'—হে ভগবন্! ঈদৃশ মাতৃজনগণকে 'উ'—নিশ্চিতই "অব ইং"—পালন

তানো অদ্যবনস্পতী ঋষ্বাবৃষেভিঃ সোতৃভিঃ।
ইন্দ্রায় মধুমৎ সুতম্ ॥২৯॥ (১)

অত্রান্তরে বন্ধনমঙ্গীকৃত্য তস্য বৈয়র্থ্যং মাভূদিতি যমলার্জ্জুনমন্তরেণ সহোলূখলেন গত্বা উলূখলং চ তির্যক্ কৃত্বা বৃক্ষাবুন্মূলিতবান্। তৌ চোন্মূলিতৌ পুন র্দেবতাভাবং প্রাপ্য প্রতিষ্ঠমানৌ নলকূবর-মণিগ্রীবৌ। ব্রজজন আহ। তানো অদ্যেতি। ভো বনস্পতী তা তৌ যুবাং নোস্মাকং অদ্য ঋষ্বৌ-রোষণৌ উন্মূলিতত্বেন ক্লেশকরৌ ঋষেভিঃ ক্লেশদৈঃ সোতৃভিঃ প্রসেবকারণৈঃ কর্ম্মভির্হেতুভির্জাতৌ যুবাং কালেনোন্মূলিতৌ

কর। যেহেতু উহারা "জল্ গুলঃ"—জড়েন্দ্রিয় বিশিষ্ট—অতিমূঢ় গোপাঙ্গনা। উহাদিগকে যখন পরমাত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছ, তখন ঐ পরিগৃহীত জনগণের পালন অবশ্য কর্ত্তব্য ॥২৮॥

অতঃপর বন্ধন অঙ্গীকার করিলেও তাহা নিষ্ফল বা অনর্থক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জ্জুনের মধ্যে উলূখলের সহিত গমন পূর্ব্বক সেই উলূখলকে তির্য্যক্ করিয়া বৃক্ষদ্বয়কে উন্মুলিত করিয়াছিলেন। সেই উন্মূলিত বৃক্ষদ্বয় পুনরায় দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া নলকুবের ও মণিগ্রীব নামক ব্রজজনরূপে প্রতিষ্ঠমান হয়েন এই মন্ত্রে ইহাই অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে— ভো বনস্পতীঃ'—হে বনস্পতিদ্বয়! "তা"—তোমরা উন্মুলিত হওয়ায় 'নঃ'—আমাদের অদ্য 'ঋষ্বৌ'—অতীব ক্লেশকর হইয়াছে। 'ঋষ্যেভিঃ সোতৃভিঃ'—ক্লেশপ্রদ কর্ম্মসূত্র হইতেই তোমরা বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে; এক্ষণে কালকর্ত্তৃক তোমাদিগকে উন্মুলিত দেখিয়া আমা-

(১) ঋঃ বেঃ সং—১।২।২৬

দৃষ্ট্বাস্মাকং মহদ্দুঃখং জাতমিত্যর্থঃ। তথাপি ইন্দ্রায় ব্রজপতয়ে মধুমৎ মধুরং রসং সুতংপ্রযচ্ছন্তং অস্মাসু দয়া কুরুত-মিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ক উ শ্রুতে মহিমনঃ সমস্যাস্মৎ পূর্ব্বঋষয়োন্তমাপুঃ।

যন্মাতরং চ পিতরং চ সাকমজনয়থাস্তন্বঃ স্বায়াঃ ॥৩০॥ (২)

তত উলূখলাৎ মাত্রা মোচিতঃ সাদরমবেক্ষ্যমাণঃ তস্মৈ বৈশ্বরূপ্যং প্রকাশিতবান্ অবেদ্বিন্দ্রজলগুল ইতি মুনের্ব্বাক্যং স্মরন্। তচ্চ দৃষ্ট্বা মাতা প্রাহ। ক উ শ্রুত ইতি। হে পরমেশ্বর তে তব মহিমনঃ মাহাত্ম্যস্য সমস্য কৃৎস্নস্য অন্তকে উ শ্রু কে নিশ্চিততয়া যে অস্মত্ত: পূর্ব্বে ঋষয়োপি আপুস্তে কেন কেপী-ত্যর্থঃ। অত্র হেতুমাহ। যদি যৎ যতঃ মাতরং মাং ভূমিং পিতরং

দের মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি 'ইন্দ্রায়'—ব্রজপতিকে তোমরা 'মধুমৎ'—সুমধুর রস 'সুতং'—প্রদান করিতেছ। অতএব আমাদের প্রতিও দয়া প্রকাশ কর ॥২৯॥

অনন্তর জননী শ্রীযশোদা পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে উলূখল হইতে বন্ধনমুক্ত করিয়া যখন সাদরে তাঁহার বদন-কমল অবলোকন করিতে লাগিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ, জননীর সমক্ষে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রকাশ করিলেন। 'অবেদ্বিন্দ্র জলগুলঃ'—এই মুনিবাক্য স্মরণ পূর্ব্বক জননী শ্রীযশোদা সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে পরমেশ্বর! 'তে'—তোমার "মহিমানঃ সমস্য"—মহিমাসমূহের" অন্ত কে উশ্রু"—অন্ত বা অবধি কাহারা নিশ্চয়রূপে জানিতে বা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যাঁহারা

(২) ঋঃ বেঃ সং—৮।১।২৫

দিবং চ সাকং সহেদং যুগপৎ কৃৎস্নং জগদিত্যর্থঃ। স্বায়াস্তন্ব সকাশাৎ অজনয়থাঃ প্রাদুর্ভাবিতবানসি। অতস্তব মাহাত্ম্য দুরধিগমমিত্যর্থঃ॥ ৩০॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্যাদাধুরন্ধর চতুর্ধরবংসাবতংস
গোবিন্দ সূরিসূনো শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ সোদ্ধৃত
মন্ত্রভাগবত-ব্যাখ্যায়াং মন্ত্ররহস্য প্রকাশিকায়াং
গোকুলকাণ্ডঃ প্রথমঃ॥১॥

আমাদের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, সেই ঋষিগণও কি অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? কখনই না। 'যৎ'—যেহেতু তুমিই মাতাকে (আমাকে) পিতাকে অথবা মাতৃভূমি ও পিতৃস্বর্গের সহিত যুগপৎ এই নিখিল বিশ্বকে 'স্বায়া তন্বঃ'—আপনার দেহ হইতে "অজনয়েথাঃ"—প্রাদুর্ভূত করিয়াছ অতএব তোমার মহিমা দুরধিগম্য॥৩০॥

শ্রীমন্ত্রভাগবতস্যানুবাদে প্রথমঃ গোকুলকাণ্ডঃ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ কাণ্ডঃ।

সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃত্তপরাবতং পরমাঙ্গন্তু বা উ ॥
অধাশয়ীত নির্ঋতেরূপস্থেধৈনং বৃকারভসাসো অদ্যুঃ ॥১॥(১)

অথ বৃন্দাবনং প্রতি বৃকভয়াদ্ ভগবতঃ প্রস্থানমন্যসংবাদমুখে-নাহ। সুদেব ইতি। সুদেবঃ আদ্যবর্ণলোপাৎ বাসুদেবঃ। যথোক্তং বৃহদ্দেবতায়াং—"বর্ণস্য বর্ণয়োর্লোপো বহ্বৃচাং ব্যঞ্জনস্য বা। অত্রানীতি কপিনাভাদনোয়ামী-ত্যাষ্কাসুচেতি। অত্রা-ণ্যস্মৈ পঙ্‌ক্তিঃ সন্তরন্তি বর্ণস্য লোপঃ। অমত্রাণীত্যপেক্ষিতে প্রিয়া তষ্টানি মে কপিরিত্যত্র বর্ণয়োর্লোপঃ। বৃষাকপিরি-ত্যপেক্ষিতে। অয়ং নাভীবদতি বল্গুবো গৃহে দনো বিশ্ব ইন্দ্র মৃধ্রবাচ ইত্যাদৌ বহূনাং বর্ণানাং লোপঃ অয়ং নাভানে-দিষ্ট ইত্যপেক্ষিতে। দানমনসো রিশ ইতি চাপেক্ষিতে॥ তত্বায়ামীত্যেক লোপঃ যাচামীত্যপেক্ষিতে॥ অঘাসু হন্যন্তে গাবঃ মঘাস্বিত্যপেক্ষিতে। যদ্বা বাসুদেবঃ শোভনেন দেবে-

অনন্তর বৃক ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রস্থান করিতেছেন, সে সংবাদ অন্যের মুখে বর্ণিত হইতেছে।—"সুদেবঃ"—বাসুদেবঃ (এরূপ আদ্যবর্ণ-লোপের বিষয় বৃহদ্দেবতা নামকগ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"বর্ণস্য বর্ণয়োর্লোপো বৃহ্বৃচাং ব্যঞ্জনস্য বা ইত্যাদি।) অথবা "সুদেব"

(১) ঋঃ বেঃ সং—২।৩।২১

নাধিষ্ঠিতো ব্রজো বা সুশোভনশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বা কৃষ্ণঃ অদ্য সদ্য এব বৃকোপদ্রবানন্তরং অনাবৃৎ আবৃত্তিবর্জ্জিতং যথা স্যাত্তথা প্রপতেৎ প্রকর্ষেণ গচ্ছেৎ। পরাবতং পরমাং দূরাদ্দূরং গতং বৈ। কুতোঽস্য গমনমত আহ। অথেতি। অথ অথ পক্ষান্তরে যদি ন গচ্ছেৎ অয়ং তর্হি নির্ঋতেঃ পৃথিব্যা উপস্থে অঙ্কে শয়ীত বৃকৈর্হতো ম্রিয়েতেত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং এনং বৃকাস্ত এব হন্তারো রভসাসঃ শীঘ্রতরাঃ অদ্যু র্ভক্ষয়েয়ুঃ॥ যস্মাৎ সুদেবোঽপি মরণাবস্থইব দূরাৎ দূরতরং গতঃ। তস্মাৎ তয়াপি আধ্যাত্মিকেভ্যঃ কামাদিভ্যো ভেতব্যমিতি পুরুষং প্রত্যুর্ব্বশীবাক্যম্। তদিদং হরিবংশে (ক) উপবৃংহিতবৃকভয়াৎ বৃন্দাবনং প্রতি গোকুলাৎ গোপালাগতা ইতি॥১॥

বাক্য শোভন দেব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ব্রজধামকে বুঝায় কিম্বা শোভন যে দেব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, বৃকোপদ্রবে সন্ত্রস্ত হইয়া "অদ্যঃ"—আজই "অনাবৃৎত"—আবৃত্তি বর্জ্জিতরূপে অর্থাৎ আর কখনও গোকুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না, এইভাবে "প্রপাতৎ"—বৃন্দাবনে প্রস্থান করিতেছেন; সুতরাং তিনি "পরাবতং পরমাং"—দূর হইতে দূরান্তরে "গতং বা উ"—গমন করিতেছেন; কেন তথায় যাইতেছেন, বলি শুন।—"অথ"—পক্ষান্তরে তিনি যদি গমন না করেন, তাহা হইলে নির্ঋতেঃ উপস্থে অশয়ীত"—পৃথিবীর অঙ্কে চিরশায়িত হইবেন অর্থাৎ বৃক কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইবেন। "অথ"—অনন্তর "এনং"—শ্রীকৃষ্ণকে "বৃকাঃ"—তদীয় হন্তারক বৃকগণ "রভসাসঃ"—অবিলম্বে "অদ্যুঃ"—ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। যেহেতু তিনি সুদেব অর্থাৎ শোভনদেব হইয়াও মরণভয়শীল মনুষ্যের ন্যায় দূর হইতে দূরান্তরে গমন করিলেন, অতএব তিনি যে

সূযবসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া অথোবয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
অদ্ধিতৃণমঘ্ন্যেবিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী ॥ ২ ॥ (২)

তত্রগত্বা গবাং লালনং করোতীত্যৃষিরাহ ॥ সূযবসাদিতি ॥ একবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্। সুশোভনং যবং তৃণমত্তীতি সূযবশাৎ ভগবতী ঐশ্বর্য্যবতী হি প্রসিদ্ধা অস্মভ্যং ভূয়াঃ ভব অথো বয়মপি ভগবন্তঃ স্যাম। অদ্ধি ভক্ষয় তৃণমিতি পুনরুক্তিঃ অঘ্ন্যে অঘঘ্নী বিশ্বদানী সর্ব্বদা আচরন্তী পর্য্যটন্তী শুদ্ধং উদকং পিব ॥ ২ ॥

আধ্যাত্মিক কামাদি হইতেও ভয় পাইয়া থাকেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাই পুরুষের প্রতি উর্ব্বশীর বাক্য। শ্রীহরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে এই কথাই বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে—যে, গোপগণ বৃকভয়েই গোকুল পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তথায় গমন করিয়া কি ভাবে গোচারণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মবাদী ঋষি তাহা এই ঋকে পরিব্যক্ত করিতেছেন।—"সুযবসাৎ"—তোমরা এই সুশোভন তৃণাদি ভক্ষণ পূর্ব্বক "ভগবতী হি ভূয়াঃ"—আমাদের পক্ষে প্রসিদ্ধা ঐশ্বর্য্যবতী হও। "অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম"—অনন্তর আমরাও ঐশ্বর্য্যবান হইব। অতএব হে "অঘ্নো!— হে পাপনাশিনীগণ! তোমরা "বিশ্বদানীং আচরন্তী"—সর্ব্বদা সুখে বিচরণ করিতে করিতে "তৃণং অদ্ধি"—তৃণ ভক্ষণ কর এবং "শুদ্ধং উদকং পিব"—যমুনার বিশুদ্ধ জলপান কর ॥ ২ ॥

(২) ঋঃ বেঃ সং—৭।৩।২৫

দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃপণিনেব গাবঃ ॥
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্‌বৃত্রঞ্জঘন্বাঁ অপতদ্‌ববার ॥৩॥(৩)
কালিয়দমনমাহ, দাসপত্নীরিতি। দস্যন্তি উপক্ষিয়ন্তে লোকা অনেনেতি দাসো হিংস্রঃ তস্য পত্নীরিব পত্নীঃ সহধর্ম্মচারিণীঃ হিংস্রাঃ বিষদূষিতাঃ আপঃ অতিষ্ঠন্ আসন্ ব্রতঃ অহিঃ কালিয়াখ্যঃ সর্পঃ গোপায়তীতি গোপাঃ স্বামী যাসাং তাঃ অহিগোপাঃ অতএব নিরুদ্ধাঃ ইতরা ভোজ্যাঃ পণিনা চোরছন্দেন গাব ইব নিরুদ্ধাঃ। অপাং মধ্যে বিলং অহিগৃহস্য দ্বারং যদপিহিতং অদ্ভিরেবাচ্ছাদিতং আসীৎ তৎবৃত্রং জঘন্বান্ শত্রুং জিগমিষুঃ হন্তিরত্র গত্যর্থঃ। অপববার অপাবৃণোৎ

অতঃপর এই মন্ত্রে কালীয়দমন লীলা বর্ণিত হইতেছে।—"দাসপত্নী—যে দস্যুর ন্যায় লোকসকলকে উপক্ষয় করে, তাহার নাম দাস অর্থাৎ হিংস্র, তাহার সহধর্ম্মচারিণী পত্নীর ন্যায় হিংস্রা—বিষদূষিতা—"আপ" —যমুনার জলরাশি—"অতিষ্ঠন্"—অবস্থিত ছিল, তাহাতে—"অহিগোপাঃ"—কালীয়াখ্য সর্প সেই দাসপত্নীস্বরূপা জলরাশির গোপ অর্থাৎ রক্ষক বা স্বামী স্বরূপ ছিল। এই কারণেই সেই জলপ্রবাহ—"পণিনাগাবঃ ইব"—পণি নামক অসুর যেমন গোসকলকে অপহরণ করিয়া পর্ব্বতমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ অন্যের অপেয় রূপে নিরুদ্ধ হইয়াছিল অর্থাৎ কালীয় হ্রদে পরিণত হইয়াছিল। সেই জলমধ্যে—"বিলং"—সর্পের গৃহদ্বার—"যৎ অপিহিতং আসীৎ"—যাহার জল দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল—"তৎ বৃত্রং" – সেই প্রবাহরোধকারী শত্রুকে—"জঘন্বান্"—বিনাশ

(৩) ঋ° বেঃ সং—১।২।৩৮

উদ্‌ঘাটিতবান্ তীরস্থং তরুমারুহ্য অত্যুচ্চাৎ স্থানাৎ যমুনায়াং নিপত্য কালিয়মধি অভূদিত্যর্থঃ ॥৩॥

অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্যবজ্রমধিসানৌ জঘান।
বৃষ্ণোবধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্‌পুরুত্রাবৃত্রোঅশয়দ্‌ব্যস্তঃ ॥৪॥(৪)

ততশ্চ কিমভূদিত্যাহ! অপাদিতি। অপাৎ পাদহীনঃ অহস্তঃ হস্তহীনঃ। সর্পত্বাদেব ঈদৃশোপি ইন্দ্রং কৃষ্ণং প্রাপ্য অপৃতন্যৎ অযুধ্যৎ তেন সহ যুদ্ধং কৃতবান্। অস্য কালিয়স্য সানৌ মূর্দ্ধনি বজ্রং আজঘান ভগবৎপদচিহ্নভূতং শিরস্যাজগাম তদঙ্কিতং শিরোভূদিত্যর্থঃ। সোঽয়ং বধ্রিশ্চর্ম্মপট্টিকা তৎসদৃশো নিস্তেজাঃ কালিয়ো বৃষ্ণো হরেঃ প্রতিমানং প্রতিচিহ্নং বজ্ররেখারূপং বুভূষন্ ভূষামিবাত্মনঃ কুর্ব্বন্ অশয়ৎ শয়নং চকার নিরুদ্যমোভূৎ। কীদৃশঃ। পুরুত্রাব্যস্তঃ অনেকৈঃ প্রকারৈঃ নিরস্তঃ। ৪ ॥

করিবার অভিলাষী হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—"অপববার"—এক উপায় উদ্‌ঘাটন করিলেন। তিনি তীরস্থ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক উচ্চস্থান হইতে যমুনামধ্যে নিপতিত হইয়া কালিয়নাগের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৩॥

তারপর কি হইল, এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।—"অপাদহস্তঃ"—হস্তপদহীন সেই কালিয় নাগ—"ইন্দ্রং"—শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া—"অপৃতন্যৎ"—তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ—"অস্য সানৌ"—এই কালিয়নাগের মস্তকে অর্থাৎ ফণার উপর—"বজ্রং আজঘান"—স্বীয় পদাঙ্করূপ বজ্র প্রহার করিলেন। ফলতঃ কালিয়নাগের মস্তকের উপর যেমন দণ্ডায়মান হইলেন, অমনই তাঁহার মস্তক

(৪) ঋঃ বেঃ সং—১।২।৩৭

নদংনভিন্নমমুয়াশয়ানং মনোরুহাণা অতিযন্ত্যাপঃ।
যাশ্চিদ্বৃত্রোমহিনাপর্য্যতিষ্ঠত্তাসামহিঃপৎসুতঃশীর্ব্বভূব ॥৫॥(১)

নদন্নেতি ॥ নদন্ন শোণাদিকং নদমিব শয়াণং দীর্ঘাকারেণা-পতিতমমুয়ানেন কৃষ্ণেন ভিন্নং নির্জ্জিতং অনু পশ্চাৎ আপঃ যমুনাজলানি অতিয়ন্তি—অত্যুৎকর্ষেণ গচ্ছন্তি। কীদৃশ্যঃ। মনোরুহাণাঃ হৃদয়ঙ্গমা ইত্যর্থঃ। যাঃ অপঃ চিৎপূর্ব্বং বৃত্রঃ কালিয়ঃ মহিনা মাহাত্ম্যেন পর্য্যতিষ্ঠৎ তাসামেব সন্নিধৌ শয়নার্থে বা অহিঃ কালিয়ঃ পৎসুতঃ পদ্ভ্যাং পীড়িতঃ সন্ শেতে ইতি পৎসুতঃশী। সমাসেপি বিভক্ত্যলোপ আর্ষঃ। এবংবিধা বভূব ॥৫॥

ভগবৎ পদাঙ্কিত হইল। আর তৎক্ষণাৎ সেই—"বৃত্রঃ"—জলপ্রবাহ-রোধকারী কালিয়—"বধ্রিঃ"—চর্ম্মপেটিকার ন্যায় নিস্তেজ হইয়া—"বৃষ্ণোঃ"—শ্রীকৃষ্ণের—"প্রতিমানং"—বজ্ররেখারূপ পদচিহ্নকে—"বিভূষণ"—স্বীয় মস্তকের ভূষণ স্বরূপ করিয়া এবং—"পুরুত্রা ব্যস্তঃ"—বহুপ্রকার সন্তাড়িত ও নিরস্ত হইয়া—"অশয়ৎ"—শয়ন করিল অর্থাৎ নিরুদ্যম হইয়া পড়িল ॥৪॥

এইরূপে জলপ্রবাহরোধকারী কালিয়—"নদং ন"—শোণ-দামোদরাদি নদের ন্যায় "শয়াণং"—দীর্ঘাকারে আপতিত এবং—"অমুয়া ভিন্নং"—এই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইলে পর—"মনোরুহাণাঃ"—নিখিল লোকের মনোহারী—"আপঃ—যমুনার রুদ্ধ জলপ্রবাহ—"অতিয়ন্তি"—অতীব উৎকর্ষের সহিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। —"যাঃ"—যে জলরাশি—"চিৎ"—পূর্ব্বে—"বৃত্রো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠৎ"—কালিয়ের মহিমা প্রভাবে

(১) ঋঃ বেঃ সং—১।২।৩৭

সমিন্দ্রগর্দ্দভং মৃণনুবন্তং পাপয়ামুয়া।

আতূন ইন্দ্রশংসয়গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥৬॥ (২)

অথ খরাকারং ধেনুকং ব্রজনাশায়োদ্যতমভিলক্ষ্য লোকোরামমাহ। সমিন্দ্রেতি, হে ইন্দ্র ঈশ্বর! ত্বং গর্দ্দভং সংমৃণ সম্যক্ নাশয়, কীদৃশম্। অমুয়া অনয়া ত্বৎপ্রত্যক্ষয়া পাপয়া ক্রিয়য়া

সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ হইয়াছিল—"তাসাং"—তাহাদেরই সান্নিধানে "অহিঃ পৎসুতঃশীঃ বভূব"—সেই কালিয়নাগ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয়

খরতন্বা নুবন্তং পীড়য়ন্তং। ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ কর্ণাটক ভাষা প্রসিদ্ধেশ্চ নুবতিরত্র পীড়ার্থঃ॥ পাপয়ামুয়েত্যুভয়ত্র সুপো যা, হে ইন্দ্র তু পুনঃ নোঽস্মান্ গবাদিষু আসংশত তথা লোকে অস্মানভিলক্ষ্য তাদৃশো গোপানহং ভূয়াসমিতি জন

দ্বারা নিপাড়িত হইয়া শাস্তিত হইল। সুতরাং এইরূপে জলপ্রবাহও বাধানির্ম্মুক্ত হইল ॥৫॥

অনন্তর খরাকৃতি ধেনুকাসুরকে ব্রজনাশে উদ্যত দেখিয়া কোন ব্রজবাসী শ্রীবলরামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে ইন্দ্র!"—হে ঈশ্বর! ঐ—"গর্দ্দভং" খরাকৃতি ধেনুকাসুরকে—"সমৃণ"—সম্যকরূপে নিহত কর—"অমুয়া পাপয়া" ঐ প্রত্যক্ষীভূত অসুরটা পাপক্রিয়া দ্বারা আমাদিগকে—"নুবন্তং"—প্রপীড়িত করিতেছে। "তূ"—পুনশ্চ—"হে শুভ্রিষু সহাস্রষু তুবীমঘ!"—হে শুভ্ররূপবত্তায় ও অনন্তস্বরূপে পূর্ণৈশ্বর্য্য সম্পন্ন!—"হে ইন্দ্র!" হে বলদেব!—"নঃ"—আমাদিগকে—"গোষু অশ্বেষু"—গো ও অশ্বাদি সম্বন্ধে—"আশংসয়"—আশ্বস্ত কর;

(২) ঋঃ বেঃ সং—১।২।২৭

আশাস্তে তথাস্মান্ কুর্ব্বিত্যর্থঃ। শুভ্রিষু শুভ্ররূপবৎসু। সহস্রেষু অনন্তেষু তুবীনি পূর্ণানি মঘানি ধনানি যস্মিন্নিতি তুবীমঘ। দৈর্ঘ্যং সাংহিতিকং। এবমুক্তমাত্রে রামস্তং জঘানেতি জ্ঞেয়ম্ ॥৬॥

নবিজানামি যদি বেদমস্মি নিণ্যঃ সন্নদ্ধোমনসা চরামি।
যদামাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ ॥৭॥ (৩)

অথ গোপরূপিণা প্রলম্বাসুরেণ হ্রিয়মাণো রাম আহ। ন বিজানামীতি, ইবশব্দো ভিন্ন ক্রমঃ। যদিদং অপরিমিত শক্তিকং ব্রহ্মাস্মি তদহং ন বিজানামীব দেহাবশাৎ প্রমাদ্যতীতি ন্যায়েন জানন্নপি ন জানামি ইত্যর্থঃ॥ ত্বদনুগ্রহং বিনা স্বীয়মৈশ্বর্য্যং আবির্ভাবযুতং ন শক্নোমীতি ভাবঃ। কুত এবম্। মনসা বন্ধনেন সংনদ্ধঃ পারবশ্যং প্রাপিতঃ। অতএব

অথবা আমাদিগকে এমন উপযুক্ত কর যেন লোকসকল আমাদিগকে অভিলক্ষ্য করিয়া "তাদৃশ গোপ আমিও হইব"—এইরূপ অভিলাষ করিয়া থাকে।" এই কথা বলিবামাত্র শ্রীবলরাম সেই ধেনকাসুরকে তৎক্ষণাৎ বধ করিলেন ॥৬॥

অতঃপর একদা গোপরূপী প্রলম্বাসুর বলরামকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে, বলরাম বলিয়াছিলেন—"যদিদং অস্মি"—এই যে আমি অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মরূপে বিদ্যমান রহিয়াছি, ইহা আমি—"ন বিজানামি ইব"—জানিতে পারিতেছি না; দেহ অবশ হইলে যেরূপ প্রমাদ উপস্থিত হয়, সেইরূপ প্রমাদ বশেই আমি অবিবেকীর ন্যায়

নিগ্যঃ পরপ্রণেয়ঃ সন্ চরামি যদাকালে মা মাং ঋতস্য বেদস্য প্রথমজাঃ কারণভূতঃ পরমাত্মা আগন্ আগচ্ছেৎ তদা আৎ অস্মাৎ অস্যানুগ্রহং প্রাপ্য ইৎ নিশ্চিতং অস্যাঃ বচঃ সকাশা ভাগং নির্ব্বিভ্যতেঽস্মিন্ ইতি ভাগঃ পরমাত্মা তং অশ্নুবে ব্যাপ্নুয়াম্। তং গুরুং প্রাপ্য তত্ত্বমসি বাক্যস্যার্থং ঐকাত্ম্যং লভেয়মিত্যর্থঃ ॥৭॥

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি যইত্তদ্বিদুস্ত ইমেসমাসতে ॥৮॥(১)

ততঃ কারুণিকো ভগবান্ অপাঙেতীতি প্রাগ্ব্যাখ্যাতেন মন্ত্রেণায়মহমস্মি তব ভ্রাতেতি রামমাশ্বাস্যানন্তর মন্ত্রেণাস্মৈ

জানিয়াও জানিতে পারিতেছি না। সুতরাং হে কৃষ্ণ! তোমার অনুগ্রহ ব্যতিবেকে নিজের ঐশ্বর্য্যকেও আবির্ভূত করিতে সমর্থ হইতেছি না। ইহার কারণ এই যে, আমি—"মনসা সংনদ্ধঃ"—মনের বন্ধন দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরবশতা দ্বরা পরাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং এই জন্যই "নিণ্যঃ চরামি"—অপরের বশীভূত হইয়া সঞ্চালিত হইতেছি। "যদা"—যে সময়ে—"ঋতস্য প্রথমজাঃ মা আগন্" —বেদের কারণভূত পরমাত্মা আমার সমীপে আগমন করিবেন সেই সময়ে—"আৎ" উঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া—"ইৎ"—নিশ্চতই—"অস্যাঃ বাচঃ—উহাঁরই উপদেশবাক্যানুসারে—"ভাগং"—সেই ভজনীয় অখণ্ড পরমাত্মাকে—"অশ্নুবে"—প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ সেই গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া 'তত্ত্বমসি' বাক্যের তাৎপর্য্য যে একাত্মতা, তাহা লাভ করিব ॥৭॥

বলরামের এই কথা শুনিয়া করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "অপাঙ্

---

(১) ঋঃ বেঃ সং—২।৩।২১

বাচস্তত্ত্বং নিবেদয়তি। ঋচ ইতি। ঋচঃ সর্ব্বাঃ অক্ষরে ব্যাপকে পরমে ব্যোমন্ অব্যাকৃত জগৎকারণে পর্য্যবসন্নাঃ। যস্মিন্ ব্যোম্নি বিশ্বে দেবাঃ ইন্দ্রাদ্যাঃ ইন্দ্রিয়াণি বা নিষেদুঃ নিষণ্ণাঃ সন্তি যস্তৎ ন বেদ স ঋচা কেবলং অধীতয়া কিং করিষ্যতি। ন কিমপীত্যর্থঃ। য ইৎ যএব পুরুষ ধৌরেয়াঃ তদ্বিদস্ত ইমে নারদাদ্যাঃ সমাসতে সম্যক্ বাহ্যৈরাভ্যন্তরৈর্ব্বা শক্রভিরনভিভূতাঃ সন্তঃ আসতে ॥৮॥

বিষ্টম্ভো দিবোধরুণঃ পৃথিব্যাবিশ্বা উত ক্ষিতয়োহস্তে অস্য।
অসত্তউৎসোগৃণতেনিয়ুত্বান্ মধ্বো অংশুঃ পবত ইন্দ্রিয়ায় ॥৯॥ (২)

প্রাগুক্ত মন্ত্রে "অয়মহমস্মি তব ভ্রাতা"—'এই আমি তোমার ভ্রাতা বলিয়া বলরামকে আশ্বাস প্রদান করেন। অনন্তর এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ বাক্যের তত্ত্ব নিবেদন করিতেছেন,—"ঋচঃ"—সমস্ত ঋক্‌মন্ত্র অর্থাৎ সঙ্গে অপরাবিদ্যাত্মক চারিবেদ—"অক্ষরে"—অবিনশ্বর সর্ব্বত্র-ব্যাপক—"পরমেব্যোমন্"—অব্যাকৃত জগৎকারণে পর্য্যবসিত। "যস্মিন্"—যে পরব্যোমে—"বিশ্বেদেবাঃ"—ইন্দ্রাদি দেবতা সকল—"অধিনিষেদুঃ"—অধিষ্ঠিত আছেন;—"য স্তৎ ন বেদ"—যিনি তাহা না জানেন—"স ঋচা কিং করিষ্যতি"—তিনি কেবল ঋক সকল পাঠ করিয়া কি করিবেন? অর্থাৎ কিছুই ফললাভ করিতে পারিবেন না। "য ইৎ তদ্ বিদুঃ"—কিন্তু যাঁহারা সেই তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন—"ত ইমে"—তাহারাই এই নারদাদি ঋষিগণ—"সম্ আসতে"—সম্যক-রূপে বা বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত শত্রুগণ কর্ত্তৃক অনভিভূত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ॥৮॥

(২) ঋঃ বেঃ সং—৭।৩।২৫

এবমুক্তমাত্রো রামঃ প্রলম্বে স্বসামর্থ্যমাবিশ্চকারেত্যৃষিরাহ ॥ বিষ্টম্ভ ইতি। পৃথিব্যাঃ ধরুণো ধর্ত্তা শেষাবতারো রামঃ প্রলম্বস্কন্ধস্থঃ সন্ দিবো দ্যুলোক শিবিরস্য বিষ্টম্ভো মধ্যম স্তম্ভ ইব বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ। বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ ক্ষিতয়ঃ ঐশ্বর্য্যাণি উত অপি অস্য হস্তে সন্নিধেয়ানি সন্তি। হে সোমাত্মক বিষ্ণো এবং রূপো যতস্ত্বমসি অতো মধ্বঃ মধোঃ আদিদৈত্যস্য অংশুরিবাংশুর্দীর্ঘঃ প্রলম্বনামা অংশঃ তে তব পুরঃ ইন্দ্রিয়ায় বীর্য্যপ্রকটনায় পবতে শীঘ্রং যততে যঃ স নিযুত্বান্ নিতরাং যৌতি যুজ্যতে ইতি নিযুৎপ্রাণঃ তদ্বান্ বলবানপি ভারার্ত্ততয়া উৎসঃ উৎসন্নঃ সন্ গৃণতে মাং মুঞ্চেতি প্রার্থয়তে। এবমপি অস্য রূপং অসদেন ভবতি রামভরেণ কীলবৎ ভূমেরন্তঃ প্রবিষ্টমিত্যর্থঃ ॥৭॥

।কৃষ্ণ এই কথা বলিবামাত্র বলরাম সেই প্রলম্বাসুরের প্রতি স্বয় শক্তি আবির্ভূত করিলেন। ধ্যানমগ্ন ঋষি তাহা এই মন্ত্রে প্রকাশ করিতেছেন "পৃথিব্যাঃ ধরুণঃ"—ধরণীধারক শেষবতার রাম প্রলম্বের স্কন্ধে থাকিয়াই—"দিবঃ বিষ্টম্ভঃ"—দ্যুলোক রূপ শিবিরের মধ্যস্তম্ভের ন্যায় বর্দ্ধিত হইলেন। তাহাতে—"বিশ্বাঃ ক্ষিতয়ঃ উত"—নিখিল ঐশ্বর্য্য—"অস্যহস্তে"—উহার হস্তে সম্যকরূপে অধীন হইল। হে সোমাত্মক বিষ্ণো! আপনি এইরূপ ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইলেও—"মধ্বঃ"—মধু-নামক আদিদৈত্যের—"অংশুঃ"—দীর্ঘ অংশ এই প্রলম্বাসুর—"ত"—আপনার নিবাসস্থানে এই ব্রজধামে—"ইন্দ্রিয়ায় পবতে"—স্বীয় বীর্য্য প্রকটনের নিমিত্ত শীঘ্র যত্নপর হইয়াছিল বটে, কিন্তু—"নিযুত্বান্"—নিযুত সংখ্যক অর্থাৎ অসংখ্য প্রাণীর ন্যায় বলশালী এই অসুর, বল-

হিং কৃণ্বতী বসুপত্নীবসুনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ।
দুহামশ্বিভ্যাংপয়ো অঘ্ন্যেয়ং সাবর্ধতাং মহতে
সৌভগায় ॥১০॥ (১)

এবং সর্ব্বোপায়ৈ রামকৃষ্ণাভ্যাং পাল্যমানানাং, গবাং মহাভাগ্যমসহমানো ব্রহ্মা বৎসান্ বৎসপাংশ্চ হৃতবান্ তদা স্বয়মেব ভগবান্ সর্ব্ববৎস-বৎসপাকারো জাতঃ। তং গাবঃ গোপ্যশ্চ

রামের বিপুল পীড়নে—উৎসঃ"—উৎসন্ন হইয়া—"গৃণতে"—আমাকে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলিয়া প্রার্থনা করিতে থাকে এবং এইরূপে তখন উহার স্বরূপ—"অসৎ"—অত্যন্ত জঘন্য হইয়া যায় অর্থাৎ বলরামের ভারে তাহার কীলকের ন্যায় মৃত্তিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ॥৯॥

এইরূপ বিবিধ উপায়ের দ্বারা রামকৃষ্ণ গোবৎস পালন করিতে থাকিলে, সেই গোবৎসগণের মহাভাগ্য স্বয়ং ব্রহ্মারও অসহ্য হইয়া উঠে; তিনি বৎস ও বৎসপাল গোপ বালকগণকে হরণ করিয়া লয়েন, তখন ভগবান্ স্বয়ং সেই অপহৃত বৎস ও বৎসপালকগণের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তাঁহাকে গাভী ও গোপীগণ জানিতে পারিয়াছিলেন অথচ ব্রহ্মা জানিতে পারেন নাই। আলোচ্য মন্ত্রদ্বয়ে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইতেছে।—"হিংকৃণ্বতী"—গাভীসকল ও ব্রজগোপীগণ স্ব স্ব পুত্রকে দেখিয়া প্রেমাতিশয্য-বশতঃ যথাক্রমে হিংকার ও শিরশ্চুম্বন করিতে লাগিলেন।—"বসুনাং বসুপত্নী"—বসুশব্দ এস্থলে অষ্টবসু বা বসু পদার্থ মাত্র নহে; অন্যত্র "রুদ্রানাং দুহিতা বসুনাং" এই শ্রুতি বাক্যে বসুর দুহিতৃত্ব দৃষ্ট হওয়ায় বসুপত্নীত্ব অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং এস্থলে বসু শব্দ হর্য্যশ্বাদিক্রমে শূরবংশের অপর পর্য্যায়ভুক্ত বসুদেবের

(১) ঋঃ বেঃ সং—২।৩।১৯

জ্ঞাতবত্যঃ ন তু ব্রহ্মেত্যাহ দ্বাভ্যাম্। হিং কৃণ্বতীতি। অত্র জাত্যভিপ্রায়েণৈক বচনম্। সর্ব্বাপি গৌর্গোপীচ স্বং স্বং পুত্রং দৃষ্টা প্রেমাতিশয়াৎ হিং কৃণ্বতী হিংকারং মূর্দ্ধি আঘ্রাণং চ কুর্ব্বতী বসুপত্নী বসুঃ বসুবংশ্যো রাজা পতি পালয়িতা যস্যাঃ সা বসুপত্নী। ন চাত্রাষ্টৌ বসবো বসুপদার্থমাত্রাঃ। রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনামিতি অন্যত্র বসুদুহিতৃত্বেন শ্রুতায়া বসুপত্নীত্বাযোগাৎ॥ বসুশ্চ হর্য্যশ্বাদিক্রমেণ শূরাপরপর্য্যায়ো বসুদেবস্য পিতেতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্॥ ততশ্চ সুরাজ্ঞাং বৎসবংশোদ্ভবং কৃষ্ণং স্বং স্বং বৎসীভূতমিচ্ছন্তী মনসা অভ্যাগাৎ মনসৈব জ্ঞাতবতী অয়মিদানীং বিষ্ণুদেবো বৎসরূপেণ পাতীতি। এবম্ এবাস্মিন্ যজ্ঞে মন্যমানা ধেনুঃ দুহাং দোগ্ধ্রীণাং মধ্যে অঘ্ন্যা অবিঘাতিনী ইয়ং পয়ো বর্দ্ধতাম্ যথা

পিতাকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এ বিষয় ইতঃপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব সেই বসু-বংশীয় রাজা যাঁহাদের পতি অর্থাৎ পালয়িতা তাঁহাদিগকে বসুপত্নী বালক শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ বৎসীভূত ইচ্ছা করিতে লাগিলেন এবং—"মনসা অভ্যাগাৎ"—মনে মনে জ্ঞাত হইলেন যে, বিষ্ণুদেবই সম্প্রতি বৎসরূপে আমাদের দুগ্ধপান ও পালন করিতেছেন। এইরূপে এই যজ্ঞে—"সা"—সেই—"দুহাং"—দোগ্ধ্রীগণের অর্থাৎ দুগ্ধবতী ধেনুগণের মধ্যে——"অঘ্ন্যা"—অবিঘাতিনী—"ইয়ং" এই ধেনুই যেরূপ—"পয়ো বর্দ্ধতাং"—শ্রীকৃষ্ণ ও বৎসের জন্য দুগ্ধ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ—"মহতে সৌভগায়"—মহা সৌভাগ্যরূপ কৈবল্যের নিমিত্ত—"অশ্বিভ্যাম্"—সম্প্রদানত্ব ও দোহন কর্ত্তৃত্ব দোহনের এই কারণদ্বয়রূপে অথবা অশ্বি অর্থাৎ ধর্ম্মদেবতার নিমিত্ত কিম্বা অধ্বর্য্য–

কৃষ্ণে বৎসে সতি ক্ষীরমবর্দ্ধয়দেবমিত্যর্থঃ। মহতে সৌভগায় কৈবল্যায় অশ্বিভ্যাং দোহনিমিত্তাভ্যাং সম্প্রদানত্বেন দোগ্ধৃত্বেন বা অশ্বিনোর্ধর্ম্মদেবতাত্বাদধ্বর্য্যুত্বেন সংস্তুতত্বাদ্বা। অত্র সেয়মিতি পদাভ্যাং অভ্যাগাদিতি পদাভ্যাং চ পূর্ব্ববৃত্তান্ত সূচকাভ্যাং বসূনাং বসুপত্নীতি শব্দাভ্যাংচ শ্রীভাগবতোপবৃংহিতা বৎসহরণ কথা সূচিতা ॥১০॥

গৌরমীমেদনুবৎসং মিষন্তং মূর্দ্ধানং হিং কৃণোন্মাত বা উ।
স্বক্কাণং ঘর্ম্মমভিবাবশানামিমাতিমায়ুংপয়তেপয়োভিঃ॥১১॥(২)

গৌরিতি। সৈব গৌঃ অনুবৎসং ব্রহ্মণা হৃতং স্ববৎসমনুপশ্চাজ্জাতং বৎসং শ্রীকৃষ্ণং অমীমেৎ প্রমীতবতী। কীদৃশম্ মিষং ব্যাজং কুর্ব্বাণং কপটবৎসমিত্যর্থঃ। কথমমীমেৎ অত আহ। মাতেতি। যতঃ মাতবৈ মাতুং বৎসং পরীক্ষিতুং চ

রূপে সংস্তুতির নিমিত্ত দুগ্ধবর্দ্ধন করুন। অর্থাৎ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও বৎসগণের জন্য দুগ্ধবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বর্দ্ধিত করুন। আলোচ্য মন্ত্রোক্ত "সা" ও "ইয়ং" এই পদদ্বয়ে ও "অভ্যাগাৎ" পদে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সূচিত হইয়াছে। এবং "বসূনাং বসুপত্নী" বাক্যে শ্রীমদ্ভাবত বর্ণিত বৎস হরণ কথাই স্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে ॥১০॥

সেই—"গৌঃ"—ধেনুসকল—"অনু"—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিজবৎস অপহৃত হইলে পশ্চাৎজাত—"মিষং বৎসং" কপটবৎসকে অর্থাৎ মায়াবৎসকে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—"অমীমেৎ"—অবধারণ করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে অবধারণ করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে। "মাত বৈ উ"—বৎসকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই—"মূর্দ্ধানং" হিংকৃণোৎ"—

(২) ঋঃ বেঃ সং—২।৩।১৯

নিশ্চিতং মূর্দ্ধানং হিংকৃণোৎ হিংকারেণাঘ্রাতবতী মনসা জ্ঞাতত্বেপি আঘ্রাণেনাপিতং জ্ঞাতবতী। কথমেতদত আহ। সৃক্কেতি। সৃক্কাণং ঘর্ম্মং সরতীতি সৃক্কাণং অভিসরং ঘর্ম্মবন্তং শীঘ্রাগমন-শ্রমেণ স্বেদবন্তং অভিবাবশানা সর্ব্বতঃ শব্দং কুর্ব্বাণা বৎসস্য চ মায়ুং শব্দং পরিচিনোতি। ততশ্চ পয়োভিরূধস্থৈঃ পয়তে প্রস্রৌতি প্রস্যন্দতে। ভগবদ্রূপে বৎসত্বং ত্বন্তরাত্মত্বেন সন্নিহিত তরত্বান্ন দূরাগমনেন খিদ্যতে নাপ্যভিতো গোভিঃ শব্দমন্বিষ্যতে, নাপি শব্দবিশেষদ্বারায়ং মদীয়ো বৎস ইতি নিশ্চীয়তে, নাপি তজ্জ্ঞানানন্তরং গোপয়ঃ প্রবর্ত্তত ইতি॥ অনাত্মা হি সংশয়গোচরো দৃশ্যতে ন ত্বা-

—মস্তকপ্রদেশ হিংশব্দ সহকারে আঘ্রাণ করিয়াছিলেন; মনের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াও শেষে আঘ্রাণের দ্বারা "তং"—তাহাকে অর্থাৎ নিজসন্তানকে জ্ঞাত হইলেন। তারপর "সৃক্কাণং"—সেই বৎসের বদনপ্রান্ত—"ঘর্ম্মং"—শীঘ্র আগমন জন্য শ্রমে ঘর্ম্মাভিষিক্ত দেখিয়া—"অভিবাবশানা"—সর্ব্বতোভাবে শব্দ করিতে লাগিলেন। যেহেতু সেই ধেনু স্বীয় বৎসের—"মায়ুং"—শব্দকে "মিমাতি"—বিশেষরূপেই চিনিয়া থাকেন। অনন্তর "পয়োভিঃ"—উধস্থ দুগ্ধধারা দ্বারা—"পয়তে"—বৎসকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। ভগবৎস্বরূপ বৎস অন্তরাত্মারূপে সন্নিহিত হওয়ায় দূরাগমন জন্য অদৌ খিন্ন বা ক্লিষ্ট হয়েন নাই, ধেনুসকলও চারিদিকে স্ব স্ব বৎসশব্দ অন্বেষণ করিয়া বেড়ান নাই, এবং শব্দ বিশেষ দ্বারা 'এই আমার বৎস'—এইরূপ নিশ্চয় করেন নাই, আবার গোপীগণও স্ব স্ব পুত্র সম্বন্ধে ভগবৎ জ্ঞান ভিন্ন অন্যবিধ জ্ঞান প্রবর্ত্তিত করেন নাই। যেহেতু অনাত্মবিষয়ই সংশয় গোচর রূপে পরিদৃষ্ট হয়,

ত্মেতি অহং ন বেত্তি বা নাহং বেত্তি বা। তয়োরাত্মস্ব-দর্শনাৎ। অতঃ প্রত্যক্ পরাগ্ বৎসয়োর্ভেদং জানানো গোগোপীগণো ধাতুরপ্যেতন্মহিমজ্ঞানাভাবাৎ বরীয়ানিতি ভাবঃ ॥১১॥

যুক্তামাতাসীদ্ধুরি দক্ষিণায়া অতিষ্ঠদগর্ভোবৃজনীষন্তঃ ॥
অমীমেদ্বৎসো অনুগাম পশ্যদ্ বিশ্বরূপং
ত্রিষুযোজনেষু ॥১২॥ (১)

যুক্তেতি দক্ষিণায়া ধুরি কর্ম্মফলানামুপরিভাগে স্থিতেন বিধিনেতি শেষঃ। মাতা মিনোত্যনয়েতি মাতা দিব্যদৃষ্টি-যুক্তা বৎসানাং পরীক্ষণে নিযুক্তাসীৎ। মায়া বৎসেষু বৎস-পেষু কিমিদানীং ব্রজে বৃত্তমস্তীত্যালোচিতবান্ ইত্যর্থঃ। ততশ্চ কিং দৃষ্টমত আহ। অতিষ্ঠদিতি। বৃজনীযু মাতৃষু গর্ভঃ বৎসঃ অন্তরিবান্তঃ গর্ভ ইব নিকটে এব অতিষ্ঠদিত্য-পশ্যৎ। ততোঽনু পশ্চাৎ বৎসো বিষ্ণোঃ পুত্রো ব্রহ্মা গাং যত্র

পরমাত্ম বিষয়ে কদাচ সংশয় থাকিতে পারে না। যেমন "আমি নয় কিম্বা নয় আমিই বা" এই উভয় স্থলেই আত্মদর্শনের অভাব সূচিত হয়। অতএব "প্রত্যক্ ও পরাক্" অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপে বৎসদ্বয়ের ভেদজ্ঞানবতী গো গোপীগণ এতদ্বিষয়ক মহিমজ্ঞানহীন বিধাতা অপেক্ষাও বরীয়ান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম ॥১১॥

"দক্ষিণায়াধুরি"—কর্ম্মফলসমূহের উপরিচর বিধি কর্তৃক—'মাতা" দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন জনগণ, অতঃপর সেই মায়াবৎসগণের পরীক্ষায়—"যুক্তা

(১) ঋঃ বেঃ সং—২।৩।১৫

স্বয়ং বৎসাঃ স্থাপিতাস্তাং ভুবং অমীমেৎ পরীক্ষিতবান্। তত-স্ত্রিষু যোজনেষু ব্যবহিতে দেশে বিশ্বরূপ্যং অপশ্যৎ বিশ্বরূপস্য ভাবো বিশ্বরূপং যদেব যোজনত্রয়ান্তরস্থেষু বৎসেষু রূপং তদেব কাৎস্ন্যেন ব্রজস্থেষ্ব পশ্যৎ। ততশ্চাস্য ইমে সত্যা উত তে ইতি সন্দেহ এবাসীৎ। গোগোপীবৎ বিশেষাব-ধারণে সামর্থ্যং নাসীদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

যে অর্ব্বাঞ্চস্তাঁ উপরাচ আহুর্যে পরাঞ্চস্তাঁ অর্ব্বাচ আহুঃ ॥
ইন্দ্রশ্চ যা চক্রথুঃ সোমতানি ধুরানযুক্তা রজসো বহন্তি ॥১৩॥(২)

অন্যেষাং বিপর্য্যয় এবাসীদিত্যাহ। যে ইতি। যে অর্ব্বাঞ্চঃ বৎসাদয়ঃ কৃষ্ণসৃষ্টাঃ তান্ উ নিশ্চিতং পরাচঃ পূর্ব্বান্ ব্রহ্মসৃষ্টা-

আসীৎ"—নিযুক্ত হইলেন। অর্থাৎ মায়া বৎস ও বৎসপালকগণ ইদানীং ব্রজে কিরূপ অবস্থায় আছে, ইহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন—"বৃজনীষু"—ব্রজস্থিতা জননীগণের সমীপে "গর্ভঃ"—বৎস-গণ—"অন্ত"—গর্ভের ন্যায় অতি নিকটে "অতিষ্ঠৎ"—অবস্থান করিতেছেন। "অনু"—তারপর—"বৎসঃ"—ভগবান্ বিষ্ণুর পুত্র ব্রহ্মা স্বয়ং যথায়—"গাং"—অপহৃত বৎসগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বৎসগণের সহিত ব্রজস্থিত মায়া-বৎসগণের তুলনা করিয়া—"অমীমেৎ" পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে—"ত্রিষু যোজনেষু"—তিন যোজন ব্যবহিত প্রদেশে—"বিশ্বরূপ্যং অপশ্যৎ"—বিশ্বরূপের ভাব অবলোকন করিলেন অর্থাৎ তিনি যে সকল গোবৎস ও বৎসপাল অপহরণ করিয়া যোজনত্রয়ান্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, ঠিক তাহারই অনুরূপ বৎস-

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়—২।৩।১৭

নাহুঃ॥ এবং যে পরাঞ্চ স্তে উ অর্ব্বাংচ আহুরিতি স্পষ্টার্থ-কানেবং বিপর্য্যয়েণাহুরত আহ। ইন্দ্র ইতি। যাযান্ ইন্দ্রঃ কৃষ্ণঃ চাৎ বিধাতা তৌ উভৌ চক্রথুঃ নির্ম্মিতবন্তৌ। পুরুষ, ব্যত্যয় আর্ষঃ। তানি তেষু যে অর্বাঞ্চ ইত্যুক্তম্। হে সোম সোমাভিমানিন বিষ্ণো ধুরাণযুক্তা রথাদিধুরি নিযুক্তা গবাদয় ইব রজসঃ বিপরীত-বুদ্ধিরূপং রজো বহতি নৃ-পশবঃ॥ ১৩॥

ও বৎসপাল সকল ব্রজধামের মধ্যে দর্শন করিলেন। অনন্তর 'এই গুলি সত্য, কি সেইগুলি সত্য' এইরূপ ঘোর সংশয় তখন ব্রহ্মার হৃদয়ে উপস্থিত হইল এবং গো-গোপীগণের ন্যায় ইহার বিশেষ অবধারণে সমর্থ হইলেন না॥১২॥

কেবল ব্রহ্মার নহে, অপর অনেকেরই এইরূপ বিপর্য্যয়ভাব উপস্থিত হইয়াছিল।—এই ঋকে তাহাই বিবৃত হইতেছে।—"যে অর্ব্বাঞ্চ"—যে সকল বৎসাদি শ্রীকৃষ্ণ-সৃষ্ট—"তান্ উ"—সেই সকলকেই—"পরাচ আহুঃ"—পূর্ব্বে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, বলিলেন এবং যে সকল "পরাঞ্চঃ"—ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট—"তান্ উ"—সেই গুলিকেই—"অর্ব্বাচঃ আহুঃ"—শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্ট বলিলেন অর্থাৎ পর-সৃষ্টকে পূর্ব্ব-সৃষ্ট এবং পূর্ব্ব সৃষ্টকে পরসৃষ্ট এইরূপ বিপর্য্যয়ভাবে স্পষ্টত নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।—"ইন্দ্রশ্চ"—শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মা উভয়েই—"যা চক্রথুঃ"—যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন—"তনি"—তাঁহাদের মধ্যে যে সকল শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্ট, তাহাদের সম্বন্ধেই—"হে সোম!"—হে সোমাভিমানী বিষ্ণো!—'ধুরাণযুক্তাঃ—রথাদির ধুরি নিযুক্ত গবাদির ন্যায় নরপশুগণই—"রজসঃ বহন্তি',—বিপরীত বুদ্ধিরূপ অজ্ঞান পাংশু বহন করিয়া থাকে॥১৩॥

যস্মিন্ বৃক্ষেমধ্বাদাসুপর্ণানি বিশন্তেসুবতেচাধিবিশ্বে।
যস্তেদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তন্নোন্নশদ্যঃ পিতরংনবেদ ॥১৪॥(৩)

সম্প্রব্রহ্মোত্তরেষু বৎসেষু কৃষ্ণাত্মসু প্রমাসংশয় বিপর্য্যয়াঃ, যে তু বৎসাদয়ো বর্ষমাত্রং নিরুদ্ধাস্তেষাং কা গতিঃ ইত্যত আহ। যস্মিন্ বৃক্ষ ইতি মধ্বাদা অন্নমশ্নন্তঃ সুপর্ণাঃ শোভনাঃ পতনাঃ কুর্দ্দনপরাঃ বালাঃ যস্মিন্ বৃক্ষে নিবিশন্তি বিশ্বে সর্ব্বে অধিসুবতে চ কৃষ্ণমাজ্ঞাপয়ন্তে চ ত্বমেব বৎসান্বেষণং কুরু বয়মত্রাস্মহে ইতি। তস্যৈব বৃক্ষস্য সমীপে যৎ পিপ্পলং স্বহস্তস্থমুপদংশফলং অগ্রে সম্বৎসরাৎপূর্ব্বং স্বাদু ইতঃ স্বাদ্বিত্যাহুঃ ততঃ পিপ্পলং অতীতেপি বৎসরে ন উন্নশৎ উৎকর্ষণং ন নষ্টম্। তত্র হেতু মাহ। য ইতি। যঃ পিতরং ন বেদ

কৃষ্ণাত্মক বৎসগণের সম্বন্ধে নিশ্চয়বোধের সংশয়-বিপর্য্যয় হউক, এক্ষণে যে সকল বৎসাদি একবৎসরকাল নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে,তাহাদের গতি কি হইল অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে।—"মধ্বাদঃ"—মধু বা অন্নভোজনকারী—"সুপর্ণাঃ"—শোভনাঙ্গ ও ক্রীড়াপর ব্রজবালকগণ—"যস্মিন বৃক্ষে"—যে বৃক্ষে—"নিবিশন্তে"—আরোহণ করিয়াছিলেন,—"বিশ্বে"—তাঁহারা সকলেই—"অধিসুবতে"—শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন যে—"ভাই, তুমি বৎস অন্বেষণে গমন কর, আমরা এখানে অবস্থান করি।"—"যস্য"—সেই বৃক্ষের সমীপে যে—"পিপ্পলং"—মুখ-রোচক দংশিত ফল—"অগ্রে"—সম্বৎসরের পূর্ব্বে যেরূপ—"স্বাদু"—সুস্বাদু ছিল, "ইৎ"—তদপেক্ষাও এখন কেমন সুস্বাদু রহিয়াছে, এইরূপ—"আহুঃ"—বলিতে লাগিলেন—"তৎ"—সেই পিপ্পল বৎসর অতীত

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়—২।৩।১৪

রূপাং অস্য ইন্দ্রস্য রীতিং ক্রিয়াং প্রকারং পরশোরিব কেবলং জীবনচ্ছেদকরীমালোচ্য অস্য ইন্দ্রস্য প্রত্যনীকং তদীয় ভাগহর্ত্তৃত্বেন শত্রুং পর্ব্বতং অস্য সপ্তবার্ষিকস্য বর্প্সঃ স্বরূপস্য ভুজে। ধৃতমিতি শেষঃ। অখ্যং অপশ্যং ন স্বয়ং পর্ব্বতং ধর্ত্তুং তদা বামবদ্দেহেন বৃদ্ধিং প্রাপেত্যর্থঃ॥ স চা সখ্যা গোপ-বৃন্দেন নিমিত্তেন যদি যদাপি তুমস্তং অন্নবন্তং ক্ষয়ং নিবাসমিব গোবর্দ্ধনমকরোৎ তদাবিশে প্রজায়ৈ প্রজানাং ভাগার্থং তত্র রত্নং জাতৌ যদুৎকৃষ্টং বস্তু তৎসর্ব্বং দধাতি নিদধাতি। কীদৃশ্যৈ বিশে, ভরহূতয়ে ভরস্য শৈলভারস্য হূতিরাহ্বানং অঙ্গীকরণং যস্যাঃ সা ভর হূতিস্তস্যৈ॥ ১৬॥

কার্য্য-প্রণালী—"পরশোরিব"—পরশুর ন্যায় জীবনছেদকারিণী দেখিয়া "অস্য"—এই ইন্দ্রের—"প্রত্যনীকং"—যজ্ঞভাগহরণকারী শত্রুস্বরূপ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত—"অস্য বর্প্সঃ ভুজে"—এই সপ্তবর্ষবয়স্ক বালকের হস্তে উদ্ধৃত হইয়াছে—"অখ্যং"—দেখিলেন। এই পর্ব্বত ধারণ করিতে সে সময় বালক শ্রীকৃষ্ণের বামনদেবের ন্যায় ক্ষুদ্র দেহ যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে। "সচা"—সখা গোপগণের নিমিত্ত—"যদিপি"—যে সময়ে শ্রীগোবর্দ্ধনকে "তুমস্তং"—অন্নবিশিষ্ট—"ক্ষয়ং ইব"—নিবাস-স্থানস্বরূপ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে—"ভরহূতয়ে"—যাঁহারা শৈলভার-বহনকারী শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই সকল—"বিশে"—প্রজা সাধারণের ভাগবিভাগের নিমিত্ত তথায়—"রত্নং দধাতি"—যাবতীয় উৎকৃষ্ট জাতীয় বস্তুই স্থাপন করিয়াছিলেন॥ ১৬॥

তমস্যরাজা বরুণস্তমশ্বিনাক্রতুং সচন্তমারুতস্য বেধসঃ ।
দাধার দক্ষমুত্তমমহর্বিদং ব্রজঞ্চ বিষ্ণুঃ সখিবাং
অপোর্ণুতে ॥১৭॥(৩)

তমস্যেতি। তং অস্য কৃষ্ণস্য ক্রতুং গিরিযজ্ঞং বরুণো রাজা তথা অশ্বিনৌ দেবৌ তং ক্রতুং সচন্ত অনুকৃতবন্তঃ। মারুতস্য জগতাং প্রাণস্য বেধসঃ বিশ্বস্রষ্টুঃ ইন্দ্রাদন্যেষাং দেবানাং স ক্রতুঃ সুখকরোভূদিত্যর্থঃ। যত্র নিমিত্তং দৃঢ়ং অহর্বিদং ক্রতোলর্ব্ধারং পর্ব্বতং উত্তমং দাধার বিষ্ণুঃ। হস্তেনেতি শেষঃ। ব্রজং তেনৈব অহর্বিদা শৈলেন অপোর্ণুতে আচ্ছাদয়তি যতঃ সখিবান্। মিত্রাণাং ত্রাণার্থমিত্যর্থঃ ॥১৭॥

'অস্য"—এই শ্রীকৃষ্ণের "তং ক্রতুং"—সেই গিরিযজ্ঞকে—"বরুণো রাজা"—জলাধিপতি বরুণদেব এবং—"অশ্বিনা"—অশ্বিদেবদ্বয়—"সচন্ত"—অনুকৃত করিয়াছিলেন ;—"মারুতস্য"—জগৎপ্রাণ পবনের এবং—"বেধসঃ"—বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার,—ফলতঃ দেবরাজ ইন্দ্র ভিন্ন অন্য সকল দেবতার পক্ষে সেই গিরিযজ্ঞ সুখকর হইয়াছিল। যেহেতু "বিষ্ণুঃ"—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—"সখিবান্"—সখাগণ-সমন্বিত হইয়া অথবা সখাগণকে সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত—"দক্ষং অহর্বিদং"—সুদৃঢ় যজ্ঞ-প্রাপক গিরিগোবর্দ্ধনকে—"উত্তমং দাধার"—উত্তমরূপে বামহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই গিরিরাজ দ্বারা—"ব্রজঞ্চ"—সমগ্র ব্রজধাম—"অপোর্ণুতে"—অচ্ছাদিত করেন ॥ ১৭ ॥

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।২।২৬

যঃ যৎ যস্মাৎ পিতরং সম্বৎসরমেবোক্তজনো ন জানাতি।
পিতৃশব্দশ্চ সম্বৎসরবাচী পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিমিত্যত্র
দৃষ্টঃ। সম্বৎসর মাত্রঃ কালো গোপানাং ক্ষণবদ্গত ইত্যুপ-
বৃংহণে স্পষ্টম্॥ ১৪॥

আগ্রাবভিরহন্যেভিরক্তুভির্বরিষ্ঠং বজ্রমাজিঘর্ত্তিমায়িনি।
শতং বা যস্য প্রচরন্ স্বেদনে সংবর্ত্তয়ন্তো বি চ
বর্ত্তয়ন্নহা॥১৫॥(১)

অথ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণমাহ। আগ্রাবভিরিতি। যস্য ইন্দ্রস্য স্বেদনে স্বকীয়ে গৃহে শতং শত সংখ্যা বা শব্দাধিকা বা সম্বর্ত্তং প্রলয়ং কুর্ব্বন্তঃ সাম্বর্ত্তকা নাম মেঘগণাঃ প্রচরন্ শব্দানু-

---

হইলেও—"ন উপ্রশৎ"—নষ্ট হইয়া যায় নাই, বরং স্বাদে উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ,—"যঃ পিতরং ন বেদ"—উহারা পিতৃশব্দবাচী সম্বৎসরকে জানিতে পারে নাই। সম্বৎসর পরিমিতকাল সেই গোপ-বালকগণের পক্ষে সামান্যক্ষণের মত বিগত হইয়া গেল॥ ১৪॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ লীলা বর্ণিত হইতেছে;—"যস্য স্বেদনে"—যাঁহার স্বকীয় গৃহে "শতং"—শতসংখ্যক বা সংখ্যাতীত—"সম্বর্ত্তয়ন্তঃ"—প্রলয়কারী সম্বর্ত্তক নামক মেঘগণ—"প্রচরণ্"—গভীর শব্দ করিয়া বিচরণ করিতেছে, তিনিই দেবরাজ ইন্দ্র।—"গ্রাবভিঃ"—প্রস্তর স্তূপরূপ—এস্থলে গোবর্দ্ধন গিরিবরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে;—সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দ্বারা—"অহন্যেভিঃ"—'আমিই সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর',—ইহার হেতু প্রদর্শনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র যজ্ঞ বিনাশ পূর্ব্বক গিরি যজ্ঞ

---

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৪।৩।২

চরন্তি স ইন্দ্রঃ। গ্রাবভিরিতি গ্রাব সমুদায়রূপ পর্ব্বতো লক্ষ্যতে। তেন অহন্যেভিঃ অহং ক্রতুং অর্হদ্ভি র্হেতুভিঃ। ঐন্দ্রমহমুৎসাদ্য পর্ব্বতমহে প্রবর্ত্তিতে সতীত্যর্থঃ। বরিষ্ঠ উরুতমং বজ্রং বজ্রপ্রায়ং বর্ষং মায়িনি মায়ামৃগীনর্ত্তকে কৃষ্ণে অক্তুভিঃ পুরাণতঃ সপ্তমী রাত্রিভিঃ পরিমিতেন কালেন আজিঘর্ত্তি সর্ব্বতঃ ক্ষরতি সপ্তরাত্র পর্য্যন্তং গোকুলোপরি কল্পান্তবর্ষসমং বর্ষং চকারেত্যর্থঃ। মায়ী তু অহা অহানি প্রক্রতুন্ বিবর্ত্তয়ন্ বিপরীতং বর্ত্তয়ন্ কুর্ব্বন্নেব আস্তে ইতি শেষঃ। তস্মাদ্বর্ষান্ন ভয়ং চকারেতি ভাবঃ॥ ১৫॥

তামস্যরীতিং পরশোরিব প্রত্যনীক মখ্যস্তুজে অস্যবর্পসঃ॥
সচা যদি পিতুমন্তমিবক্ষয়ং রত্নং দধাতি ভরহূতয়েবিশে॥১৬॥(২)

তামস্যেতি তাং মহতা বর্ষেণ ব্রজো নাশনীয় ইত্যেবং

প্রবর্ত্তিত করিলে, সেই ইন্দ্র—"বরিষ্ঠং বজ্রং"—অতি গুরুতর বজ্রপ্রায় বারিধারা—"মায়িনি"—মায়ামৃগীনর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণের উপর—"অক্তুভিঃ"—(পুরাণ মতে) সপ্তরাত্তি পরিমিতকাল—"আজিঘর্ত্তি"—সর্ব্বতোভাবে বর্ষণ করিতে থাকেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, গোকুলের চির-প্রচলিত ইন্দ্র যজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সপ্তমী রাত্রি পর্য্যন্ত গোকুলের উপর কল্পান্তবর্ষণের ন্যায় বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মায়ী শ্রীকৃষ্ণ—"অহা"—প্রসিদ্ধ ইন্দ্র যজ্ঞকে—"বিবর্ত্তয়ন্"—বিপরীতভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। ফলতঃ তাদৃশ ভয়ঙ্কর বর্ষণেও শ্রীকৃষ্ণ কোনরূপ ভীত হয়েন নাই॥ ১৫॥

"তাং অস্যরীতিং"—মহাবর্ষণ দ্বারা ব্রজবিনাশযোগ্যা এই ইন্দ্রের

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৪,৩২

স্তৌতিদ্বাভ্যাম্॥ আ গাব ইতি। গাবঃ আগ্মন্ আগতাঃ উত অপি চ ভদ্রং মম পট্টাভিষেকং চ অক্রন্ কৃতবত্যঃ॥ উভয়ত্র মন্ত্রে "ঘসেতি লেলু্ক্। গমহনজনেতি গমেরুপধায়া লোপঃ। সংযোগান্তস্য লোপশ্চোভয়ত্র।" অতঃপরং ভবত্যঃ গোষ্ঠে সীদন্তু উপবিশন্তু, অস্মে অস্মান্ রণয়ন্তু রময়ন্তু প্রজাবতীঃ প্রজাবত্যঃ পুরুরূপাঃ শ্বেতরক্তপাটলাদ্যনেক রূপবত্যঃ ইহ স্যুঃ ভবন্তু পূর্ব্বী দেবলোকশ্চ। ইন্দ্রায় সান্নায্যভোক্ত্রে নিত্যাগ্নিহোত্রেবাগ্নেঃ পূর্ব্বাহুতিঃ প্রজাপতেরুন্নরৈন্দ্রহুতমিতি শ্রুতেঃ। প্রত্যহং উষসঃ উষঃ কালান্। অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। দুহানাঃ দোহং দদত্যঃ। স্যুরিত্যপকৃষ্যতে॥ ২০॥

হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্তুতি করিতে লাগিলেন;—"গাবঃ"—হে সুরভিগণ! আপনারা—"আগ্মন্"—আগমন করিয়াছেন—"উত"—অপিচ আমার—"ভদ্রং"—অভিষেক-উৎসব—"অক্রন্"—সমাধা করিলেন; অতঃপর আপনারা—"গোষ্ঠে"—গোষ্ঠালয়ে—"সীদন্তু"—প্রবেশ করুন এবং—"অস্মে"—আমাদিগকে—"রণয়ন্তু"—সুখী করুন। আপনারা—"প্রজাবতী"—বহুসন্তানবতী ও "পুরুরূপাঃ"—শ্বেতরক্তপাটলাদি বহুরূপবতী;—আপনারা—"ইহ স্যুঃ"—এইস্থানে অবস্থিতি করুন। যেরূপ—"পূর্ব্বীঃ"—দেবলোকে—"ইন্দ্রায়"—সান্নায্য অর্থাৎ মন্ত্রপূত হবিঃ ভোক্তা ইন্দ্রের নিমিত্ত অথবা নিত্যাগ্নিহোত্রে অগ্নির পূর্ব্বাহুতির নিমিত্ত প্রত্যহ—"উষসঃ"—উষাকালে—"দুহানাঃ"—আপনারা দোহ (দুগ্ধ) দান করিতেন, সেইরূপ এই স্থানে থাকিয়াও দোহদান করুন॥ ২০॥

ইন্দ্রো যজ্বনে পৃণতে চ শিক্ষত্যুপেদ্দদাতিন স্বং মুষায়তি।
ভূয়ো ভূয়োরয়িমিদস্য বর্দ্ধয়ন্নভিন্নে খিল্যে নিদধাতি-
দেবয়ুম্॥ ২১ ॥ (৩)

ইন্দ্রমিতি। ইন্দ্রো দেবতা যজ্বনে যজনশীলায় পৃণতে দদতে চ যজমানায় শিক্ষতি কল্যাণং পন্থানং দর্শয়তি উপেৎ সমীপ এব অবিলম্বেনৈব দদাতি স্বং ক্রতুফলং ন তু মুষায়তি অব্যভিচারেণ ক্রতুফলপ্রদ ইত্যর্থঃ। ভূয়োভূয়োধিকং অস্য যজমানস্য রয়িং ধনং ইৎ এব বর্দ্ধয়ন্ তমেব দেবৈর্যৌতি সংযুজ্যত ইতি দেবয়ুস্তং দেবানাং ভক্তং অভিন্নে শক্রকৃতভেদ-রহিতে খিল্যে সমুদায়ে নিদধাতি। তস্মৈ সা জনায়াধিপত্যং দদাতীত্যর্থঃ॥ ২১ ॥

অনন্তর ইন্দ্রের স্তুতি করিতেছেন;—"ইন্দ্রঃ"—দেবরাজ ইন্দ্র 'যজ্বনে পৃণতে'—যজনশীলকে ফলদান করেন 'চ শিক্ষতি'—এবং কল্যাণপথ প্রদর্শন করেন;—'উপেৎ দদাতি'—সেই যজমানের সমীপে যজ্ঞীয়ফল অবিলম্বে দান করেন, কদাচ সেই—'স্বং'—যজ্ঞফল—'ন মুষায়তি'—অপহরণ করেন না। ফলতঃ তিনি অব্যভিচারে যজ্ঞফলপ্রদ। —'ভূয়োভূয়ঃ'—অত্যধিকরূপে—'অস্য'—এই যজমানের—'রায়ং ইৎ বর্দ্ধয়ন্'—ধনরাশিবর্দ্ধন করিয়া সেই—'দেবয়ুং'—দেবভক্ত যজমানকে—'অভিন্নে খিল্যে'—শত্রুকৃত ভেদরহিত নিখিল ভাবের মধ্যে—'নিদধাতি' —নিহিত করেন, অর্থাৎ সেই ইন্দ্র তাঁহাকে নিখিলজনের উপর আধি-পত্য প্রদান করেন॥ ২১ ॥

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৪।৬।৫২

তাবাং বাস্তূন্যুশ্মসিগমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥১৮॥ (৪)

এবং গবাং ত্রাণে কৃতে ভগ্নদর্পঃ ইন্দ্রঃ উপকৃতাঃ সুরভ্যাদয়ো গাবশ্চ প্রীতাঃ সন্তুয় ব্রজং প্রতি আগন্তুং প্রার্থয়ন্তে। তাবামিতি। তা তানি বাং যুবয়োঃ রাম-কৃষ্ণয়োর্বস্তুনি ক্রীড়াস্থানানি গমধ্যৈ গন্তুং উশ্মসি কাময়ামহে যত্র যেষু বাস্তুষু গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ মহাশৃঙ্গাঃ অয়াসঃ অয়ন্তি সংচরন্তি। অত্র অস্মিংল্লোকে অহ প্রসিদ্ধং তৎ উরুগায়স্য মহাকীর্ত্তেঃ বৃষ্ণঃ পরমানন্দবর্ষিণঃ পরমং মহৎপদং স্থানং ভূরি অত্যন্তং অবভাতি অবভাসতে ॥ ১৮ ॥

এইরূপে গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ধেনুযূথকেও রক্ষা করিলে হতদর্প দেবরাজ ইন্দ্র এবং সুরভি প্রভৃতি স্বর্ধেনুগণ সানন্দে ব্রজধামে আসিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।—"তা বাং"—সেই রামকৃষ্ণের—"বস্তূনি"—ক্রীড়াস্থান সমূহে—"গমধ্যৈ"—গমন করিবার নিমিত্ত—"উশ্মসি"—আমরা অভিলাষ করিতেছি।—"যত্র"—সেই ক্রীড়াস্থানে—"গাবঃ"—গোধন সকল—"ভূরি শৃঙ্গাঃ"—মহাশৃঙ্গবিশিষ্ট হইয়া—"অয়াস"—বিচরণ করিতেছে।—"অত্র"—এই লোকে এই ধরাধামে "তৎ"—সেই—"অহ"—প্রসিদ্ধ—"উরুগায়স্য বৃষ্ণঃ"—মহাকীর্ত্তিশালী পরমানন্দবর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের—"পরমং পদং"—মহৎস্থান—"ভূরি অবভাতি"—স্বীয় মহিমায় অত্যন্ত উদ্ভাসিত রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

(৪) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।২।২৪

ঋষভং মাসমানানাং সপত্নানাং বিষাসহিম্।
হন্তারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাম্॥ ১৯॥ (১)
আ গাবো অগ্মন্নুত ভদ্রমক্রন্তসীদন্তুগোষ্ঠেরণয়ংত্বস্মে।
প্রজাবতীঃ পুরুরূপা ইহ স্যুরিন্দ্রায় পূর্ব্বীরুষসো-
দুহানাঃ॥২০॥ (২)

এবং মনোরথং কৃত্বা তেষু ভূমাবাগতেষু ইন্দ্রং জ্যেষ্ঠত্বেন বহুমানয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ। ঋষভমিতি। হে ইন্দ্র মাং সমানানাং সজাতীনাং ক্ষত্রিয়াণামৃষভং শ্রেষ্ঠং কুরু সপত্নানাং শত্রূণাং বিষাসহিং যুদ্ধে সহনসমর্থং হন্তারং শত্রূণাং কৃধি। তথা বিরাজং বিশেষেণ রাজমানং কৃধি। তথা গোপতিং মাং গবাং চ বিরাজং কৃধি॥ ১৯॥

ততো গোভিরিন্দ্রেণ চ গবাং রাজ্যেভিষিক্তো বিষ্ণুস্তাঃ

এই অভিলাষ করিয়া সুরভী প্রভৃতির সহিত ইন্দ্রকে ভূব্রজে আগমন করিতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, দেবরাজের প্রতি জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে বহুসম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন—"হে ইন্দ্র!—"মা"—আমাকে—"সমানানাং" —সজাতীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে—"ঋষভং"—শ্রেষ্ঠ করুন।—"সপত্নানাং" —শত্রুগণের—"বিষাসহিং"—যুদ্ধে সহনসমর্থ অর্থাৎ সহিষ্ণু করুন;— "শত্রূণাং হন্তারং"—শত্রুগণের নিহন্তা করুন;—"বিরাজ"—আমাকে বিশেষরূপ শোভাশালী করুন; এবং—"গবাং"—গোযূথের মধ্যে আমাকে—"গোপতিং"—গোবিন্দরূপে অধিষ্ঠিত করুন॥ ১৯॥

অতঃপর সুরভিগণ ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক গোকুলের অধীশ্বররূপে অভিষিক্ত

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮।৮।২৪
(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৪।৮।২৫

হস্তে দধানোনৃম্ণাবিশ্বান্যমেদেবান্ধাদ্‌গুহানিষীদন্‌।
বিদন্তীমত্রনরোধিয়ংধাহৃদাযন্তষ্টান্মন্ত্রানশংসন্‌ ॥২৪॥ (১)

পূর্ব্বমন্ত্রোপন্যস্তস্যার্ব্বণো বধোঽত্রাপি শ্রূয়তে। হস্ত ইতি। হস্তে ভুজে বিশ্বানি সর্ব্বাণি নৃম্ণা বলানি দধানো হস্তেনৈব গুহা অশ্বস্য মুখগুহায়াং নিষীদন্‌ প্রবিশ্য স্থিরীভবন্‌ ততো মুখস্থে হস্তে বিবৃদ্ধিংগতে কর্কটীফলবৎ বিদীর্ণে চ কেশিনি দেবান্‌ অমে সুখে ধাৎ অদধৎ। এতচ্চ ভাগবতে দ্রষ্টব্যং। (ক)

ত্রাণ করেন, সেই অগ্নির মধ্যে—"অভ্যুপয়ন্তি" সর্ব্বতোভাবে নিপতিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অমনি সেই দাবানল পান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। ইহাতে উক্ত ধেনু সকলের অরোগাদিও উপলক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের নির্ভয়ত্বের হেতু কথিত হইতেছে।—'উরুগায়ং'—এইরূপ মহাকীর্ত্তিশালী শ্রীকৃষ্ণকে—'অভয়ং'—নির্ভয় অবলোকন করিয়া—'তস্য মর্ত্তস্য যজ্বনঃ'—সেই ভূব্রজের যজনশীল শ্রীনন্দাদির—'তাঃ গাবঃ'—সেই ধেনুসকল—'বিচরন্তি'—নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে যে অর্ব্বা অর্থাৎ কেশীদৈত্যবধের বিষয় সূচিত হইয়াছে, এই মন্ত্রে তাহা আরও স্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে;—ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ—"হস্তে বিশ্বানি নৃম্ণা দধানঃ'—স্বীয় হস্তে অসুর-নাশিনী সমস্ত শক্তি ধারণ করিলেন, অনন্তর সেই হস্ত—'গুহা'—অশ্বরূপী অসুরের মুখ-বিবরে—'নিষীদন্‌'—প্রবেশ করাইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিলেন, পরে মুখমধ্যস্থ হস্ত বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত করিলে, তাহার মুখ-গহ্বর কর্কটী ফলের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে কেশীদৈত্য নিধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ—'দেবান্‌'—দেবগণকে—'অমেধাৎ'—সুখ-সাগরে নিমগ্ন করি-

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ১।৫।১১
(ক) ১০।৩৭ অধ্যায়ে।

বিদন্তীতি। যম্ এনং সুখয়িতারম্ অত্র ভক্তৌ বিদন্তি লভন্তে নরো মনুষ্যাঃ যে ধিয়ংধাঃ বুদ্ধিং ধারয়ন্তঃ নিগৃহ্নন্তো যোগিনঃ যদনুগ্রহাৎ হৃদা মনসৈব তষ্টান্ পরিচ্ছিন্নান্ মন্ত্রান্ অশংসন্ হিরণ্যগর্ভাদ্যাঃ শিষ্যেভ্যঃ অকথয়ন্। যথোক্তং তেন ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে (খ) ইতি ॥ ২৪ ॥

স জিহ্বয়া চতুরনীক ঋঞ্জতে চারুবসানো বরুণো যতন্নরিম্।
ন তস্যং বিদ্মপুরুষত্বতাবয়ং যতো ভগঃ সবিতাদাতিবার্যম্ ॥২৫॥(২)

পূর্ব্বমন্ত্রে সূচিতঃ অগ্নিভয়াভাবহেতুঃ। তং প্রকটন্ কৃষ্ণ-কৃতমগ্নিপানং প্রদেশান্তরস্থেন মন্ত্রেণাহ। স জিহ্বয়েতি।

লেন। (এ বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে—১০স্ক, ৩৭শ, অধ্যায়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।)—'যং'—যাঁহাকে অর্থাৎ এই সুখ-প্রদাতাকে—'অত্র'—এই ভক্তিমার্গে যাঁহারা—'বিদন্তি'—বিদিত হন বা লাভ করেন সেই—'নরঃ'—মনুষ্যগণই—'ধিয়ং ধাঃ'—সদ্বুদ্ধি ধারণ করেন অর্থাৎ তাঁহারাই বিশেষ বুদ্ধিমান্। যোগীগণ যাঁহার অনুগ্রহে—'হৃদা'—মনের দ্বারা—'তষ্টান্'—পরিচ্ছন্ন মন্ত্র সকল—'অশংসন্' পরিব্যক্ত করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হিরণ্যগর্ভাদি শিষ্যগণের প্রতি এই সকল মন্ত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্ক, ১ম, অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে' ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে যে শ্রীকৃষ্ণের দাবানল ভক্ষণ-লীলা সূচিত হইয়াছে, এই মন্ত্রে তাহারই হেতু বিবৃত হইতেছে;—'সঃ'—সেই মায়ী, যাঁহার উপর ইন্দ্র সাম্বর্ত্তক নামক মেঘগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই মায়া-মনুষ্যদেহধারী শ্রীকৃষ্ণ দাবাগ্নিরূপী অসুরের বিনাশ সাধনে—'চতুরনীকঃ'

(খ) ১।১।১ ভাগবতে।
(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৪।৩।২

ন তানশন্তি ন দভাতি তস্করো নাসামামিত্রো ব্যথিরাদ ধর্ষতি।
দেবাংশ্চযাভির্যজতে দদাতি চ জ্যোগিত্তাভিঃ সচতে
গোপতিঃ সহঃ ॥২২॥ (৪)

ততো নির্ভয়াঃ গাবঃ আসন্নিত্যাহ। নতানশন্তীতি। তাঃ গাবো ন নশন্তি তস্করশ্চ তাঃ গাঃ নদভাতি নাভিভবতি অমিত্রঃ অমিত্র প্রভবো ব্যথিঃ পীড়া আসাম এতাঃ গান আদধর্ষতি ন ভীষয়তি যাভিঃ যৎপ্রস্রব পয় আদিভিঃ দেবান্ যজতে তথা দদাতি চ দক্ষিণাত্বেন তাভিঃ গোভিঃ জ্যোক্ নিরন্তরং গোপতিঃ সর্ব্বোপি গোমান্ সন্ ইৎ সঙ্গতো ভবত্যেব ॥ ২২ ॥

এই ঘটনার পর গোসকল অতিশয় নির্ভয় হইয়াছিল, এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইতেছে;—'তাঃ ন নশন্তি'—সেই গোধনসকল বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, এবং—'তস্করঃ ন দভাতি'—চোরও তাহাদিগকে অপহরণ করে না;—'অমিত্রঃ ব্যথিঃ'—অমিত্র-প্রভব অর্থাৎ শত্রুজন-প্রভব পীড়া—'আসাং ন আদধর্ষতি'—উহাদিগকে ব্যথিত বা ভীত করে না; পরন্তু—'যাভিঃ'—যাহাদের প্রস্রব দুগ্ধাদি দ্বারা—দেবান্ যজতে' —দেবগণের যজন করা হয় এবং—'দদাতি চ'—দক্ষিণারূপে দান করা হয়—'তাভিঃ'—সেই গোগণ কর্ত্তৃক—'জ্যোক্'—নিরন্তর—'গোপতিঃ' —শ্রীগোবিন্দেরই—'সহঃ সবতে'—প্রভাব বা মহিমা সেবিত হইয়া থাকে। অথবা গোস্বামিক যজমান সকল প্রভূত গোসম্পন্ন হইয়া সেই শ্রীগোবিন্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

(৪) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৪।৬।২৫

নতা অর্বা রেণুককাটো অশ্নুতে ন সংস্কৃতত্রমুপয়ন্তি তা অভি ॥
উরুগায়মভয়ং তস্য তা অনুগাবো মর্ত্তস্য বিচরন্তি

যজ্বনঃ ॥২৩॥ (৫)

নতা অর্ব্বেতি। তা: গাঃ অর্ব্বা হয়রূপী কেশী নাম অসুর: রেণুককাটঃ রেণুনা ককাটয়তি অতিশয়েন আবৃণোতি নভোগর্ভ ইতি রেণুককাটঃ। ন অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি বশীকর্ত্তুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। তস্য গোযূথে প্রবিষ্যমাত্রস্য কৃষ্ণেন নাশিতত্বাৎ। তথা তাঃ গাবঃ সংস্কৃতত্রং সংস্কৃতেনৈব হবিরাদিনা তৃপ্তঃ সন্ ত্রায়ত ইতি সংস্কৃতম্ অষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কারবন্তং ত্রায়ত বা ইতি সংস্কৃতত্রোগ্নিঃ তং প্রতি তা অভ্যুপয়ন্তি ন চ বাড়বাগ্নৌ পতন্তীত্যর্থঃ। কৃষ্ণেনৈব বাড়বাস্যাপি পীতত্বাৎ। এতচ্চারোগাদেরপ্যুপলক্ষণম্। নির্ভয়ত্বে হেতুমাহ। উর্ব্বিতি। উরুগায়ং মহাকীর্ত্তিম্ অভয়ং ভয়হীনমনুলক্ষ্য তস্য মর্ত্তস্য যজ্বনো নন্দাদের্গাবো বিচরন্তি ॥ ২৩ ॥

এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হয়রূপী কেশীদৈত্যবধ ও দাবানল ভক্ষণ লীলা সূচিত হইয়াছে ;—"তাঃ"—সেই গোসকলকে—"অর্ব্বা"—অশ্বরূপী কেশী নামক অসুর—"রেণুককাটঃ"—ধুলিপটল দ্বারা নভোগর্ভ পর্য্যন্ত অতিশয় আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল; "ন অশ্নুতে" তাহাকে কেহ বশীভূত করিতে সমর্থ হয় নাই ; কিন্তু সেই অসুর গোযূথে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন—"ন তাঃ"—এবং সেই ধেনুসকল—"সংস্কৃতত্রং—সুসংস্কৃত হবিঃ প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্ত হইয়া যিনি ত্রাণ করেন কিম্বা যিনি ৪৮ আটচল্লিশ প্রকার সংস্কারবান্ ব্যক্তিকে

(৫) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৪।৬।২৫

বিজস্তৈরিতি, এবমসন্তোজাতোজস্তৈরসুরৈ র্হেতুভির্বিশেষেণ দয়তে তৈঃ পীড়িতলোকং পালয়তি। অতো মহান্ কারুণি-কোঽয়মেব শরণীকরণীয় ইতি ভাবঃ॥ ২৬॥

উপেদমুপপর্চ্চনমাসুগোষুপপৃচ্যতাম্।
উপঋষভস্য রেতস্যুপেন্দ্র তব বীর্য্যে॥ ২৭॥ (২)

উপেদমিতি। হে উপেন্দ্র তব বীর্য্যে জাগ্রত্যপি সতি আসু গোষু ইদম্ উপপর্চ্চনং নিহিতস্য গর্ভস্য বিনাশার্থং পুনঃ ঋষভাসুরেণ ক্রিয়মাণং রেতঃ সেচনম্ পৈপৃচ্যতাং উপেত্য

প্রাপ্ত হইয়া—'স্থিরা বিদয়া'—যেরূপ স্থির পায়সাদি অন্ন জিহ্বাকে প্রাপ্ত হইয়া নিঃশেষিত হয় সেইরূপ—'রিশক্তি'—নিঃশেষে বিলয় প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অতি শিশু হইয়াও সেই অসুররূপী দাবানলকে জিহ্বা দ্বারা পায়সান্নের ন্যায় অনায়াসে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ইহার কারণ এই যে,—'জস্তৈঃ'—অসুরগণের অত্যাচার হেতু তিনি—'বিদয়তে' —বিশেষরূপ দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি এইরূপে দুস্কৃত অসুরপীড়িত লোককে দয়া করিয়া পালন করেন। অতএব ইনি যখন এতাদৃশ মহাকারুণিক, তখন ইহার শরণ গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য॥২৬॥

অনন্তর বৃষভাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ধেনু সকল শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ ব্যাকুলভাবে নিবেদন করেন, এই মন্ত্রে তাহা পরিব্যক্ত হইতেছে ;—'হে উপেন্দ্র!'—হে শ্রীকৃষ্ণ!—'তববীর্য্যে'—আপনার প্রভাবে জাগ্রত অর্থাৎ সাবহিত থাকিলেও—"ঋষভস্য রেতসি"—বৃষভাসুরের রেতঃসেক নিমিত্তভূত হইয়া অর্থাৎ আমরা গর্ভবতী ধেনু, আমাদের গর্ভনাশ করিবার উদ্দেশ্যে বৃষাসুর কর্ত্তৃক—'আসু গোষু'—সগর্ভা ধেনু

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৪।৬।২৫

কথং সমৃষ্টং জায়তাম্। উপশব্দো পাদপূরণার্থো। ঋষভস্য রেতসি নিমিত্তভূতে সতি ॥ ২৭ ॥

প্রণেমস্মিন্দদৃশে সোমো অন্তর্গোপানেমমাবিরস্থাকৃণোতি।
স তিগ্মশৃঙ্গং বৃষভং যুযুৎসন্ দ্রুহস্তস্থৌ বহুলেবদ্ধো

অন্তঃ ॥২৮॥ (৩)

ইত্থং গোবচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণেন কৃতো বৃষভবধঃ প্রদেশান্তরে শ্রূয়তে। প্রণেমস্মিন্নিতি। যোঽন্তর্গোপাঃ অন্তর্য্যামিন্ নেমস্মিন্ অর্দ্ধে প্রপঞ্চে স্থাবরঃ সোমো নাম তৎপোষকঃ প্রদদৃশে প্রকর্ষেণ দৃষ্টো বেদে সোম ঔষধীনামধিপতিরিত্যাদৌ। যশ্চ নেমম্ অর্দ্ধং প্রপঞ্চম্ অস্থা জঙ্গমত্বেন আবিঃ কৃণোতি বিস্পষ্টয়তি সোঽন্তর্গোপাস্তিগ্মশৃঙ্গং বৃষভং বৃষভাসুরং যুযুৎসন্

সকলের প্রতি পুনরায় ;—ইদং উপপর্ব্বনং—রেতঃ সেক ক্রিয়া অর্থাৎ এই গর্ভাধান ক্রিয়া—'উপপৃচ্যতাং'—সমুপস্থিত হইয়া কিরূপ ঘোর অনিষ্টোৎপাদন করিতেছে ॥ ২৭ ॥

সগর্ভা গাভীগণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃষভাসুরকে নিহত করেন। এই মন্ত্রে তাহাই বিবৃত হইতেছে ; যিনি —'নেমস্মিন্'—এই অর্দ্ধপ্রপঞ্চে—'সোমঃ'—স্থাবর সোমনামে অর্থাৎ বেদোক্ত ওষধিগণের অধিপতি ও তৎপোষকাদিরূপে—"প্রদদৃশে"— প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, এবং যিনি—'নেমং'—অর্দ্ধপ্রপঞ্চকে— 'অস্থা'—জঙ্গমরূপে—'আবিঃ কৃণোতি'—প্রকটিত করিয়াছেন—'সোঽন্ত-র্গোপাঃ' —সেই অন্তর্যামী গোপালক শ্রীকৃষ্ণ—'তিগ্মশৃঙ্গং বৃষভং'—তীক্ষ্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট বৃষাসুরকে,—'যুযুৎসন্দ্রুহঃ'—যুদ্ধকামী হইয়া যুদ্ধে হত করিয়া

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮।৭।৬

সমায়ী যস্যোপরি ইন্দ্রেণ সাম্বর্ত্তকো মেঘগণঃ প্রেরিতঃ স দাবাগ্নিরূপিহংগোসুরস্য বিনাশে চতুরনীকোপি চত্বারি পৃথিব্যপ্তেজো বায়্বাত্মকানি অনীকানি সৈন্যানীব প্রতিপক্ষ ক্ষয়কারণানি সন্ত্যস্য চতুরনীকঃ। তথাহি। বহুভিঃ পাংশুভিরদ্ভির্ব্বা তীব্রবায়ুনা বা দিব্যার্চ্চি মদগ্নিঃ শাম্যতীতি প্রসিদ্ধম্। আসুরোগ্নি দৈবেনাগ্নিনা শময়িতুং যুক্তঃ, মাহেশ্বরোজ্বর ইব বৈষ্ণবেন জ্বরেণ। অথাপি ভক্তেষ্বত্যন্ত বাৎসল্যাৎ স্বস্য জিহ্বয়ৈব অরিম্ আসুরমগ্নিম্ ঋঞ্জতে হিনস্তি। কীদৃশঃ। চারুবসানঃ রম্যং মনুষ্যশরীরং দধান ইত্যর্থঃ। ভক্তান্ গোপাদীন্ স্বীয়ত্বেন বৃণানঃ যতন্ যতমানঃ তস্য এবম্বিধস্য পুরুষত্বতা পৌরুষাণি। দ্বিতীয়ো ভাবপ্রত্যয়ঃ ছান্দসঃ। বয়ং ন বিদ্ম ন জানীমঃ। যতো মানুষেষ্বদৃষ্টমপি দাবাগ্নিপানং করোতি।

—ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্ভূতাত্মক অনীক অর্থাৎ প্রতিপক্ষক্ষয়কারী সৈন্য বিশিষ্টের ন্যায় হইলেন। উক্ত ভূতচতুষ্টয় দ্বারা যে আসুরাগ্নি প্রশমিত হয়, এ বিষয়ে শ্রৌত প্রমাণও দৃষ্ট হয়। যথা—'বহুভিঃ পাংশুভিরদ্ভির্বা' ইত্যাদি। আসুরাগ্নি দৈবাগ্নি দ্বারা প্রশমিত হওয়াই সঙ্গত। যেহেতু, মাহেশ্বর জ্বর, বৈষ্ণব জ্বর দ্বারাই প্রশমিত হইয়া থাকে। অনন্তর তিনি ভক্তজনের প্রতি অতিশয় বাৎসল্যপ্রযুক্ত—'চারুবসানঃ'—রমনীয় দেহধারণ করিয়া—'জিহ্বয়া'—স্বীয় রসনা দ্বারা —'অরিং ঋঞ্জতে'—সেই আসুরাগ্নিকে বিনাশ করিলেন অর্থাৎ সেই দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন। এবং—'বরুণঃ যতন্'—ভক্ত গোপাদিকে অতি নিজজনরূপে বরণ করিতে যত্নবান হইলেন—'তস্য'—তাঁহার এইরূপ—'পুরুষত্বতা'—পৌরুষসকল—'বয়ং ন বিদ্ম'—আমরা

যতো যদনুগ্রহাৎ ভগো ভগবান্ সবিতা সূর্য্যো বার্য্যং বারি। স্বার্থে ষ্যঞ্। দাতি দদাতি। যদ্বা কৃষ্ণং ত ইমেত্যস্যানন্তরং মন্ত্র উদাহার্য্যঃ ॥ ২৫ ॥

সদ্যোজাতস্য দদৃশানমোজোযদস্যবাতো অনুবাতি শোচিঃ।
বৃণক্তিতিগ্মামতসেষু জিহ্বাংস্থিরাচিদন্নাদয়তে বিজম্ভৈঃ॥২৬॥(১)

সদ্যোজাতস্যেতি। সদ্যোজাতস্য শিশোরেব কৃষ্ণস্য ওজঃ সামর্থ্যং দদৃশানং দদৃশে। দৃষ্টপূর্ব্বমিত্যর্থঃ। যচ্ছোচিঃ জ্বালা-জালম্ অতসেষু শুষ্কতৃণেষু বাতোনুবাতি সম্বর্দ্ধয়তি। ততঃ অস্য শিশোস্তিগ্মাং জিহ্বাম্। অনু ইত্যনুকৃষ্যতে। তেন তাং প্রাপ্যেত্যর্থঃ বৃণক্তি বিচ্যতে। নশ্যতীত্যর্থঃ। স্থিরাচিদন্না যথা স্থিরং পায়সাদ্যন্নং তদ্বদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ। দয়তে

জানিতে সক্ষম নহি ;—'যতঃ'—যেহেতু মনুষ্যগণের মধ্যে যাহা কখন দেখা যায় না, তিনি এমন অলৌকিককর্ম্ম করিলেন, অর্থাৎ দাবানলকে অনায়াসে পান করিলেন। যাঁহার অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত—'ভগঃ সবিতা'—ভগবান্ সূর্য্যদেবও—'বার্য্যং দাতি'—তখন বৃষ্টিধারা দান করিলেন। এই মন্ত্র ভিন্ন, ইহার পরবর্ত্তী—'কৃষ্ণং ত ইমেতি'—মন্ত্রও এস্থলে উদাহৃত হইতে পারে ॥ ২৫ ॥

"সদ্যোজাতস্য"—সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় অর্থাৎ অতিবালক শ্রীকৃষ্ণের —'ওজঃ দদৃশানং'—তেজ বা সামর্থ্য ইতিপূর্ব্বে পরিদৃষ্ট হইয়াছে ;— 'যৎ শোচিঃ'—যে অগ্নিরাশিকে—'অতসেষু'—শুষ্ক তৃণাদির মধ্যে— 'বাতঃ অনুবাতি'—বায়ু ক্রমশঃ বিবর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই অগ্নিরাশি —'অস্য'—এই বালক শ্রীকৃষ্ণের—'তিগ্মাং জিহ্বাং'—সুতীক্ষ্ণ জিহ্বাকে

---

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৫।৭

যোদ্ধু্মিচ্ছন্। ক্রুদ্ধো ক্রুদ্ধন্ তস্থৌ যুদ্ধেন হত্বা স্থিতোভূদিত্যর্থঃ। কীদৃশোসৌ। বহুলে মহতি জনে সংসারে অন্তঃ-হৃদয় পুণ্ডরীকরূপে উপাধৌ বদ্ধমায়য়া রুদ্ধোস্তি। যোঽয়মন্তর্য্যামী জগদ্ধেতুঃ স এব জীববাবং প্রাপ্তান্ স্বপ্রতিবিম্বান্ স্থাবরজঙ্গমান্ পাতীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

অজো নক্ষাংদাধার পৃথিবীং তস্তম্ভদ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ।
প্রিয়াপদানি পশ্বোনিপাহি বিশ্বায়ুরগ্নেগুহাগুহঙ্গাঃ ॥২৯॥ (১)

অথাঘাসুরগ্রস্তমাত্মানং গোপজনো নিবেদয়তি। অজো নক্ষামিতি। যথা বিষ্ণুঃ পৃথিবীং মহতীং ক্ষাং ভুবং দাধার দধার। দ্যাং চ তস্তম্ভ মন্ত্রেভিঃ মন্ত্রৈঃ স্বীয়ৈর্বিচারৈ র্বলি-বন্ধনার্থং কৃতৈঃ সত্যৈর্নিমিত্তভূতৈঃ। এবময়মসুরোস্মান্ গ্রসিতুম্

'তস্থৌ'—বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনিই এই সংসারে—'বহুলে'—নিখিল জীবের—'অন্তঃ'—অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে'—বদ্ধঃ'—মায়াবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। ফলতঃ যিনি এই অন্তর্য্যামী জগৎ কারণ, তিনিই জীবভাবপ্রাপ্ত স্বপ্রতিবিম্বস্বরূপে নিখিল স্থাবর জঙ্গমকে রক্ষা করিতেছেন, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ২৮ ॥

অনন্তর অঘাসুরগ্রস্ত গোপগণ আত্মনিবেদন করিতেছেন ;—'অজঃ ন'—যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণু—'পৃথিবীং ক্ষাং'—বিপুলা ধরণীকে—'দাধার' —ধারণ করিয়াছিলেন এবং—'দ্যাং'—অন্তরিক্ষকে—'সত্যৈঃ মন্ত্রেভিঃ'—অবিতথ অর্থ-বিশিষ্ট বা নিমিত্তভূত মন্ত্রসমূহ দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় বিচার বুদ্ধি দ্বারা বলিকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত ভূত কার্য্য দ্বারা—'তস্তম্ভঃ'—স্তম্ভন করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই অসুর আমাদিগকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ১।৫।১১

অধরেণ হন্বা ভুবমাক্রম্য ঊর্দ্ধহন্বা দিবমুত্তভ্যাস্তো অতস্তং প্রিয়াঃ প্রিয়াণাং গোপানাং পশ্বঃ পশূনাং চ পদানি মার্গে গমনচিহ্নানি নিলীনানি সর্ব্বেষামসুরমুখে প্রবিষ্টত্বাৎ নিপাহি। অর্থাদর্ভকানেব। নিপাহীত্যস্য হীনানুপলভ্য ত্রাহীত্যর্থঃ। তত্রোপায়মাহ। বিশ্বেতি। বিশ্বায়ুর্বিশ্বস্য জীবনপ্রদাতা ত্বম অগ্নে জীবরূপেণাস্তঃ প্রবিষ্টগুহায়াং গুহং গূঢ়ং যথাস্যাত্তথা গাঃ গচ্ছেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। অস্য বৃক্ষাদিনা বধেহন্তর্গতানাং বধঃ স্যাৎ। অতোস্যান্তঃ প্রবিশ্য ইতোভ্যধিকয়া স্বশরীর বৃদ্ধ্যা এনং বিদারয়েতি। তচ্চ তথৈব চকার ভগবান্। অতএব বাক্যশেষে সমেব ধীরাঃ সংমায় চক্রুরিতি তচ্ছরীরস্য সদ্মাকারত্বং শ্রূয়তে। পুরাণে চ তস্য গোপক্রীড়াস্থানং স্মর্য্যতে।

নিম্নহনু ভূতলে স্থাপন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ হনু অন্তরিক্ষে ধারণ করিয়াছিল। তাহাতে সকলে অসুরমুখে প্রবিষ্ট হওয়ায়—'প্রিয়াঃ'—প্রিয় সখা গোপবালকগণের এবং—'পশ্বঃ'—পশুগণের—'পদানি'—পথে পথে গমন চিহ্নসকল যাহাতে নিলীন না হয়,—"নিপাহি"—তাহারই উপায় বিধান কর অর্থাৎ শিশুগণকে এই অসুর অপেক্ষা হীনবল জানিয়া রক্ষা কর। যেহেতু তুমিই—'বিশ্বায়ুঃ'—বিশ্বজীবন-প্রদাতা—'হে অগ্নে!'—তুমিই জীবরূপে অন্তঃ প্রবিষ্ট—'গুহায়াং'—হৃদয়-রূপ গুহায়—"গুহং"—গূঢ়রূপে —"গাঃ"—গমন কর। অর্থাৎ বৃক্ষাদি দ্বারা উহাকে বধ করিলে, এই বধব্যাপার প্রকৃত বধের অন্তর্গত হইয়া পড়ে, অতএব উহার অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক উহা অপেক্ষা অত্যধিকরূপে নিজের শরীর বর্দ্ধিত করিয়া উহাকে বিদীর্ণ কর; ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার দেহ যে প্রকাণ্ড ঘরের মত হইয়াছিল। এ বিষয়ে শ্রুতি

তদেব সূয়বসাদিত্যাদিনা গ্রন্থেন গবাং লালনপালনাদিক-মুক্তং ॥ ২৯ ॥

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেক পদীদ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুসী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥৩০॥ (২)

সম্প্রতি বয়ঃসন্ধিগতস্য ভগবতো গোপীবিনোদাদিরনুগ্রহ উচ্যতে। গৌরীরিত্যাদিনা পূর্ব্বমন্ত্রে ঋচোঅক্ষরে ইত্যত্রাক্ষরত্বেনোক্তঃ সহস্রাক্ষরা বাক্‌দেবতা রূপাঃ পরমে ব্যোমন্ তীরতরোরুচ্চপ্রদেশে স্থিত্যা গৌরীঃ পতিম্বরাঃ কন্যামিমায় নিনিন্দেত্যর্থঃ। কথম্। সলীলানি তক্ষতী ত্বং যদি বভূবুষী অসি তর্হি একপদীত্যাদিনবপদী ভবত্যস্তং। জাত্যভিপ্রায়েণৈকবচনান্তং। অয়মর্থঃ। যতঃ নগ্নীভূয় তীর্থজলানি স্পৃশন্তী স্ত্রী তীর্থশক্তিং ক্ষিণোতীতি যূয়ং চ সর্ব্বাস্তথাভূতাঃ স্বাপরাধজেন দোষেণাভিভূতাস্থঃ। যদি চ তৎপরিহারেণ ভবতীনা-

---

প্রমাণও দেখা যায়—"সমেব ধীরাঃ সংমায় চক্রুরিতি।" শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণেও এ বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

সম্প্রতি বয়ঃসন্ধিগত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোপী-বিনোদনাদি অনুগ্রহের বিষয় বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্ব মন্ত্রে "ঋচো অক্ষরে" বলিয়া যিনি অভিহিত হইয়াছেন সেই অক্ষররূপে উক্ত—"সহস্রাক্ষরা"—বাক্‌দেবতারূপ শ্রীকৃষ্ণ—"পরমে ব্যোমন্"—যমুনা-তীরবর্ত্তি কদম্ব তরুর উচ্চ প্রদেশে অবস্থান করিয়া—"গৌরীঃ"—পতিকামনাপরা গোপাঙ্গনা গণকে—"মিমায়"—এই বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন যে তোমরা—"সলিলানি তক্ষতী"—নগ্নাবস্থায় তীর্থ জল স্পর্শ করিয়া ভাল কায কর নাই, যেহেতু স্ত্রীলোক

---

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।৩।২২

মৈশ্বর্য্যেচ্ছাস্তি তর্হি নগ্না এব সত্যঃ এক পত্যো ভবত একং পদং বহিরাগচ্ছতেত্যর্থঃ। তথা কৃতেষু পুনর্দ্বিপদীভবেত্যাহ॥ এবং নবপদীত্যন্তমুক্তে তাস্তৎবচনমলঙ্ঘয়ন্তস্তথৈব কৃত্যা বস্ত্রাণি পরিদধুঃ উপবৃংহণে তু ব্যোমস্থত্বং বস্ত্রাণি হরত এব উক্তম্। অতো নবপদ্যনন্তরং বস্ত্রাণি দদাবিত্যপি যোজ্যম্॥ ৩০॥

ওর্ব্বপ্রা অমর্ত্যানিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ॥ ৩১॥ (১)

এবং বিপ্রলব্ধানামপি তাসামাত্মন্যনুরাগমালক্ষ্য শারদিকাসু রাত্রিষু তাভ্যো রতিমদাৎ। তত্র রাত্রিং বর্ণয়ত্যৃষিঃ।

বীর্যশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া থাকে, সুতরাং তোমরা সকলে এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়া—"বভূবুসী"—স্ব স্ব অপরাধ-জনিত দোষে অভিহিতা হইয়াছে। যদি সেই দোষ পরিহারের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ঐ নগ্নাবস্থাতেই তোমরা—"একপদী দ্বিপদী, চতুষ্পদী, অষ্টপদী নবপদী ভবতঃ"—জল হইতে তীরের দিকে একপদ অগ্রসর হও;— ব্রজাঙ্গনারা সেইরূপ করিলে পুনরায় বলিলেন—'দ্বিপদা'—দুইপদ এস। এইরূপে নয়পদ পর্য্যন্ত আসিতে বলিলে তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য লঙ্ঘন না করিয়াই সেইভাবে গমন পূর্ব্বক বৃক্ষস্থিত স্ব স্ব বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরিধান করেন॥৩০॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, সেই বিপ্রলব্ধা ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়ে প্রবল অনুরাগ দর্শন করিয়া শারদীয়া রজনীতে মহারাসলীলা ছলে তাঁহাদিগকে অভীপ্সিত রতিদান করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রে ঋষি সেই রাত্রির

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮।৭।১৪

ওর্ব্বপ্রা ইতি। হে রাত্রি ত্বং দেবী দীব্যন্তী অমর্ত্যা অমানুষী ত্বং ওরু অন্তরীক্ষং তেন তৎস্থা ইন্দ্রবায়াদ্যাঃ লক্ষ্যন্তে। তান্ যথা নিবতো নিহীনং স্থানং যেষামস্তি তান্ নিবতো ভূচরান্ এবং উদ্বতো দেবগন্ধর্ব্বাদীংশ্চ অপ্রাঃ প্রতীতবত্যসি, যতো ভবতী জ্যোতিষা চান্দ্রেন তমো বাধতে জ্যোৎস্নাবত্যো রাত্রয় স্ত্রৈলোক্যমানন্দয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুর্ন দিদ্যুত্বেষপ্রতীকা।
য মো হ জাতো যমোজনিত্বং জারঃ কনীনাং
পতির্জনীনাম্ ॥৩২॥ (২)

সেনেবেতি। যমোঽগ্নিরূপোঽন্তর্য্যামী জাতোতীতোর্থঃ সর্ব্বোপি স এব। এবং জনিত্বং জনয়িতব্যমপি স এব। অতঃ

কথাই বর্ণনা করিতেছেন—"হে রাত্রি! তুমি—"দেবী"—দেদীপ্যমানা, —"অমর্ত্ত্যা"—অমানুষী অর্থাৎ অলৌকিকী তুমিই—"ওরু"—অন্তরীক্ষ, —তোমার দ্বারাই অন্তরীক্ষস্থ ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবগণ লক্ষীভূত হইয়া থাকেন, যে প্রকার—"নিবতঃ"—নিকৃষ্ট স্থানচারী অর্থাৎ ভূতলবাসি-গণকে অবগত আছে, সেইরূপ—"উদ্বতঃ"—বিমানচারী দেবগন্ধর্ব্বাদিকেও —"অপ্রাঃ"—জ্ঞাতবতী আছ। যেহেতু তুমিই—"জ্যোতিষা"—শারদোৎফুল্ল চন্দ্রকিরণ দ্বারা—"তমঃ বাধতে"—অন্ধকার বিদূরিত করিয়া থাক। ফলতঃ জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি সকলই ত্রৈলোক্যের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৩১॥

আবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই—"যমঃ"—অগ্নিরূপ অন্তর্য্যামী অথবা স্তোতৃগণকে তাঁহাদের অভিমত ফলপ্রদানকারী এবং যাহা—"জাতঃ"—

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ১।৫।১০

স এব কনীনাং কন্যানাং যুবতীনাং চ জারঃ পতিশ্চ সন্ তাসু অমং সুখং দধাতি ধারয়তি তথা কন্যা জনী চ জারেষ্বমং দধাতি। সর্ব্বত্র একবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অস্তুঃ জলপ্রক্ষেপ্তুর্মেঘস্যন ইব বিদ্যুৎ যথামং কান্তিং দধাতি তথেত্যর্থঃ। কীদৃশী। সেনেব সর্ব্বাঙ্গ সাকল্যেন সৃষ্টা কন্যা জনীচ প্রতীকা দীপ্যমানা। শরীরাঃ স্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণশ্চান্যোন্যং বিদ্যুৎ ঘন শোভাং জনয়ন্তঃ ক্রীড়ন্তঃ ইত্যর্থঃ ॥৩২॥

উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই অতীত অর্থসকল এবং যাহা—"জানিত্বং"—উৎপন্ন হইবে, সেই ভবিষ্যৎ অর্থসমূহও—"যমঃ হ"—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের যাহা কিছু সবই তিনি। অতএব তিনিই—"কনীনাং—কন্যাগণের অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনাগণের—"জারঃ" উপপতি এবং "জনীনাং"—ব্রজ যুবতীগণের অথবা দ্বারকাদি ধামে মহিষীগণের—"পতিঃ"—স্বামীরূপে যেমন তাঁহাদের হৃদয়ে—"অমং দধাতি"—সুখবিধান করিয়া থাকেন। সেইরূপ কন্যা ও যুবতীগণও তাঁহাদের সেই জার ও পতির হৃদয়েও সুখের অমৃতধারা বহাইয়া থাকেন। ইহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইয়াছে—"অস্তুর্ন দিদ্যুৎ—বর্ষণশীল মেঘের সহিত সর্ব্বদা বিদ্যুৎ যেরূপ—"অমং দধাতি"—কান্তি ধারণ করে অর্থাৎ নবনীরদ পাশে সৌদামিনীর শোভা যেরূপ নয়নানন্দবিধায়িনী, তাঁহারাও সেইরূপ আনন্দ বিধান করেন। এইরূপেই সেই—"সেনেব সৃষ্টা"—সনাথ সেনার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নারূপে সৃজিতা—"ত্বেষপ্রতীকা"—দিব্য মূর্ত্তিধারিণী কন্যা যুবতীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর বিদ্যুৎ-ঘন শোভা উৎপাদন করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥৩২॥

গায়ন্তিত্বাগায়ত্রিণোর্চ্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।

ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিবযেমিরে ॥৩৩॥ (৩)

অত্র স্ত্রীণামাকর্ষণার্থং ভগবতা বংশীরবঃ কৃতঃ। তং বর্ণয়ত্যৃষি দ্বাভ্যাম্ ॥ গায়ন্তীতি। হে শতক্রতো তদুপাধিকবিষ্ণো ত্বা ত্বাং গায়ত্রিণো গায়ত্র্যাখ্যো সামগাতারো গায়ন্তি তথার্কিণঃ সোমাজ্যপয়ঃ প্রভৃতিদ্রববন্তো যজমানাঃ অর্কমণ্ডলান্তঃস্থং ত্বাম্ অর্চ্চন্তি পূজয়ন্তি যে তু ত্বাং গেয়মর্চ্চ্যং চ বংশমিব মুরলীকাণ্ডমিব তদেব বাদয়িতুং উদ্যেমিরে উদ্যমং কারিতবন্তঃ। তে বৃন্দাবনস্থাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ। ব্রাহ্মণা এব ত্বচ্ছরীরাশ্রিতাঽনেককোটি-ব্রহ্মাণ্ডাধিপতয়ো অত্র স্থাবরাদিরূপেণ স্থিত্বা ত্বাং মুরলীবাদনে প্রবর্ত্তয়ন্তীত্যর্থঃ ॥৩৩॥

ব্রজাঙ্গনাগণকে এই রাসক্রীড়ায় আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যে বংশীগান করিয়াছিলেন, ঋষি তাহা পরবর্ত্তী ঋক্‌দ্বয়ে বর্ণনা করিতেছেন; "হে শতক্রত!"—হে তদুপাধিক বিষ্ণো! হে কৃষ্ণ!—"ত্বা গায়ত্রিণঃ"—আপনাকে সামবেদীয় উদ্গাতৃগণ অর্থাত গায়ত্রী আখ্যাধারী, সামগায়ক সকল উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা আপনারই স্তুতি করিয়া থাকেন এবং "অর্কিণঃ"—ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ বা সোমাজ্যপয় প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যবিশিষ্ট যজমানগণ—"অর্কং"—সূর্য্যমণ্ডলান্তর্বর্ত্তী আপনাকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সুতরাং আপনিই গেয় আপনিই অর্চ্চনীয়।—"বংশমিব"—যাঁহারা আপনাকে বংশের ন্যায় মুরলীকাণ্ডকে বাজাইতে "উদ্‌যেমিরে"—উদ্যম করিয়াছিলেন, তাঁহারাই—"ব্রহ্মাণঃ"—আপনার শরীরাশ্রিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি—তাঁহারাই এই

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ১।১।১৯

যৎসানোঃ সানুমারুহদ্ভূর্য্যস্পষ্টকর্ত্ত্বম্।
তদিন্দ্রো অর্থঞ্চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি।৩৪॥ (১)

যৎসানোরিতি। ইন্দ্রো ভবান্ যৎ যদা সানোঃ সানুম্ উচ্চাদুচ্চং স্থানম্ আরুহৎ আরূঢ়বান্ কর্ত্তুং কর্ত্তব্যং চ বংশীরবম্ ততঃ স্থানাৎ ভূরি অত্যন্তম্ অস্পষ্ট স্পষ্টীকৃতবানসি সর্ব্বেষাং শ্রবণগোচরং কৃতবানসি তং তদা অর্থমর্থ্যমানং জড়মপি স্থাবরং চেত্তি চেতনবৎ আহ্লাদবৎ ভবতি কিমুত জঙ্গমঃ তদা চ বৃষ্ণিবংশ্যঃ কৃষ্ণঃ স্বযূথেন সহ এজতি এজতে অত্যন্তং শোভতে ইত্যর্থঃ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে স্থাবরজঙ্গমাদি রূপে অবস্থিতি করিয়া আপনাকে মুরলীবাদনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ॥৩৩॥

"ইন্দ্রঃ"—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই ইন্দ্র। আপনি—"যৎ"—যে সময়ে—"সানোঃ সানুং"—গোবর্দ্ধন গিরির উচ্চ হইতে উচ্চতম সানুদেশে—"আরুহৎ"—আরোহণ করেন এবং—"কর্ত্ত্বং"—আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্থাৎ বংশীধ্বনি, সেই স্থান হইতে—"ভূরি অস্পষ্ট"—অত্যন্ত স্পষ্টীকৃত করেন অর্থাৎ সকলের শ্রবণ-গোচরীভূত করেন—"তৎ"—সেই সময়ে সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া—"অর্থং"—অর্থ্যমান্ জড়স্থাবরও—"চেততি"—চেতনবৎ আহ্লাদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং জঙ্গম জীবের ত কথাই নাই। এইরূপে সেই সময়ে—"বৃষ্ণিঃ"—বৃষ্ণিবংশসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ—"যূথেন"—স্বীয় পরিবারগণের সহিত—"এজতি"-অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ১।১।১৯

সাকঞ্জানাং সপ্তথমাহুরেকজংষলিদ্যমাঋষয়ো দেবজা ইতি।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি-
রূপশঃ॥ ৩৫ ॥ (২)

নন্থ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থমবতীর্ণস্য ভগবতো বাল্যে মাতৃত্যাগা-দিকং বয়ঃসন্ধৌ চ জারকর্ম্মেত্যেতদযুক্তমিত্যাশঙ্কা পরিহরতি শ্রুতিঃ। সাকং জানামিতি। যে পূর্ব্বং সপ্ত অর্ধগর্ভাঃ উক্তাঃ তেষাং সাকং জানাং সহজাতানাং মধ্যে সপ্তথং সপ্তমম্ একজম্ একস্য ব্রহ্মণোংশাজ্জাতং জীবমাহুঃ। যলিৎ যড়েব যমাঃ যমলজাঃ ঋষয়ঃ যড়িন্দ্রিয়াণি প্রাণা বা ঋষয়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ (ক) দেবজা দেবেভ্যশ্চন্দ্রাদিভ্যো জাতা ইতি আহুঃ

যদি বল শ্রীভগবান্ যখন ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন বাল্যে মাতৃ-ত্যাগাদি ও কৈশোরে এরূপ জার কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অযুক্ত; এই আশঙ্কার পরিহার করিয়া শ্রুতি বলিতে ছেন,— যাঁহারা পূর্ব্বে সপ্ত অর্দ্ধগর্ভ নামে কথিত হইয়াছেন তাঁহাদের— "সাকংজানাং"—সহজাতগণের মধ্যে "সপ্তথং"—সপ্তমই—"একজং আহুঃ" —সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অংশ হইতে জাত—জীবনামে অভিহিত। এবং —"যড় ইৎ যমাঃ"—অপর ছয়টি যমজ অর্থাৎ সহজাতই—"ঋষয়ঃ"— জীবের যড়িন্দ্রিয় (পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন) ও—"দেবজাঃ ইতি"—চন্দ্রাদি-দেবগণ ইহাতে জাত, এইরূপ কথিত হইয়াছে। এস্থলে 'ঋষয়ঃ' বাক্যে যে ইন্দ্রিয়গণকে বা প্রাণকে বুঝাইয়া থাকে, তাহা বৃহদারণ্যকে উপ-নিষদের "প্রাণা বা ঋষয়ঃ ইত্যাদিবাক্যে প্রমাণিত হইয়াছে। "তেষাং"

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।৩।১৬

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষদি ২।২।৩

তেষামৃষীণাম্ ইষ্টানি ইষ্টাদিফলভূতানি শরীরাণি ধামশঃ ধামসু অধিদেবং স্বেস্বে স্থানে বিহিতানি বিশেষেণ ধৃতানি সন্তি চন্দ্রাদিমণ্ডলেষু। তান্যেব স্থাত্রে সপ্তমজীবস্য ভোগার্থং রূপশঃ রূপৈরিতি রূপশঃ তত্তৎপুরুষীয় শ্রোত্রাদিরূপেণ বিকৃতানি সন্তি রেজন্তে শোভন্তে লোকে। এতেন করণানি লৌকিকদৃষ্ট্যা নিত্যান্যপি অধ্যাত্মদৃষ্ট্যা বিধাত্রাসনায়াং লয়োদয়বন্তি ভোক্তা তু স্থির ইতি সপ্তমগর্ভমন্ত্রস্য তাৎপর্য্যং দর্শিতং। অয়ং ভাবঃ। যথা ভারতে (খ) জরৎকারোর পিতৃভিঃ

—সেই ইন্দ্রিয়গণের—"ইষ্টানি"—ইষ্টাদি-ফলভূত দেহনিচয়—"ধামশঃ" চন্দ্রমণ্ডলাদি ধাম সকলের মধ্যে অধিদেবরূপে স্বস্বস্থানে—"বিহিতানি" —অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তাঁহারাই—"স্থাত্রে"—এই অধিষ্ঠিত স্থানে জীবের ভোগ সুখ বিধানার্থ—"রূপশঃ"—সেই সেই পুরুষের শ্রোত্রাদি. রূপে—"বিকৃতানি"—বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগতে—"রেজন্তে"—শোভা পাইতেছেন। এইরূপে ইন্দ্রিয়সকল লৌকিক দৃষ্টিতে নিত্যরূপে বিবেচিত হইলেও অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত অধিষ্ঠানে উহারা লয় ও উদয়বিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য বলিয়াই বিবেচিত হয়; কিন্তু যিনি ভোক্তা তিনি স্থির। ইহাই সপ্তমগর্ভমন্ত্রের তাৎপর্য্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণের বাল্যে মাতৃত্যাগ লৌকিক দৃষ্টিতে দূষণীয় বোধ হইলেও আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক ভাবে উহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। ইহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপে মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত জরৎকারুমুনি ও তাঁহার পিতৃগণের উপাখ্যান এস্থলে গৃহীত হইতে পারে। একদা জরৎকারু মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি মূষিকদ্বারাচ্ছিন্ন-মূল উশীর

(খ) আদি পর্ব্বণি ১৩ অধ্যায়ে।

কুশস্তম্বমূলগর্ত্ত মূষিকাদিরূপকেণ স্ববংশস্তম্বপুরুষ সংসারাবলিঃ প্রদর্শিতা এবমত্র দেবক্যাদিরূপকেণাধ্যাত্মিকোর্থো-দর্শিতো ন ত্বিহাখ্যায়িকায়াং তাৎপর্য্যামিতি ॥ ৩৫ ॥

অতারিষুর্ভরতাগব্যবঃ সমভক্ত বিপ্রঃস্থমতিং নদীনাম্।
প্রপিন্বধ্বমিষয়ন্তীঃ সুরাধা আবক্ষণাঃ পৃণধ্বং যাতশীভং ॥৩৬॥(১)

অথ বিশ্বামিত্রো নদীসমুদ্রাপদেশেন গোপীঃকৃষ্ণং প্রত্যভিসারয়তি। অতারিষুরিতি। ভরতাঃ ভরন্তি ধারয়ন্তি

স্তম্বমাত্র অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তকে এক মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন। ইহারাই উক্ত মুনিবরের পিতৃগণ; এস্থলে কুশস্তম্বমূলই—স্ববংশস্তম্ভ জরুৎকারু, মহাগর্ত্ত—সংসার, মূষিক—কাল ইত্যাদি। জরৎ-কারু বিবাহাদি না করায় কুলক্ষয়ের কারণই যেরূপ তাঁহাকে উক্তরূপক ভাব প্রদর্শন করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইরূপে এস্থলে দেবকী প্রভৃতি রূপকের দ্বারা আধ্যাত্মিক অর্থই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে আখ্যা-য়িকার তাৎপর্য্য সূচিত হয় নাই ॥ ৩৫ ॥*

অনন্তর ঋষি বিশ্বামিত্র নদী ও সমুদ্রের উপমাছলে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি গোপীগণের অভিসার-লীলা বর্ণন করিতেছেন;—"ভরতাঃ"—যাহারা

---

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।২।১৪

* এই সকল আশঙ্কাস্থলে শ্রীপাদ গোস্বামিগণের বিশদ বিচার-মীমাংসা, গভীর গবেষণামূলক যুক্তিসিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যাঁহারা বিস্তারিত ভাবে অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপাদ গোসামিগণের টীকা ও শ্রীগোপাল চম্পূ প্রভৃতি পাঠ করিবেন, ইহাই অনুরোধ। যেহেতু বেদে যাহা বীজাকারে নিহিত পুরাণাদিতে তাহাই পল্লবিত হইয়া বিপুলায়ত-বিটপী আকার ধারণ করিয়াছে।

পুষ্ণন্তি বা কর্ম্মোপাস্তিজং ধর্ম্মমিতি ভরতাঃ সদ্ভক্তাঃ গব্যবঃ গাঃ আত্মনঃ ইচ্ছন্তি তে গোধন পুষ্টিমিচ্ছন্তো গোপাঃ ভূ:ত্বতি শেষঃ। অতারিষু: তীর্ণাঃ। সংসারমিত্যর্থাৎ। সমতারিষু-রিতি বা সম্বন্ধঃ। তথা বিপ্রঃ সর্ব্বেষাং ভক্তানাং মধ্যে মহত্তমঃ ব্রহ্মাদীনাম্। নদতে র্নন্দতের্বা নদট্ নদীনাং প্রবাহ-গতানাং বাদবাচাং বা সমৃদ্ধিমতীনাং প্রস্রবন্তীনাং গো-গোপীনাং বা সম্বন্ধিনীং সুমতিং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থং জ্ঞানং বা বৎস-বৎসপভূতে ভগবতি তদীয়ং জ্ঞানং বা। সমভক্ত সম্যগ্ সেবত্ত লব্ধবানিত্যর্থঃ অতঃ গোপাঃ গোপ্যো গাবশ্চ স্তোক-বত্যো ভগবৎ-সঙ্গেন নিস্তীর্ণাঃ। যূয়ং তু অতোকবত্যো যুব-তয়ঃ সাক্ষাৎভগবৎ অঙ্গসঙ্গেন তর্ত্তুং তমেব শীভং যাত গচ্ছত তৎসঙ্গেনাত্মানং চ প্রপিন্বধ্বং প্রকর্ষেণ পরমানন্দাবাপ্ত্যা

ভগবৎ কর্ম্মোপাসনা জন্য ধর্ম্মকে ধারণ বা পোষণ করেন অর্থাৎ সদ্ভক্তগণ —"গব্যবঃ"—গোসকলকে আত্মস্বরূপ মননকারী বা গোধন-পুষ্টিকামী গোপমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া—"অতারিষুঃ"—দুষ্পার সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এবং যিনি—"বিপ্রঃ"—নিখিল ভক্তজনের মধ্যে—এমন কি ব্রহ্মাদিরও মধ্যে মহত্তম সেই প্রেমিকভক্ত—"নদানাং"—যাহা নিখিল জগৎ নন্দিত করে সেই প্রবাহগত বেদবাক্যের অথবা সমৃদ্ধি শালিনী প্রস্রবিণীর ন্যায় বিনির্গতা গো-গোপীগণ-সম্বন্ধিনী—"সুমতিং —তত্ত্বমস্যাদি বাক্যোত্থ জ্ঞান অথবা বৎস ও বৎসপালকভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা ভক্তি—"সমভক"—সম্যক্‌রূপে লাভ করিয়া-ছিলেন। অতএব গোপ, গোপী ও গো সকল বৎসবিশিষ্ট হইয়া ভগবৎ সঙ্গলাভে নিঃসন্দেহে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা

তর্পয়ধ্বম্। কীদৃশ্যঃ। যূয়ম্ ইষয়ন্তীঃ ইচ্ছন্ত্যঃ। ইষেঃ স্বার্থে-ণিচি গুণাভাবঃ জসি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘশ্চ ছান্দসঃ। সুরাধাঃ শোভনা মুখ্যা রাধা যাসু তাঃ সুরাধাঃ। রাধায়া মুখ্যত্বং তু ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে প্রথমাংশে (ক) পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যাদৌ (খ) চ প্রসিদ্ধম্। পুনঃ কীদৃশ্যো যূয়ম্। বক্ষাণাঃ নদ্য ইব সমুদ্রম্ আপৃণধ্বম্ আপূরয়ধ্বম্। অত্র যাতেতি ব্যাপকং প্রতিগমনং পূর্ণস্য পূরণং তৃপ্তস্য তর্পণং চানণ্যশরণাসু গোপীষু ভগবতোপ্যৌৎসুক্য-প্রদর্শনেন ভক্তিমাহাত্ম্যদ্যোতনার্থম্। তথাহ্যুক্তং "স্ফুটমনুগবশত্বং নাথ তে"—ভীষ্মভাষামৃতয়িতুমনৃতেশশ্চক্রিণঃ পার্থসৌত্যেতি। শীভংশেতেস্মিন্

ত তাহাদের মত শিশু-বৎসবতী নও, তোমরা যুবতী নবতরুণী যখন—"ইষয়ন্তী"—শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গাভিলাষিণী হইয়াছ তখন সাক্ষাৎ ভগবৎ-অঙ্গ-সঙ্গ দ্বারা এই সংসার-জলধি উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত—"শীভং"—নিখিল বিশ্ব যাহাতে অবশেষ প্রাপ্ত, এবং যিনি স্বয়ং জ্যোতিতে প্রতিভাসিত সেই সর্ব্বলয়াধিষ্ঠান চিন্মাত্র-স্বরূপ অথবা যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট—"যাত"—গমন কর এবং তোমরা—"সুরাধা"—গোপাঙ্গনা যূথমধ্যে বরিষ্ঠা শোভনা শ্রীরাধা যাহাদের মধ্যে বিরাজমানা এতাদৃশী শ্রীরাধার প্রিয়সহচরীরূপে বা শ্রীরাধা-প্রমুখারূপে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ-সুখে—"প্রপিণ্বধ্বং"—প্রকৃষ্টরূপে পরমানন্দ ব্যাপ্তি দ্বারা আপনাকে পুনঃপুন পরিতৃপ্ত কর। গোপীগণের

(ক) শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে ৯২ অধ্যায়ে। ১২২ অধ্যায়ের।

(খ) ৯০-১২৫ অধ্যায়ে (পুনা (আনন্দাশ্রম) মুদ্রিত

ঐ পাতালখণ্ডে ৪০ অধ্যায়ে কলিকাতা মুদ্রিত।

সর্ব্বমিতি শীঃ ভাতি স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্বেন প্রকাশতে ইতিভঃ শীশ্চাসৌ ভশ্চেতি শীভস্তং সর্ব্বলয়াধিষ্ঠানচিন্মাত্র স্বরূপমিত্যর্থঃ। যদ্বা শীভৃ কথনে শীভন্তে কথন্তে শ্লাঘন্তে আত্মানমনেনেতি শীভঃ। অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়ামিতি করণে ঘঃ। যং প্রাপ্য ভক্তাঃ কৃতার্থমাত্মানং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। এবং বিশ্বামিত্রেণাজ্ঞপ্তাঃ গোপদারিকাঃ শ্রীকৃষ্ণমভিসস্রুরিত্যবগন্তব্যম্। কেচিত্তু সুরাধা ইত্যস্য সুরাধসমিতি ব্যাখ্যানং কুর্ব্বতে তেষাং সুরাধঃশব্দস্য সান্তত্বকল্পনে "সপিষ্টেন শোচিষা যঃ সুরাধ" ইতি বদেকবচনান্ত সমভিহারাদিকং নিমিত্তং নাস্তি। বিশেষতস্তু বহুবচনান্ত স্ত্রীলিঙ্গসমভিব্যাহারাৎ

মধ্যে শ্রীরাধার মুখাত্ব ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে এবং পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যাদিতে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। পুনশ্চ তোমরা—"বক্ষাণাঃ"—নদী সকল যেরূপ সাগর-সঙ্গমে সম্মিলিত হয়, সেইরূপ তোমরাও—"আপৃণধ্বং"—প্রেমামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দরসে পূর্ণ কর। এস্থলে—"যাত"—পৃণধ্ব, ইত্যাদি বাক্যে যে ব্যাপকের প্রতি গমন, পূর্ণের পূরণ ও তৃপ্তের তর্পণ, উল্লিখিত হইয়াছে, অনন্যশরণা গোপাঙ্গনাগণের মধ্যে ভগবানের ঔৎসুক্য প্রদর্শনের সহিত প্রেমভক্তি-মাহাত্ম্য প্রকটনই উহার তাৎপর্য্য। ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন—"স্ফুটমনুগবশত্বং নাথ তে" অর্থাৎ হে নাথ! হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনাতে ভক্তাধীনতা স্পষ্ট পরিস্ফুট;—এই ভীষ্মবাক্য সত্যে পরিণত করিবার নিমিত্তই যেন ভগবান্ চক্রধারী অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করেন! এইরূপে ঋষি বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞানুসারেই যেন গোপকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিসার করিয়াছিলেন। আলোচ্য ঋকের

সুরাধাশব্দঃ আবন্তু এব। "স্তোত্রং রাধাণাং" পত ইত্যাদৌ স্বরান্তস্যাপি স্পষ্টং দর্শনাৎ ॥ ৩৬ ॥

স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাং উমে পুংসআহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্নবিচেত দংধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ইমাচিকেত যস্তাবিজানাৎ
সপিতুষ্পিতাসৎ ॥৩৭॥ (১)

দ্বিতীয়ং দোষং পরিহরতি। স্ত্রিয়ঃ সতীরিতি। স্ত্রিয়ঃ গোপ্যোপি সতীঃ অবিচ্যুত-স্বধর্ম্মা এব। যতঃ তান্ তাঃ। পুংস্ত্বমার্ষম্। 'তা উম' ইতি তৈত্তিরীয়াঃ স্ত্রীত্বমেবাত্র দর্শয়ন্তি। তাঃ স্ত্রিয়ঃ পুংসঃ মহাপুরুষ-সম্বন্ধিনীরেবাহুঃ। জগদাত্মনা কৃষ্ণেন সহ রমমাণানাং তাসাং ন পাতিব্রত্যভঙ্গোস্তীত্যর্থঃ। এবং পশ্যন্ অক্ষণ্বান্ চক্ষুষ্মান্ ন বিচেতৎ এতৎজানন্ অন্ধ এব। এবং যঃ কবিরেকান্তদর্শী ভগবল্লীলা তাৎপর্য্যাভিজ্ঞঃ স ইমা

"সুরাধাঃ" পদের কেহ কেহ সুরাংঃ পাঠান্তর কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বহু বচনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ সমভিব্যাহারে সুরাধাঃ পদই সমধিক সুষ্ঠুরূপে বিবেচিত ॥ ৩৬ ॥

এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় জারদোষের পরিহার করা হইয়াছে ;— —"স্ত্রিয়ঃ"—গোপাঙ্গনাগণ—"সতীঃ"—অবিচ্যুতস্বধর্ম্মা অর্থাৎ তাঁহারা কখনও স্বধর্ম্ম বা পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। যেহেতু —"তান্ উ"—সেই সকল গোপাঙ্গনা—"মে পুংস"—মহাপুরুষরূপী মদীয় সম্বন্ধিনী—'আহুঃ'—হইয়াছিলেন। এই জন্যই জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করায় তাঁহাদের পাতিব্রত্যভঙ্গ হয় নাই। এইরূপ—'পশ্যন্' দর্শন করিয়াও যে—"অক্ষণ্বান্"—চক্ষুষ্মান্ অর্থাৎ জ্ঞান দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।৩।১৭

ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি চিকেতজ্জানীতে যশ্চ তাঃ বিজ্ঞা বিজানীতে স পিতুষ্পিতা গুরোরপি গুরুঃ সন্ অসং দপ্যতে অত্রাপ্যাখ্যায়িকায়াং তাৎপর্য্যভাবাদর্থান্তরমেব বিবক্ষিতমিতি ন কশ্চিদ্দোষ ইত্যর্থঃ॥ ৩৭ ॥

অবঃপরেণ পর এনাবরেণ পদাবৎসং বিভ্রতীগৌরুদস্থাৎ।
সাকদ্রীচীকং স্বিদর্দ্ধংপরাগাৎকস্বিৎসূতে ন হি যূথে
অন্তঃ ॥৩৮॥ (২)

এতদেব স্পষ্টয়তি। অব ইতি। পরেণ পদা নিবৃত্তিরূপে-

—"ন বিচেতৎ"—উহার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হন, তিনি চক্ষুষ্মান হইলেও "অন্ধঃ"—দৃষ্টিশক্তিহীন। অথবা ঐ সূক্ষ্মতত্ত্ব অক্ষন্বান্—চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই দর্শন করিয়া বা অবগত হইয়া থাকেন, কিন্তু —"অন্ধ"—যাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি নাই সেই স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি "ন বিচেতৎ"—কদাচ তাহা জানিতে পারে না। এইরূপে—"যঃ কবিঃ'—একান্তদর্শী বা ভগবল্লীলা-তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ—'সঃ'—তিনিই—'ইমা আচিকেত'—এই নিখিল ভূতকে সর্ব্বতোভাবে জানিয়া থাকেন এবং "পুত্রঃ"—জগতের ত্রাণকর্ত্তা পুত্রস্থানীয়; কিন্তু যিনি—"তাঃ'—সেই গোপাঙ্গনাগণকে—'বিজানাৎ'—বিশেষরূপে অবগত হন,—'সঃ পিতুঃ পিতা'—তিনি পিতারও পিতা অর্থাৎ গুরুর গুরু—মহাগুরুরূপে—'অসৎ'—দীপ্তমান হইয়া থাকেন। এস্থলেও আখ্যানভাগের তাৎপর্য্যভাব হইতে অর্থান্তর বিবক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোন দোষ হয় নাই॥ ৩৭ ॥

এই ঋকে উক্ত তাৎপ ও বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।৩।১৭

ণাবলম্বনেন অবঃ চরং বৎসং ধর্ম্মং বিভ্রতী প্রকাশয়ন্তী তথা অবরেণ প্রবৃত্তিরূপেণ পদা পরঃ পরং ধর্ম্মং প্রকাশয়ন্তী গৌ বাণী এনাঃ এতাঃ এতানি আখ্যানানি উদস্থাৎ উৎক্রম্য স্থিতবতী, ন হি বেদে আখ্যায়িকাঃ প্রতিপাদ্যন্তে। অপিতু তদ্দ্বারেণ পরাপররূপো ধর্ম্ম এবেত্যর্থঃ। সা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপা বাক্ কদ্রীচী কেন সহ অঞ্চতি প্রকাশতে কমর্থং বাচ্যবৃত্ত্যাভিধত্তে কংস্বিদর্দ্ধং কিংবা স্থানং পরাগাৎ দূরং গতবতী। কিং তাৎপর্য্যেণ প্রতিপাদয়তি। ক স্বিৎ সূতে কস্মিন্নধিকারিণি প্রবৃত্তিরূপং ফলং জনয়তি তৎসর্ব্বং দুর্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ ইয়ং যূথে অন্তর্ন যৌতি মিশ্রীভবতি পৃথঙ্ ন ভবতীতি যূথ-

---

"পরেণ পদা"—নিবৃত্তি পথ অবলম্বন পূর্ব্বক—'অবঃ'—বিচরণ করিয়া 'বৎসং'—ধর্ম্মকে—"বিভ্রতী"—প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং—'অবরেণ' —যাহারা প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া "পরঃ'—পরমধর্ম্ম প্রকাশ করেন সেই —'গৌঃ'—বাণী বা শ্রুতি সকল—'এনা'—এই সকল আখ্যানকে 'উদস্থাৎ'—উৎক্রমণ করিয়া অবস্থিত করেন। যেহেতু কোন আখ্যায়িকা বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। যেহেতু তদ্দ্বারাই পরাবররূপ ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে।—'সা'—সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপা বাণী—'কদ্রীচী কাহার সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন? অর্থাৎ বাচ্যবৃত্তি দ্বারা কোন্ অর্থ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে?

"কংস্বিদ্ অর্দ্ধং'—কোন্ স্থানকেই বা—'পরা অগাৎ'—দূরে প্রাপ্ত হইয়া থাকে? অর্থাৎ তাৎপর্য্য দ্বারা কি প্রতিপন্ন করিয়া থাকে? এবং—'ক স্বিৎসূতে'—কোন্ অধিকারীতে প্রবৃত্তিরূপ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে? তৎসমস্তই দুর্জ্ঞেয়।—'হি'—যেহেতু এই বাণী—'যূথে'

মনাত্মা অবান্তর বাক্যানি বা জড়সংঘাতঃ কথাপ্রবন্ধো বা তত্র অন্তস্তন্মাত্রপর্য্যাবসায়িনী ন হি। কিন্তু সংঘাতাদন্যমেব প্রতিপাদয়তীত্যর্থঃ। যথা "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানীতি" রাগতঃ প্রাপ্তহিংসা-নিবৃত্তিমুখেনাহিংসাখ্যো যোগাঙ্গভূতো যমবিশেষো বিধীয়তে স এব সম্যগনুষ্ঠিতঃ "অহিংসাপ্রতিষ্ঠিতায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" ইতি যোগশাস্ত্রোক্তং (ক) ফলংপ্রসূতে। ন চৈতদস্য ফলম্। কিন্তু নিরোধসমাধিরেব। তথা চ নিবৃত্তিমুখেনাবরধর্ম্মার্থমপি বিধীয়মানং সাধনং পরধর্ম্ম এব পর্য্যবস্যতি। প্রবৃত্তিমুখেন পরমো ধর্ম্মস্ত্বাখ্যায়িকাভ্য এব উন্নেয়ঃ। পূর্ব্বমন্ত্রোক্তদিশা "চিৎকৃষ্ণো বৃত্তিগোপীষু

—অনাত্ম অবান্তর বাক্যসমূহে বা জড় সম্বন্ধীয় কথা প্রসঙ্গে—'অন্তর্ণ' তন্মাত্র পর্য্যাবসায়িনী নহে। অর্থাৎ সেই কথা, প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত নহে। পরন্তু সেই জড়ীয় মিশ্রবাক্যের অতীত অন্যদীয় প্রতিপাদন করে। যেরূপ কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না—এই অনুশাসন বাক্য অনুসারে ক্রোধবশতঃ হিংসার উদয় হইলেও তাহার নিবৃত্তিমুখে যে অহিংসা তাহা যোগাঙ্গভূত যমবিশেষকে বিধান করে এবং তাহা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে—'অহিংসা প্রতিষ্ঠিতায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ' —অর্থাৎ অহিংসার প্রতিষ্ঠা বা উদয় হইলে শত্রুও বৈরভাব ত্যাগ করে, এই যোগশাস্ত্রোক্ত ফল প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু উহাই উহার ফল নহে নিরোধ সমাধিই উহার ফল। সেইরূপ নিবৃত্তিমুখে অবর ধর্ম্মার্থ-বিহিত সাধনও পরমধর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হয় এবং প্রবৃত্তিমুখে পরমধর্ম্মও আখ্যায়িকা সমূহ হইতে উন্নত। অতএব চিৎ-স্বরূপ কৃষ্ণ বৃত্তিরূপা

(ক) পাতঞ্জল দর্শনে সাধন পাদে ৩৫

বিত্থাং বা নিতরাং জহৌ। তাং চ ত্যক্তৈক্যতৃপ্তঃ সংস্তাভ্যো-হৃদাংদিতি জীবিতে।" ইতি ক্রীড়া তাৎপর্য্যম্ ॥৩৮॥

অবঃ পরেণ পিতরং যো অস্যাণুবেদপরএনাবরেণ।
কবীয়মানঃ ক ইহ প্রবোচদ্দেবংমনঃ কুতো
অধিপ্রজাতম্ ॥৩৯॥ (৩)

এতদেব বৎসাদীন্ হৃতান্ ব্রহ্মণা জ্ঞাত্বা উক্তমিত্যাহ। অব ইতি। অস্য জগতঃ পিতরং যোনুবেদবরেণ শাস্ত্রাচার্য্যো-পদেশেনানুজানাতি স কবীয়মানো বস্তু-তত্ত্বালোচনপরঃ কঃ প্রজাপতিঃ ইহ লোকে প্রবোচৎ প্রোক্তবান্। কিং প্রোক্ত-বান্? দেবং ক্রীড়াপরং মনঃ কুতো অধিপ্রজাতং তন্মনসো যোনিভূতং বাসনাজালমেব সংসারমূলমিত্যুক্তবানিত্যর্থঃ।

গোপীগণের ভেদজ্ঞানকে নিরস্ত করিয়া পরৈক্যলাভে তৃপ্ত হইয়াছিলেন ইহাই রাসক্রীড়ার তাৎপর্য্য ॥ ৩৮ ॥

এইরূপে বৎসাদিকে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অপহৃত জানিয়া বলিতেছেন ;— "অবঃ অস্য পিতরং"—অবশেষরূপে অবস্থিত এই জগৎপিতাকে—"যঃ পরেণ"—যিনি পরম পুরুষরূপে এবং—"এনা" অবরেণ"—এই শাস্ত্রা-চার্য্যগণের উপদেশানুসারে—"অনুবেদ"—ক্রমে ক্রমে অবগত হন,"পরঃ" পরিশেষে সেই—"কবীয়মানঃ"—বস্তু-তত্ত্বালোচনপর—'কঃ"—কোন প্রজাপতি ব্রহ্মা "ইহ"—এই লোকে—"প্রবোচৎ"—এইরূপ বলিয়া-ছিলেন—"দেবং মনঃ"—ক্রীড়াপর বা দেববিষয়ক অলৌকিক মন— "কুতঃ অধিপ্রজাতম্"—কিরূপে বা কোন্ অদৃষ্ট-বিশেষ হইতে এমন উৎকর্ষের সহিত সমুৎপন্ন হইল? ফলতঃ সেই মনের যোনিভূত

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।৩।১৭

সর্ব্বোপ্যুপদেশো মনোনিগ্রহান্ত ইতি ভাবঃ। (খ) শেষমুক্তার্থম্ যে অর্বাঞ্চ ইতি ঋগ ব্যাখ্যাতারঃ। দ্বা সুপর্ণেতি ঋক্‌কথা-পক্ষে যথাশ্রুতার্থৈব। অন্যঃ একঃ অভিচকাশীতি সববতঃ প্রকাশতে শেষং স্পষ্টম্॥ ৩৯॥

যত্রাসুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমণিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্যগোপাঃ সমাধীরঃ
পাকমত্রাবিবেশ ॥৪০॥ (১)

কুত্র শব্দিতস্য ব্রহ্মণ এবং জ্ঞানং জাতং তদাহ। যত্রেতি। যত্রস্থানে সুপর্ণাঃ প্রীণং গোপাঃ অমৃতস্য ভাগমন্নস্য কবল-মণিমেষং নিমেষমাত্রমপি কালমনতিক্রান্তং বিদথাজ্ঞানেন

বাসনা ভাগই সংসারের মূল। ইহাই উক্ত বাক্যে প্রকাশ করিলেন। অতএব সকল উপদেশই মন-নিগ্রহ উদ্দেশে প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে। ইহার পরবর্ত্তী "যে অর্বাঞ্চ"—ইত্যাদি ঋক্‌ব্যাখ্যাতৃগণ শেষার্থই পরিব্যক্ত করিয়াছেন এবং "দ্বাসুপর্ণেতি"—ঋক্ মন্ত্রে যথাশ্রুত অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে ॥৩৯॥

কিরূপে উক্ত ব্রহ্মার এইরূপ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইল তাহা এই ঋকে কথিত হইতেছে। "যত্র"—যে স্থানে "সুপর্ণাঃ—প্রিয়তম গোপগণ— "অমৃতস্য ভাগং"—অন্নের কবল গ্রহণ করিতে—"অনিমেষং" নিমেষ মাত্র কাল অতিক্রান্ত না করিয়াই "বিদথা"—স্ব স্ব প্রতীতি বা জ্ঞানের

(খ) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।৩।১৭
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ৪।৬
মুণ্ডকোপনিষদি ৩।১

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।৩।১৮

স্ব প্রত্যয়েন মন্যমানাঃ অভিস্বরন্তি এহি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি কৃষ্ণং গবামন্বেষণার্থং গতম্ অভিতঃ স্বরন্তি আকারয়ন্তি। অত্র স্থানে ইনঃ স্বামী বিশ্বস্য কৃৎস্নস্য ভুবনস্য গোপাঃ পালকঃ স বেদান্ত প্রসিদ্ধো ধীরো মা ময়া বৎসাংশ্চারয়তা ব্যাকুলী-কৃতোপি অব্যাকুলো কং শুদ্ধান্তঃকরণমাবিবেশ জ্ঞপ্তিমাত্র রূপে। মহ্যং স্বাত্মজ্ঞানং দত্তবান্ কৃৎস্নং স্বলীলা-তাৎপর্য্যং দর্শিতবানিত্যর্থঃ। অত্র দ্বাসুপর্ণেতি মন্ত্রস্য তাৎপর্য্যং যাস্কোক্ত-দিশা জীবেশৌ পক্ষিণৌ দেহবৃক্ষে "জীবেভিমানতঃ মুক্তে দেহ-গতং দুঃখং নাস্যস্তৎ স্যোপ্য সঙ্গতঃ" ইতি। এবং অধ্যাত্মং অধিদৈবং চ যত্রাসুপর্ণা ইত্যস্যাপি তাৎপর্য্যং তত এবাব-গন্তব্যম্। নন্বু কুত এবং দ্বেধা ব্যাখ্যানং সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং

দ্বারা মনন করিয়া—"অভিস্বরন্তি"—গোধন অন্বেষণার্থ দূরস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে "এস কৃষ্ণ! এস কৃষ্ণ!" বলিয়া সর্ব্বতোভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন—"অত্র"—এই স্থানে যিনি—"বিশ্বস্য ভুবনস্য" নিখিল ভুবনের—"ইনঃ"—স্বামী ও "গোপাঃ"—পালক, "সঃ"—সেই বেদান্ত প্রসিদ্ধ "ধীরঃ"—প্রাজ্ঞ পরমেশ্বর—"মা"—আমাকর্ত্তৃক "পা"—বৎসচারণ ব্যাপারে ব্যাকুলীকৃত হইয়াও অব্যাকুলভাবে "কং" শুদ্ধান্তঃকরণকে "আবিবেশ"—আমাতে প্রবেশ করাইয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি আমাকে স্বীয় আত্মজ্ঞান প্রদান ও স্বলীলা-তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এস্থলে "দ্বাসুপর্ণ" এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য সূচিত হইয়াছে। যাস্ক বলেন—জীব ও ঈশ্বর দুইটী পক্ষীস্বরূপ। দেহযুক্ত জীব অভিমানমুক্ত হইলে তাহাতে যখন দেহগত দুঃখ থাকে না, তখন পরমাত্মা ঈশ্বরে দুঃখের অস্তিত্ব একান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব। অতএব

ক্রিয়তঃ ইত্যাশঙ্ক্য স্কান্দে কৈলাসসংহিতায়াং (ক) দহরবিদ্যাখ্যান প্রসঙ্গে উক্তং "সৈষা দহর বিদ্যাত্র দ্বিধা তে পরিকীর্ত্তিতা। অধ্যাত্মিকী ভবেদেকা তথান্যা ত্বাধিভৌতিকী॥ তত্র ত্বাধ্যাত্মিকী সর্ব্বৈর্দুষ্করা ন হি সংশয়ঃ। আধিভৌতিক সংজ্ঞাতু তস্মান্মুক্ত্যর্থমাচরেৎ॥ সানুদভ্রসভামধ্যে নৃত্যমানস্য শূলিনঃ। দর্শনং নান্যদিত্যেতৎসম্যগত্র ময়োদিতম্॥" তত্রৈব "দহ্রং বিপাপং বরংবেশ্মভুতমুমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুম্।"(খ) ইত্যাদীনি বাক্যানি উদাহৃতানি যজুর্ব্বেদবাক্যমেতৎ। তথান্যত্র শাখান্তরেপি। "আলোচ্যৈতৎ সর্ব্বমেব প্রযত্নাদ্ব্যাখ্যেয়ং স্যাদস্মদুক্তানুসারাৎ" ইতি সর্ব্বত্র ব্যাখ্যা দ্বৈবিধ্য-

আলোচ্য ঋকে অধ্যাত্ম ও অধিদৈব এই উভয় তাৎপর্য্য গ্রহণ করাই সমীচীন। যদি বল, সকল মন্ত্রেরই এইরূপ দুইপ্রকার ব্যাখ্যা কোথায়? কৈলাসসংহিতার দহর বিদ্যা আখ্যান-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে,—সেই দহরবিদ্যা দ্বিবিধ। প্রথমা আধ্যাত্মিকী, অপরা আধিভৌতিকী। আধ্যাত্মিকী বিদ্যা অতি দুষ্করা; অতএব মোক্ষের নিমিত্ত আধিভৌতিকী বিদ্যাই আচরণ করিবে। কৈলাসের সানুদেশে দর্ভসভামধ্যে নৃত্যমান মহাদেবকে দর্শনই মুক্তি—অন্য কিছু নহে। আমি ইহা সম্যক্‌রূপে বিবৃত করিলাম। উহাতে 'দহ্রং বিপাপং" ইত্যাদি যে বাক্য দৃষ্ট হয়, উহা যজুর্ব্বেদের বাক্যই উদাহৃত হইয়াছে। এই প্রকার অপর শাখান্তরেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।"—এই সকল আলোচনাপূর্ব্বক যত্নসহকারে আমাদের কথিতানুরূপই এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইরূপে সকল মন্ত্রেই দ্বিবিধ ব্যাখ্যার অতিদেশ অর্থাৎ আরোপ করা হইয়াছে। অতএব যাঁহারা আধ্যাত্মবিদ্যায় বা নিরোধ-সমাধিতে অধিকারী নহেন,

(ক) স্কন্দপুরাণে "কৈলাস সংহিতা" নাস্তি কিন্তু শিবপুরাণে; পরন্তু তত্র "দহরোপাসনা" ন বর্ত্ততে।

(খ) মহানারায়ণোপনিষদি ১০।৭

স্যাতিদেশ উক্তঃ। তেন যেহধ্যাত্মং নিরোধ সমাধাবনধি-কারিণ স্তেষামাধিভৌতিকী ভগবল্লীলা হৃদয়ারূঢ়া চিৎ-সমাধি-ফললাভায় ভবতি। এতদেবাভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীমদ্ভাগবতে (গ) "আচ্ছিদ্যকীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসা নু কৌ। তমোনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎস্বং পদমীশ্বরঃ" ইতি॥ পুরাণান্তরেষ্বপ্যাধি-ভৌতিকাংশ এব ভূয়সা গ্রন্থেনোপবৃংহিত ইতি স্পষ্টং বেদে-নোক্তং "বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত" ইত্যুপপাদিতং চৈতদুপোদ্-ঘাত এবেতি দিক্॥ ৪০॥

ইতি শ্রীমৎ-পদবাক্য-প্রমাণমর্য্যাদা-ধুরন্ধর চতুর্ধর-বংশাবতংস-
গোবিন্দসূনোর্নীলকণ্ঠস্য কৃতৌ সোদ্ধৃত মন্ত্রভাগবত
ব্যাখ্যায়াং মন্ত্ররহস্য প্রকাশিকায়াং বৃন্দাবন-
কাণ্ডো দ্বিতীয়ঃ॥ ২॥

তাঁহার সম্বন্ধেই আধিভৌতিকী ভগবল্লীলা, হৃদয়াধিষ্ঠিত চিৎ-সমাধি ফললাভের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"অচ্ছিদ্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং" ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বীয় পাদপদ্ম দ্বারা পাদপদ্ম-স্মরণকারিদেরও সংসার-গমনাদিক্রিয়া নিবৃত্ত করিয়া এবং পৃথিবীময় শোভনকীর্ত্তি বিস্তারপূর্ব্বক এই শোভন কীর্ত্তি-রূপ তরণী দ্বারা লোকে সুখে অজ্ঞানময় সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তদীয় পদপ্রান্ত প্রাপ্ত হইবে, ভবিষ্যৎ জীবের জন্য এইরূপ করুণার ব্যবস্থা করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করেন। পুরাণান্তরে এই আধিভৌতিকাংশ অর্থাৎ ভগবল্লীলাংশ বহু গ্রন্থে বিশদীকৃত হইয়াছে। তাই বেদ স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন—"বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যতঃ"—ইহাই উপসংহার আবার ইহাই উপোদ্ঘাত অর্থাৎ উপক্রম॥৪০॥

ইতি মন্ত্রভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনকাণ্ড নাম দ্বিতীয় কাণ্ডানুবাদ॥২॥

(গ) ১১।১।৭

তৃতীয়ঃ কাণ্ডঃ।

দেবানাং দূতঃ পুরুধপ্রসূতোনাগান্নোবোচতু সর্ব্বতাতা।
শৃণোতু নঃ পৃথিবীদ্যৌরুতাপঃ সূর্য্যো নক্ষত্রৈরুর্বা-
ন্তরিক্ষম্।১॥ (১)

অথ অক্রূরকাণ্ড আরভ্যতে। তত্র "দেবানাং দূত" ইত্যাদয়ঃ ষড়্‌বিংশতিমন্ত্রা প্রজাপতিনা দৃষ্টাঃ অক্রূরস্য ব্রজে গমনং গোপীবিলাপং চ প্রতিপাদয়ন্তি, তান্ ব্যাকুর্ম্মঃ। তত্র চত্বারো মন্ত্রাঃ অক্রূরবাক্যরূপা ইত্যাহ। দেবানামিতি। অহং দেবানাং কংসবাগাদ্যভিমানিনামগ্ন্যাদীনাং দূতোঽস্মি পুরুধ বহুপ্রকারেণ প্রসূতঃ কংস বধার্থিভিস্তৈঃ কৃষ্ণমানেতুং ব্রজং প্রতি প্রেষিতোঽস্মি। অতো নোঽস্মান্ অনাগান্ নির্দ্দোষান্ প্রতি সর্ব্বতাতা বিশ্বস্য পিতা শ্রীকৃষ্ণঃ বোচতু বচনেন

অনন্তর অক্রূর কাণ্ড আরম্ভ হইতেছে। "দেবানাং দূতঃ" ইত্যাদি প্রজাপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট ষড়বিংশতি মন্ত্রে অক্রূরের ব্রজে গমণ ও গোপী-বিলাপ প্রতিপাদিত হইয়াছে; এক্ষণে আমরা তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছি। তন্মধ্যে চারিটী মন্ত্র অক্রূরের উক্তি। অক্রূর বলিতেছেন আমি "দেবানাং"—কংসের বাগাদি-অভিমানী অগ্নি প্রভৃতি দেব-গণের "দূতঃ"—দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছি; "পুরুধ" প্রকারান্তরে "প্রসূতঃ"—কংস ও বধার্থিগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার নিমিত্ত

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৭

সম্ভাবয়তু। তাতেতি সুপো ডাদেশঃ। তদিদং নোস্মাকং প্রার্থনা বাক্যং পৃথিবী দ্যৌরুত আপঃ সূর্য্যশ্চ নক্ষত্রৈঃ সহ উরু মহৎ অন্তরিক্ষম্ অন্তরিক্ষস্থ দেবতাযূথমিন্দ্রবায়্বাদিকং চ শৃণোতু। এতে দেবা সমানুকূলা ভবন্ত্বিত্যর্থঃ ॥১॥

শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্ব্বতাসো ধ্রুবক্ষেমাস ইলয়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শৃণোতু যচ্ছন্তু নো মরুতঃ
শর্ম্ম ভদ্রম্ ॥২॥ (২)

শৃণ্বন্ত্বিতি। নোঽস্মাকং বাক্যং বৃষণঃ মনোরথবর্ষিণঃ পর্ব্বতাসঃ পর্ব্বতাঃ ধ্রুবক্ষেমাসঃ নিত্যকল্যাণাঃ ইলয়ান্নেন মদন্তঃ পুষ্যন্ত আদিত্যৈঃ সহ অদিতিশ্চ নঃ শৃণোতু মরুতশ্চ শর্ম্ম ভদ্রম্ অনিষ্ঠানানুবন্ধি কল্যাণং যচ্ছন্তু দদতু মহ্যম্ ॥২॥

ব্রজধামে প্রেরিত হইয়াছি। অতএব "নঃ অনাগান্"—মাদৃশ নির্দ্দোষগণের প্রতি "সর্ব্বতাতা"—বিশ্বপিতা শ্রীকৃষ্ণ "বোচতু" কৃপাবাক্য প্রয়োগ করুন। "নঃ"—এই আমাদের প্রার্থনা। 'পৃথিবীদ্যৌঃ উত আপঃ সূর্য্যশ্চ নক্ষত্রৈঃ"—পৃথিবী, আকাশ, জল, সূর্য্য ও নক্ষত্র সমূহের সহিত "উরুঃ অন্তরিক্ষঃ" মহান্ অন্তরিক্ষ অর্থাৎ অন্তরিক্ষচারি ইন্দ্রবায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ তাহা শ্রবণ করুন। এই সকল দেবতা আমার অনুকূল হউন, ইহাই তাৎপর্য্য ॥১॥

"নঃ" আমাদের এত প্রার্থনা বাক্য "বৃষণঃ"—মনোরথবর্ষী অর্থাৎ অভিমত ফলবর্ষী "পর্ব্বতাসঃ" পর্ব্বতসকল "শৃণ্বন্তু" শ্রবণ করুন, ধ্রুবক্ষেমাসঃ" নিত্যকল্যাণকামিগণ "ইলয়া" অন্নদ্বারা "মদন্তঃ" আমাদের পুষ্টিবর্দ্ধন করুন "আদিত্যৈঃ" অপত্যভূত আদিত্যগণের সহিত "অদিতিঃ"

---

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৭

সদাসুগঃ পিতুমাং অস্তু পন্থামধ্বাদেবাওষধীঃ সম্পিপৃক্ত।
ভগো মে অগ্নে সখ্যেন মৃধ্যা উদ্রায়ো অশ্যাং সদনং
পুরুক্ষোঃ ॥৩॥ (৩)

সদেতি। সদা নিত্যং সুগঃ শোভনগমনঃ পিতুমান্ অন্নবান্ পন্থাঃ মার্গঃ অস্তু। মধ্বা মধুনা ভো দেবাঃ ওষধীর্মার্গস্থাঃ সম্পিপৃক্ত সঞ্জো জয়ত। হে অগ্নে মে মম ভগঃ ষড়্বিধমৈশ্বর্য্যমস্তু সখ্যে পরমাত্মলাভায় ন মৃধ্যাঃ মৃধং সংগ্রামং মা কুরু সংগ্রামফলেন স্বর্গলাভেন তত্র কৃষ্ণলাভে বিঘ্নং মা কুরু সংগ্রামফলেন স্বর্গলাভেন তত্র কৃষ্ণলাভে বিঘ্নং মা কুর্ব্বিত্যর্থঃ।

দেবমাতা অদিতি "নঃ"—আমাদের এই স্তুতি "শৃণোতু" শ্রবণ করুন, "মরুত" মরুতগণ "ভদ্রং" অবিচ্ছেদ কল্যাণ স্বরূপ "শর্ম্ম" সুখ 'নঃ'—আমাদিগকে "যচ্ছন্তু" প্রদান করুন ॥২॥

আমাদের "পন্থা"—মার্গ অর্থাৎ গমন পথ "সদা সুগঃ" নিত্য সুগম এবং "পিতুমান্"—অন্নবান্ অর্থাৎ অন্ন-বিশিষ্ট "অস্তু" হউক। "দেবাঃ" হে দেবগণ! "মধ্বা"—মধুদ্বারা বা মাধুর্য্য-যুক্ত উদক দ্বারা "ওষধী" মার্গস্থ ওষধি সকলকে "সম্পিপৃক্ত"—অভিষিক্ত বা সম্পৃক্ত করুন। "অগ্নে"—হে অগ্নি! "মে" আমার "ভগঃ" ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য স্বরূপ হউন, "সখ্যে—" পরমাত্ম লাভের নিমিত্ত—"ন মৃধ্যাঃ—সংগ্রাম করিওনা—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলাভে বিঘ্ন ঘটাইওনা অথবা সংগাম ফলে স্বর্গ লাভ ঘটে, সুতরাং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণলাভে বঞ্চিত হইতে হয়, অতএব সংগ্রাম ঘটাইয়া—শ্রীকৃষ্ণলাভে বিঘ্ন উপস্থিত করিও না। "পুরুক্ষোঃ"—বিশ্বস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের "উদরায়ঃ"

---

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩৷৩৷২৭

পুরু বহু স্তুবতঃ বিশ্বসৃজঃ কৃষ্ণস্য সদনমশ্যাং প্রাপ্নুয়াম্। কীদৃশস্য। উদ্রায়ঃ উৎকৃষ্ট সম্পদঃ ॥৩॥

স্বদস্বহব্যাসমিষোদিদীহ্যস্মদ্র্যক্সম্মিমীহিশ্রবাংসি।
বিশ্বাঁ অগ্নেপৃৎসু তাঞ্জেষি শক্রনহাবিশ্বাসুমনাদীদি
হীনঃ ॥ ৪ ॥ (১)

এবং মনোরথং কুর্ব্বন্নক্রূরঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্যাহ। স্বদস্বেতি। হে অগ্নে সর্ব্বদেবতা-মুখভুতাগ্ন্যভিমানিন্ বিষ্ণো! হব্যা শুচীনি ভক্তজনাহৃতানি উপায়নানি স্বদস্ব আস্বাদয় ইষোঽন্নানি সংদিদীহি সম্যক্ দীপয় বর্দ্ধয়েত্যর্থঃ। অস্মদ্র্যক্ অস্মাভিঃ সহ অঞ্চতি গচ্ছতীত্যস্মদ্র্যক্ অস্মৎপক্ষীয়ো ভুত্বেত্যর্থঃ। শ্রবাংসি পরেষাং যশাংসি সম্মিমীহি পরিমাপয় স্বীয়ৈর্যশোভিরতিক্রমস্বেত্যর্থঃ। পৃৎসু সংগ্রামেষু বিশ্বান্ শক্রন্ তান্

উৎকৃষ্ট সম্পদশালী—"সদনং" ব্রজধাম—"অশ্যাং" প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ গমন করিব ॥৩॥

এইরূপ অভিলাষ করিতে করিতে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লাভ করিয়া বলিতেছেন "হে অগ্নে!" হে সর্ব্বদেবতার মুখস্বরূপ অগ্ন্যভিমানী হে বিষ্ণো! "হব্যা" ভক্ত-জনাহৃত এই পবিত্র উপহার সকল "স্বদস্ব" আস্বাদন করুন—আমাদের "ইষঃ" অন্ন সকল "সম্দিদাহি"—সম্যক্রূপে দীপ্তমান করুন বা সম্বর্দ্ধিত করুন। "অস্মদ্র্যক্" আমাদের সহগামী বা অস্মৎ-পক্ষীয় হইয়া "শ্রবাংসি" অপরের যশোরাশি "সম্মিমীহি" পরিমাপ করুন অর্থাৎ স্বীয় যশের সহিত তুলনায় তাহাকে অতিক্রম করুন। তারপর "পৃৎসু" সংগ্রামে "তান্ বিশ্বন্ শক্রন্"

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৭

প্রসিদ্ধান্ কংসাদীন্ জ্যেষি জয়সি জয়েতি বা নঃ অস্মাকং ক্রতূন্ সংকল্পান্ বিশ্বান্ সর্ব্বান্ সুমনাঃ প্রসন্নঃ সন্ দিদীতি প্রকাশয় ॥ ৪ ॥

উষসঃ পূর্ব্বা অধয়দ্ব্যূষুর্মহদ্বিজজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ ।
ব্রতাদেবানামুপ নু প্রভূষং মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥৫॥ ২)

এবমক্রূরেণ প্রার্থনাপূর্ব্বকং কৃষ্ণে ব্রজাৎ মথুরাং প্রতি নীয়মানে তদ্বিয়োগেন শোচন্ত্যো গোপিকাঃ বিয়োগহেতূন্ দেবানধিক্ষিপন্তি স্বপূর্ণেন সূক্তেন । প্রজাপতেরার্ষং বৈশ্বদেবং চৈতৎসূক্তম্ । উষস ইতি ॥ অধ অহো যৎ যদা পূর্ব্বা উষসঃ

সেই প্রসিদ্ধ কংসাদি নিখিল শত্রুকে "জেষি" জয় করুন । অনন্তর "নঃ"—আমাদের "বিশ্বা অহা" যাগাদি সঙ্কল্পসমূহকে "সুমনা" সুপ্রসন্ন হইয়া "দিদীতি" প্রকাশিত করুন ॥৪॥

এইরূপে অক্রূর প্রার্থনা পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজধাম হইতে যখন মথুরায় লইয়া যাইতে উদ্যত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে শোকার্ত্তা গোপিকাগণ, বিচ্ছেদের হেতুভূত দেবগণের প্রতি এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করেন । এই সূক্তটী আদ্যন্ত সেই সুকরুণ বিলাপ কাহিনীতে পূর্ণ । এই সূক্তের ঋষি প্রজাপতি, দেবতা বৈশ্বদেব । আলোচ্য ঋকে কোন গোপী এই ভাব পরিব্যক্ত করিতেছেন । যথা—"অধ"—অহো ! "যৎ পূর্ব্বা উষষঃ"—এই সময়ের পূর্ব্বে যখন উষাকাল "ব্যূষুঃ"—প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই সময়ে "গোঃ"—ব্রজধাম হইতে বৃন্দাবনের দিকে গমনশীল ধেনুর "পদে"—পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত পদে যিনি "মহদক্ষরং"—পরমপদকে "বিজজ্ঞে" উৎপাদন করিয়াছিলেন

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৮

ব্যূষুঃ ক্তঃ প্রাক্তনাঃ উষঃ কালাঃ প্রাদুর্ভূবুঃ তদা গোঃ ব্রজাদ্বনং প্রতি যাতুঃ প্রাক্ প্রতিষ্ঠন্ত্যাঃ পদে মহদক্ষরং পরমং পদং নিজম্ভে জনয়ামাস। কঃ দেবানামিন্দ্রাদীনাং ব্রতা ব্রতানি "একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্য মুবাস" ইত্যাদি শ্রুতি (ক) প্রসিদ্ধানি আত্মজ্ঞানার্থং কৃতানি ব্রহ্মচর্য্যাণি উপ নু সমীপে এব অবিলম্বিতমেব প্রভূষং প্রভূষয়ন্ প্রকর্ষেণ ভূষয়ন্ অনেককোটিজন্মারাধন প্রাপ্যোপি অল্পেনৈব কালেন দর্শনং দত্ত্বা তেষাং সুব্রতত্বমাপাদয়ান্নত্যর্থঃ। যো দেবানাং মহতা ব্রতেন স্বমক্ষরং পদং "তদ্বিষ্ণো পরমং পদং" ইতি বেদান্তপ্রসিদ্ধং (খ) দর্শয়তি, স মহাকারুণিকতয়া তদেব নিত্যং গোসুগামী সন্ গোষ্পদে নিহিতং দর্শয়তি।

এবং যিনি "দেবানাং"—ইন্দ্রাদিদেবগণের—"ব্রতা"—আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত "উপনু" অবিলম্বিত রূপে —"প্রভূষং"—প্রকৃষ্ট রূপে বিভূষিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদিদেবগণের ব্রত যে ব্রহ্মচর্য্য তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। যথা— "এক শতং হবৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস"—ফলতঃ যিনি বহুকোটিজন্মের আরাধনাদ্বারা লভ্য হইয়া থাকেন, তিনি অল্প-কালের মধ্যেই দর্শন দান করিয়া তাঁহাদের সুব্রতত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং দেবগণের অনুষ্ঠেয় এই মহাব্রত দ্বারা স্বীয় অক্ষরপদ অর্থাৎ "তাদ্বষ্ণো পরমং পদং" এই বেদান্ত-প্রসিদ্ধ পরম-পদ প্রদর্শন করেন। তিনিই মহাকারুণিকরূপে সেই উষাকালে

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষদ ৮।১১।৩

(খ) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ১।২২।২০

তাদৃশদেবমস্মত্তঃ উপনয়তাং দেবানাং মহদেকমদ্বিতীয়মসুরত্বম্। নৃশংসমূর্দ্ধন্যা দেবা ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। প্রণবাদি প্রতীকং মহতামপি চিরমুপাসিতং তুর্য্যপ্রতিপত্তিহেতুঃ। নন্দকুমার পদং তু গোষ্পদগততয়া হত্যল্পকালং চ সকৃদ্দৃষ্ট্যা "ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ" ইতি পরাপরব্রহ্মত্বমেবং কৃষ্ণপদে মহদক্ষরত্বং চ। তৎপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বাদিতি ধ্যেয়ন্॥ ৫॥

মো ষূ ণো অত্র জুহুরন্তদেবামাপূর্ব্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ। পুরাণ্যোঃ সঘনোঃ কেতুরন্তর্মহদ্দেবা নামসুরত্বমেকম্॥৬॥ (১)

মোষূণ ইতি॥ অত্র অস্মিন্ গোষ্পদস্থে মহত্যক্ষরে পদে বিষয়ে সুশোভনান্ ভক্তান্ নঃঅস্মান্ দেবাঃ মা মৈব জুহুরন্ত

নিত্য গোগণের অনুগামী হইয়া বেদান্ত-প্রসিদ্ধ দুর্লভ ব্রহ্মপদ যে বৃন্দাবনের গোষ্পদে নিহিত তাহা প্রদর্শন করেন। অহো! বড়ই দুঃখের বিষয়; আপনারা তাদৃশ পরম দেবকে আমাদের নিকট হইতে লইয়া যাইতেছেন। অতএব ইহা দেবগণের এক মহান্ অদ্বিতীয় অসুরত্ব—দেবগণ নৃশংসের শিরোমণি ইহাই তাৎপর্য্য। প্রণব পরমেশ্বরের প্রতীক রূপে যেরূপ চিরকাল উপাসিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নন্দকুমার শ্রীকৃষ্ণের পদ গোষ্পদে নিহিত হইয়াও মহদক্ষর রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা সাধকের সাধনাঙ্গরূপে অবশ্য ধ্যেয়॥৫॥

"অত্র"—এই গোষ্পদস্থিত মহদক্ষর পদ বিষয়ে—"নঃ" আমাদের ন্যায় সুশোভন ভক্তগণকে—"দেবাঃ"—দেবগণ যেন "মা জুহুরন্ত" সেই শ্রীচরণ সান্নিধ্য হইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ না করেন। কেমনা

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।৩৮

বলাৎ মাপহরন্তু। হৃঞ্ হরণ ইত্যস্যরূপম্। তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুরিতি দেবানাং তদ্দর্শন বিঘ্ন-কারিত্বং প্রসিদ্ধম্। তথাহ। অগ্নেঃ পূর্ব্বে পদজ্ঞাঃ উক্তবিধস্য পদস্য বেদিতারঃ বিদ্যাবংশপ্রবর্ত্তকাস্তেপি বিদ্যাগোপনপরাঃ সন্তোঽত্র নোস্মান্। জুহুরতেত্যনুষঙ্গঃ। কোঽসৌ, যস্য পদমতিরহস্যমত আহ। পুরাণ্যোরিতি অকারলোপ আর্ষঃ। ঋণো রক্ষণচক্রিয়োরিতি-বৎচক্রয়ো রিত্যপেক্ষিতে। সঘনো-রুপাধ্যোঃ কার্য্যকারণরূপয়োরিত্যর্থঃ। অন্তর্ম্মধ্যে সন্ কেতু-র্জ্ঞাপকঃ। যৎপ্রসাদাৎ উপাধ্যোঃ স্বরূপং সিদ্ধ্যতি স চিদাত্মা-সাবিত্যর্থঃ। মহদিত্যাদি প্রাগ বৎ ॥৬॥

মনুষ্যগণ যেরূপ ঐ পরম পদকে প্রিয় বলিয়া জানেন, তদ্রূপ ইহা দেবগণের প্রিয় নহে। বরং তদ্দর্শনে দেবগণের বিঘ্নকারিত্বই প্রসিদ্ধ। অতএব—"হে অগ্নের।"—হে অগ্নেঃ অধিষ্ঠাতৃদেব!—"পূর্ব্বে পদজ্ঞাঃ"—উক্তবিধ পদবেত্তা—"পিতরঃ"—বিদ্যাবংশপ্রবর্ত্তক-গণ যেন বিদ্যাগোপন করিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে হিংসা না করেন। যাঁহার পদ এরূপ অতি রহস্যময় তিনি কে? অতঃপর তাহা কথিত হইতেছে। তিনি—"পুরাণ্যোঃ—রক্ষণ-চক্রের ন্যায় চক্রদ্বয়ের—'সঘনোঃ"—উপাধির অর্থাৎ কার্য্যকারণরূপ উপাধিদ্বয়ের "অন্ত!"—মধ্যে—"কেতুঃ"—জ্ঞাপক। ফলতঃ যাঁহার প্রসাদে কার্য্য-কারণরূপ উপাধিদ্বয়ের স্বরূপ সিদ্ধ হয়, সেই চিদাত্মা পরমপুরুষকে যখন আমাদের নিকট হইতে লইয়া যাইতেছে, তখন ইহা—"দেবানাং একং মহদসুরত্বং"—দেবগণের এক মহান্ অসুরত্ব বুঝিতে হইবে ॥৬॥

বিমে পুরুত্রাপতয়ন্তি কামাঃ শম্যচ্ছাদীত্বে পূর্ব্যাণি।
সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিদ্বদেমমহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥৭॥ (২)

কাচিদাহ। বিম ইতি মে। মম কামাঃ ভোগোপকরণসামগ্র্যঃ বিপতয়ন্তি বিশেষেণ পতনং পতন্তং কুর্ব্বন্তি তে বিপতয়ন্তি দৃষ্টমাত্রে এব শোকেন মূর্চ্ছাং জনয়ন্তো ভুবি পতনং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অতঃ পূর্ব্ব্যাণি প্রাচীণানি শমী সুখানি। শমিতি মান্তস্য ক্লীবস্য বহুবচনম্। অঝলন্তত্বান্ন নুম্। অচ্ছা সাক্ষাৎকৃত্যেতি শেষঃ। দীত্বে দীপ্ত্যা মূচ্ছিতা সতী কৃষ্ণক্রীড়াবেশজ্বরেণ জীবামীত্যর্থঃ। অত্র শপথপূর্ব্বকং দেবানুপালভন্তে সর্ব্বা অপি সমিদ্ধে প্রদীপ্তেগ্নৌ সাক্ষিণি সতি ঋতমিৎ সত্যমেব বদেম যদ্দেবানাং মহদেকমসুরত্বমিতি ॥৭॥

আবার অন্য এক গোপী বলিতেছেন—"মে পুরুতা কামাঃ" আমার বহুবিধ ভোগোপকরণ বস্তু—"বিপতয়ন্তি"—বিশেষরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের সমন দৃষ্টমাত্র শোকে আমার মূর্চ্ছা উৎপাদন করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে। অতএব—"পূর্ব্ব্যানি সমা"—পূর্ব্বকার সুখরাশি "অচ্ছা দীত্বে" সাক্ষাৎ অনুভবপূর্ব্বক মূচ্ছিতা হইয়াও কৃষ্ণ ক্রীড়াবেশজ্বরেই আমি চৈতন্য লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা সকলেই "সমিদ্ধে অগ্নৌ"—প্রদীপ্ত অগ্নি সাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক "ঋতং ইৎ বদেম" সত্যই বলিতেছি যে "দেবানাং একং মহদসুরত্বং" হয়৷ দেবগণের এক মহান্ অসুরত্ব ॥৭॥

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৮

সমানো রাজা বিভৃতঃ পুরুত্রাশয়েশয়াসুপ্রযুতোবনাসু।
অন্যাবৎসংভরন্তি ক্ষেতি মাতামহদ্দেশানামসুরত্বমেকম্॥৮॥ (৩)

সমান ইতি। সমান এক এব সন্ রাজা গোপীগণস্য রঞ্জকঃ পুরুত্রা অনেকধা বিভৃতঃ বিবিধেন রূপেণ ভৃতঃ পোষিতো গোবৎসরূপী সন্। কস্মিন্নিমিত্তে ইদং বভূব। শয়ে শেরতেস্মিন্নিতি শয়ো ব্যামোহঃ তস্মিন্ সতি শয়াসু ব্যামোহবতীষু গোপীষু কৃষ্ণ এবায়ং বৎস-বৎসপরূপেণ অনুপেত্য নন্দয়ন্তীত্যজ্ঞানন্তীষু প্রযুতঃ প্রকর্ষেণ স্নেহাতিশয়েন সংলগ্নঃ।

তিনি "সমানঃ"—এক অদ্বিতীয় হইয়াও "রাজা" আমাদের হৃদয়-রঞ্জক এবং "পুরুত্রা বিভৃতঃ"—বহুরূপে ও বিবিধরূপে পরিপুষ্ট গোবৎসাদিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি কি জন্য এবম্বিধ বহুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি। "শয়ে শয়াসু"—ভগবন্মায়াভিভূতা গোপিকাগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই যে তাঁহাদের বৎস ও বৎসপাল গোপবালকদের অনুরূপ রূপ ও মূর্তিধারণ করিয়া অবস্থিত এবং "বনাসু" —বনে বনে বিচরণপূর্ব্বক তাঁহাদের আনন্দবিধান করিতেছেন, ইহা গোপীগণ আদৌ জানিতে পারেন নাই। অথচ তিনি "প্রযুতঃ"—প্রকৃষ্ট স্নেহাতিশয্য বশতঃ তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সম্মিলিত। এক সময়ে অন্তের উপর আক্রম করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বৎস ও বৎসপালরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। একদা ব্রহ্মা ঐশ্বর্য্যদৃপ্ত হইয়া বৃন্দাবনস্থ বৎস ও বৎসপগণকে অপহরণ করিলে তাহাদের জননীগণের আনন্দবিধানের নিমিত্ত স্বয়ং যেরূপ তাহাদের অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অক্রূরের আহ্বানে যখন তিনি

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৮

কদাচন অন্যোপরি আক্রম্য বৎসরূপেণ গতঃ সন্নিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণা-নীতেষু বৎস বৎসপেষু তন্মাতৃরানন্দয়িতুং স্বয়ং যথা তত্তদ্রূপো বভূব এবমক্রূরেণ আহূতোপি অস্মানানন্দয়িতুং দ্বিতীয়ং রূপং কুতো ন ধত্তে ইত্যহো দৌর্ভাগ্যমস্মাকমিতি ভাবঃ। আস্তাম-স্মৎসদৃশীনাং দাসীনাং কথা, মাতরমপি কথমসাবুপেক্ষত ইত্যাহুঃ। অন্যেতি। অন্যা দেবকী মথুরায়াং বৎসমিব বৎসং স্বসখীপুত্রমেকং ভরতি পুষ্ণাতি। মাতা যশোদা ক্ষেতি বিয়োগ-দুঃখেন ক্ষীয়তে। অতোয়মেব নির্ঘৃণঃ কিমুত সহচরানং দেবানাং নৈষ্ঠুর্য্যমিত্যর্থঃ ॥৮॥

বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছেন তখন আমাদিগের (গোপীদিগের) আনন্দবিধানের নিমিত্তও কেন দ্বিতীয়স্বরূপ পরিগ্রহ করিতেছেন না? অহো! ইহা আমাদের পরম দুর্ভাগ্য! থাক্, আমাদের ন্যায় দাসীগণের কথা? কিন্তু কিরূপে জননীকেও উপেক্ষা করিতেছেন? কারণ "অন্যা"—দেবকী মথুরায় "বৎসং ভরতি" স্বীয় সখীপুত্রকে স্বপুত্র জ্ঞানে বিশেষ আদর-আপ্যায়নে লালন করিবেন আর "মাতা"—শ্রীযশোদা "ক্ষেতি" তাঁহার দর্শন অভাবে শোকে—তাপে ক্ষিণ্ণা হইবেন। অতএব তিনি স্বয়ংই যখন এমন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর তখন তাহার সহচর দেবগণের নিষ্ঠুরতার কথা আর কি বলিব?—সত্যই ইহা "দেবানাং একং মহদসুরত্বং" দেবগণের এক মহান্ অসুরত্ব ॥৮॥

আক্ষিৎ পূর্ব্বাস্বপরা অনূরুৎ সদ্যোজাতাসুতরুণীষ্বন্তঃ।
অন্তর্বতীঃ সুবতে অপ্রবীতামহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥৯॥ (১)

জারধবোপ্যয়মতিরূক্ষ ইত্যাহুঃ। আক্ষিদিতি। পূর্ব্বাসু পূর্ব্বং প্রতিগৃহীতাসু যুবতিষু বিষয়ে আক্ষিৎ। আসমন্তাৎ ক্ষিণোতীতি সর্ব্বপ্রকারেণ বিয়োগদুঃখদ ইত্যর্থঃ। অপরাসু তরুণীষু নিমিত্ত-ভূতাসু অনূরুৎ অনুরুধ্যতে ইত্যনুরুৎ তাসামনু-রোধং করোতি তাঃ পরিত্যজ্য অস্মান্ প্রতি নায়াতীত্যর্থঃ। কীদৃশীষু। সদ্যো জাতাসু। কুব্জাদয়ো হি জরঠাঃ কংসদাস্যঃ স্বামিদ্রোহিণ্যঃ কংসস্য অনুলেপনং কিঞ্চিৎ দত্তং সদ্য স্তরুণ্যঃ

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ জার হইলেও আমাদের যখন হৃদয়স্বামী তখন তিনি কেন আমাদের প্রতি এরূপ রুক্ষ ব্যবহার করিতেছেন? তিনি "পূর্ব্বাসু"—ইতিপূর্ব্বে যাঁহাদিগকে প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ব্রজযুবতীগণের সম্বন্ধে এক্ষণে "আক্ষিৎ"—সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বার বিয়োগ দুঃখপ্রদ হইতেছেন। "অপরাসু সদ্যোজাতাসু তরুণীষু"—অপর স্বামিদ্রোহিণী জরাগ্রস্তা কংসদাসী কুব্জাদি কংসের অনু-লেপন কিঞ্চিৎ দান করিয়া তৎক্ষণাৎ চার্ব্বাঙ্গী তরুণী হইয়াছিল, তাহাদের ন্যায় অপরা তরুণীগণ যে—"অনুরুৎ"—অনুরোধ করিবেন, সেই অনু-রোধ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিকট ত আর আসিবেন না। কিন্তু আমরা "অন্তঃ অন্তবর্ত্তী" হৃদয় মধ্যে উহাকে নিত্য ধ্যান করিতেছি এবং "অপ্রবীতা"—অনন্যগামিনী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমরা আর কাহাকেও স্বামী বলিয়া জানিনা। আমরা লজ্জা যবনিকা উন্মোচন পূর্ব্বক স্ব-পতি-পুত্রদিগকেও উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ্য-

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৮

ঋদ্ধ্যশ্চ জাতাঃ। বয়ং ত্বন্তর্ব্বতীঃ। অন্তর্নিত্যমেনমেব ধ্যায়ন্ত্য অবীতাঃ অনন্যগামিন্যঃ লজ্জা-যবনিকা মুমুচ্য স্বপতিপুত্রাদীন-বিগনয্য প্রকাশমেব এনমভিসৃতাঃ স্বৈকশরণাঃ তাদৃশীরস্মান্ সুবতে হিনস্তি। সুবতে ইত্যাত্মনেপদেন অস্মদ্বিংসাজন্যং দোষং অঙ্গীকুর্ব্বাণোঽয়ং শরণাগতোপেক্ষাদোষাদপি ন বিভে-তীতি উক্তম্। তত্র হেতুভূতানাং দেবানামিতি প্রাগ্বৎ॥৯॥

শয়ুঃ পরস্তাদধনু দ্বিমাতা বন্ধনশ্চরতি বৎস একঃ।

মিত্রস্য তাবরুণস্য ব্রতানি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।১০॥ (২)

ননু উপমাতরং যশোদাং পরিত্যজ্য সাক্ষাজ্জননীমানন্দয়তো মম কো দোষ ইতি "অন্যা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা" ইত্যযুক্তমুক্তম্। তথা কৌমারে অবিচারেণ চরতোঽপি প্রৌঢ়-

---

ভাবে উহাঁরই অভিসারিণী হইয়াছি এবং একমাত্র নিজজন বোধে উহাঁর শরণগ্রহণ করিয়াছি। অথচ তিনিই আমাদিগকে—"সুবতে" এরূপ দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিতেছেন। বরং তিনি আমাদের প্রতি হিংসাজনিত অপরাধ অঙ্গীকার করিয়া লইতেছেন, অথচ শরণাগতজনের উপেক্ষাজনিত অপরাধের ভয় করিতেছেন না। অতএব ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ইহা "দেবানাং একং মহদসুরত্বং" তাঁহার নিমিত্ত-ভূত দেবগণের এক মহা অসুরত্ব॥৯॥

যদি বল, উপমাতা যশোদাকে পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ জননী শ্রীদেবকীকে আনন্দিত করিতে দোষ কি? সুতরাং "অন্যা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা" এই যে কথা বলিতেছি ইহা অসঙ্গত হয় নাই। আবার কৌমার কালে অবিচার পূর্ব্বক যে আচরণ করিয়াছেন, তাহা এই বয়ঃ-

---

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৫৫।২৯

তায়াং বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরোধাৎ পূর্ব্বাসু স্ত্রীষ্বরুচিরুচিতৈবেতি "আক্ষিৎ পূর্ব্বাসু" ইত্যুক্তোপি দোষো নাস্তীত্যাশঙ্ক্য তমেব দোষং দ্রঢ়য়তি শয়ুরিতি। দ্বি মাতা দ্বয়োমাত্রোরপত্যভূতস্ত্বং শয়ুঃ শেতে এব ন তু কিঞ্চিৎ চলতি তাদৃশঃ উত্তানশায়ী ত্বং পরস্তাদ্ভুতো জাতঃ। অথ ইতি পক্ষান্তরশঙ্কায়াম্। নু নিশ্চিতং এক এব বৎসো ভবান্ অবন্ধনঃ স্নেহকারুণ্যবন্ধহীনশ্চরতি। অয়ং ভাবঃ। বলরামরূপেণ সামিগর্ভ এব মাতৃস্ত্যক্তবান্, কৃষ্ণরূপেণ জাতমাত্র এব ইতি অত্যন্তং ত্বং নিরনুক্রোশোসীতি। অহো আশ্চর্য্যং তাঃ তানি সত্বং মিত্রস্য বরুণস্য ব্রতানি

প্রাপ্তিতে অর্থাৎ প্রৌঢ়কালে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুরে পূর্ব্ব গৃহীতা রমণীগণের প্রতি অরুচি প্রকাশ করাও কোন দোষের বিষয় নহে। সুতরাং "আক্ষিৎ পূর্ব্বাসু"—এই উক্তিতেও ত কোন দোষ দৃষ্ট হইতেছে না ?—এই আশঙ্কা করিয়াই পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়রূপে দোষারোপ করিতেছেন -"ওহে ব্রজবল্লভ!" তুমি "দ্বিমাতা"—দুই মাতার অপত্যভূত হইয়া "শয়ুঃ"—শয়ান রহিয়াছ অর্থাৎ বিরাজ করিতেছ। কিছুমাত্র বিচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই এরূপ উত্তানশায়ী হইয়াই তুমি "পরস্তাৎ" পরে অথবা পরবশবর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। "অথ" —পক্ষান্তরে তুমিই "এক:নু বৎসঃ"—একমাত্র পুত্ররূপে—"অবন্ধন শ্চরতি"—স্নেহকারুণ্য-বন্ধন মুক্ত হইয়া বিচরণ করিতেছ। তুমি বলরামরূপে অর্দ্ধগর্ভেই জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছ, আবার শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মমাত্রই জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছ। অতএব তুমি অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাব প্রকাশ করিতেছ; অথচ বড়ই আশ্চর্য্য তুমিই—"তাঃ মিত্রস্য বরুণস্য ব্রতানি"—সেই মিত্র বরুণের ব্রতফলরূপে বিরাজ করিতেছ;

ব্রতফলস্বরূপোঽসি। ত্বা ইতি বিধেয়াপেক্ষং বহুত্বম্। মাতর্য্যপি নির্দ্দয়ত্বং প্রাপ্ত দেবাঃ ব্রতানি কুর্ব্বন্তি ইতি আশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ॥ ১০॥

দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সংম্রালন্বগ্রঞ্চরতি ক্ষেতি বুধ্নঃ।
প্ররণ্যানিরণ্যবাচো ভরন্তে মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥১১॥ (৩)

দ্বিমাতেতি। পুনস্ত্বং দ্বিমাতা হোতা ধর্ম্মসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ বিদথেষু সংগ্রামেষু সম্রাট্ স্বতন্ত্রঃ। ঈদৃশোপি অগ্রং পশ্চাদ্ভব· নন্দাদি অনুচরতি ভবান্ বুধ্নশ্চ বসুদেবাদি যাদববংশমূলভূতঃ ক্ষেতি ক্ষীয়সে। এবং বিপরীত কর্ম্মণোঽপি ভবতঃ রণ্যানি

অহো! মায়ের প্রতিই নির্দ্দয়ভাবপ্রকাশকারী দেবগণ ব্রতাচরণ করিতেছে!—ইহা ব্রত? না—সেই "দেবানাং একং মহদসুরত্বং"—দেবগণের ইহা এক মহান্ অসুরত্ব? ॥১০॥

গোপীগণ পুনরায় বলিতেছেন—তুমি—"দ্বিমাতা"—উভয় জননীর অপত্যভূত অথবা ভূলোক ও দেবলোক এই লোকদ্বয় নির্ম্মাতা, "হোতা" —ধর্ম্ম সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক, "বিদথেষু সম্রাট"—যুদ্ধ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীনরূপে বিরাজমান। তুমি এতাদৃশ হইয়াও "অগ্রং" —অগ্রভব শ্রীনন্দাদির "অনুচরতি"—পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিয়া থাক। তুমিই "বুধ্নঃ"—বসুদেবাদি যাদববংশের মূলভূত হইয়াও— "ক্ষেতি"—সেই যদুবংশই ধ্বংস করিয়াছ। এইরূপ বিপরীতকর্ম্মা হইলেও তোমার "ধন্যানি"—সেই রমণীয় কর্ম্ম সকলকে "রণ্যবাচঃ"— রমণীয় বাক্য-বিশিষ্ট কবিগণ বা মন্ত্রসকল "প্রভরন্তে"—প্রকৃষ্টরূপে চয়ন করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। কিন্তু এক্ষণে আমাদের

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৯

রমণীয়াণি কর্ম্মাণি রণ্যবাচঃ রমণীয়বাচঃ কবয়ো মন্ত্রা বা ভরতে প্রকর্ষেণ সংচিণ্বন্তি এতদেবাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥১১॥

শূরস্যেব যুধ্যতো অন্তমস্য প্রতীচীনন্দদৃশে বিশ্বমায়ৎ।
অন্তর্মতিশ্চরতি নিষ্বিধং গোর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১২॥ (৪)

নন্থ অশক্ততয়াহং বাল্যে মাতাপিত্রোঃ সেবাং কর্ত্তুং সন্নিধৌ বা স্থাতুং ন সমর্থোহভূবম্। ইদানীং তু তথা কর্ত্তুমনুচিতমিত্যাশঙ্ক্য বাল্যেঽপি মহান্তি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব কিমপ্যশক্যম্ নাসীদিত্যাহুঃ। শূরস্যেবেত্যাদিনা। অমি গত্যাদিকর্ম্মণি তম্যন্তি গ্লায়ন্তীত্যন্তমঃ উত্তানশায়ী। অমগত্যা-

সম্বন্ধে তোমার সেই কর্ম্মাঙ্গভূত—"দেবানাং একং মহদসুরত্বং—দেবগণের ইহা এক মহান্ অসুরত্ব ॥১১॥

যদি বল, বাল্যে অশক্ততা-প্রযুক্ত মাতাপিতার সেবা করিতে বা তাঁহাদের সান্নিধ্যে অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু এখন সেরূপ করা ত অনুচিত।"—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বাল্যেও ত মহান্ কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছেন, অতএব বাল্যে অসাধ্য কিছুই ছিল না। যখন "অন্তমস্য"—গমনাদি কর্ম্মে গ্লানিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ গমনাগমনে অশক্ত উত্তানশায়ী শিশু ছিলেন, তখন তোমার অন্তঃ"—মুখবিবর মধ্যে "বিশ্বং দদৃশে"—নিখিল বিশ্ব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সে দর্শন "প্রতীচীনং"—প্রতীচীভব অর্থাৎ পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী চন্দ্রের ন্যায় তোমার শরীরে নিখিল বিশ্ব অবস্থিত দৃষ্ট হইয়াছিল—দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় নহে। ফলতঃ উন্মুক্ত নয়নে প্রোজ্জ্বল অথচ সুন্দররূপেই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল যে, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড "আয়ৎ"—তোমারই অভিমুখে আসিয়া

(৪) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৯

দিষু এতৎ পূর্ব্বকাত্তমুগ্গানৌ ইত্যতঃ পচাদ্যচ্। তস্য শিশো-রপি তব অন্তর্মুখমধ্যে বিশ্বং দদৃশে। দৃশং প্রতীচীনং প্রতীচি ভবং ত্বৎ শরীরে এব স্থিতং ন তু দর্পণ ইব পরাবৃত্ত নয়নেন বহিষ্ঠং সন্দৃষ্টমিত্যর্থঃ। আয়ৎ আভিমুখ্যেন প্রবিশতীত্যায়ৎ। ত্বয়া স্বাত্মন্যুপসংহৃতম্। এতেন জগদুৎপত্তিলয়াধিষ্ঠানত্বং স্বতন্ত্রত্বং চ বাল্যেপি আসীৎ ইত্যুক্তম্। কীদৃশস্য শূরস্য। রামাদেরিব যুদ্ধ্যতঃ প্রহরতঃ পূতনাদীন্নিঘ্নত ইত্যর্থঃ। যতস্ত্ব-মেবম্বিধো হতস্ত্বয়ি গোমর্তিঃ নিষিধং যথা স্যাৎ তথা চরতি। গোস্তত্ত্বমস্যাদিবাচঃ সম্বন্ধিনী মতিঃ ব্রহ্মবিদ্যাখ্যা চেতোবৃত্তিঃ নিসেধতির্গত্যর্থঃ। অবগতিরহিতং যথা স্যাত্তথা প্রচরন্তি।

তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে, আর তুমি স্বায় আত্মাতে সেই অনন্ত বিশ্বের উপসংহার করিতেছ। অতএব বাল্যেও যে তোমার জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয়ত্ব ও স্বতন্ত্রত্ব বিদ্যমান ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার তুমিই—"যুদ্ধ্যতঃ শূরস্য ইব"—যুদ্ধশীল মহাশূর শ্রীবলরামাদির ন্যায় পূতনা প্রভৃতিকে নিধন করিয়াছ। তুমি এবম্বিধ অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন বলিয়াই তোমাতে বা তোমার সম্বন্ধে "গোমর্তিঃ"—তত্ত্ব-মস্যাদি বাক্যসম্বন্ধিনী মতি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাখ্যা চিত্তবৃত্তি—"নিঃষিধঃ"—অবিজ্ঞাতরূপে অর্থাৎ অবগতিরহিতরূপে "চরতি"—প্রচার করিয়া থাকে। ফলতঃ বৃত্তির বিষয়রূপে তুমি এরূপ দুর্জ্জেয় যে, শৃঙ্গগ্রাহিকা ন্যায় দ্বারাও তোমাকে আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। কোন দুর্দ্দান্ত বৃষের একটী শৃঙ্গ ধারণ করিতে পারিলে যেমন আর একটী শৃঙ্গ সহজেই ধারণ করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন দুরায়ত্ত বিষয়ের একদেশ আয়ত্ত করিয়া পরে অপর দেশ

বৃত্তিবিষয়ত্বেপ্যেবম্বিধ ইতি শৃঙ্গগ্রাহিকয়া গৃহীতুং ন শক্যতে। ফলাত্মত্বেনতদ্ব্যাপ্যত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। তং ত্বাং পরমপুরুষার্থভূতমপি অপহরতাং দেবানামিতি। প্রাগ্বৎ ॥১২॥

নিবেবেত্তিপলিতো দূত আস্বন্তর্মহাংশ্চরতি রোচনেন।

বপুংষি বিভ্রদভিনোবিচষ্টে মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১৩॥ (১)

এবং বিলপ্যাপি অক্রূরোপালম্ভপূর্ব্বকং স্বস্য কৃতার্থত্বমপি কুর্ব্বন্তি। নিবেবেতীতি। পলিতঃ জরঠোপ্যযুক্তকারীত্যাক্ষেপঃ দূতোক্রূরো নিবেবেতি ভৃশং বেগেন গচ্ছতীত্যর্থঃ। আস্বিতি। গম্যমানদিক্প্রদর্শনম্। এবমপি যং নয়তি

আয়ত্ত করা, এই ন্যায়ের বিষয়। কিন্তু ফলাত্মরূপে তাঁহার ব্যাপ্যাত্বের অভাব হেতু এই ন্যায় অনুসারে একদেশও আয়ত্তাধীন হয় না। সেই পরমপুরুষার্থভূত তোমাকে যখন অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে তখন সেই—"দেবানাং একং মহদসুরত্বং" দেবগণের ইহা এক মহা অসুরত্ব ॥১২॥

*

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এইরূপ বিলাপ করিয়া পরে অক্রূরকে তিরস্কার করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন—"বড়ই আক্ষেপের বিষয়! ঐ "দূতঃ"—কংস-প্রেরিত অক্রূর—"পলিতঃ"—পক্বকেশ বৃদ্ধ হইয়াও অন্যায় কার্য্য করিতেছেন। তিনি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া—"নিবেবেতি"—অতিশয় বেগে গমন করিতেছেন। "আসু"—(গম্যমান দিক্ প্রদর্শন করিয়া) ঐ যে ঐ দিকে যাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমাদের "অন্তশ্চরতি" হৃদয়-মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজ করেন এবং "রোচনেন মহান্"—স্বীয় রূপ মাধুর্য্যে

---

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৯

সোঽস্মাকমন্তশ্চরতি। রোচনেন স্বরূপেণ মহান্ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ। অতএব বপুংষি বৎস-বৎসপরূপাণি বিভ্রদয়মেব নোঽস্মান্ কর্ত্রাদিধর্ম্মকান্ ঋগ্‌ভিঃ অভিবিচষ্টে পশ্যতি প্রকাশয়তি। অতো যদ্যপ্যেবং কৃতার্থাঃ স্মঃ। তথাপি অস্মদীয়ং দৃষ্টসুখম্ অপহরতাং দেবানামিত্যাদি প্রাগ্বৎ ॥১৩॥

বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতিপাথঃ প্রিয়াধামান্যমৃতা দধানঃ।
অগ্নিষ্টাবিশ্বাভুবনানিবেদমহমহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১৪॥(১)

তদেব দৃশ্যং সুখমুপবর্ণয়ন্তি বিষ্ণুরিতি। বিষ্ণুঃ কৃষ্ণরূপী গোপালকাত্মকঃ পরমং পাবনং পাথঃ যামুনং জলং কালীয়-বিষদূষিতং পাতি কালীয়নিরসণেন রক্ষতি নির্দ্দোষং করোতি। ইদং চ ঐহিকসমস্তদুঃখহেতূপমর্দ্দোপলক্ষণম্। প্রিয়া প্রিয়াণি

সর্ব্বোৎকৃষ্ট। —"বপুংষি বিভ্রৎ" তিনিই বৎস ও বৎসপালাদির অনুরূপ দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে "নঃ"—আমাদিগকে—"অভি-বিচষ্টে"—কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিতেছেন। এইরূপে যদিও আমরা কৃতার্থা হইয়াছি; তথাপি আমাদের এই দৃষ্টসুখ অপহরণ-কারী "দেবানাং একং মহদসুরত্বং" দেবগণের ইহা এক মহা অসুরত্ব ॥১৩॥

অতঃপর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই মনোহর দৃশ্য পরমসুখে বর্ণন করিতে লাগিলেন —"গোপা বিষ্ণুঃ"—গোপালবেশধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ —"পরমং পাথঃ"—পরম পবিত্র যমুনার জল কালীয়া-বিষদূষিত হইলে— "পাতি"—কালীয়নাগকে নিরস্ত করিয়া তাহার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া-ছিলেন অর্থাৎ যমুনার জলকে নির্দ্দোষ করিয়াছিলেন। তিনি যে আমাদের সমস্ত ঐহিক দুঃখের কারণ বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা এই

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৯

ধামানি রম্যাণি স্থানানি অমৃতা অমৃতানি ব্রহ্মলোকাদীনি দধানঃ স্বশরীরে এব ধত্তে ইতি দধান শ্চতুর্দ্দশভুবনানামাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অগ্নিষ্টাবিশ্বাভুবনানি বেদ তানি সর্ব্বাণি ধামানি অগ্নিরস্মাকং। বিদজ্ঞানে ইতি ধাতোর্বেদ। অতোঽনেক-ব্রহ্মাণ্ডবীজগর্ভমহাফলস্থানীয়ং সমস্তং দৃষ্টদুঃখনিবারণং ভবন্ত-মপহরতাং দেবানামিতি। প্রাগ্বৎ। অত্র যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্রেত্যাদি শাস্ত্রোক্তং ভিন্নেষু অভেদানুসন্ধানং কৈবল্যস্য ব্যবহিতম্। ভবস্য প্রত্যক্ষত্বাদভেদস্য চাহার্য্যত্বাৎ। অভিন্নে তু ভেদকল্পনং কৈবল্যস্যাভেদ প্রত্যয়াধীনস্য সন্নিহিততরত্বং সংসারহেতোর্ভেদজ্ঞানস্য অস্মিন্বিপ্রকর্ষোস্তীতি। এতদেব

উপলক্ষণে অভিব্যক্ত হইল। তিনি -"প্রিয়াণি" - প্রিয়তম রম্যস্থান-সমূহ ও "অমৃতা"—ব্রহ্মলোকাদি—"দধানঃ" - স্বীয় দেহে ধারণ করিয়া-ছেন অর্থাৎ তিনিই চতুর্দ্দশভুবনের আশ্রয়। "বিশ্বাভূবনানি"—সেই নিখিল বিশ্ব—সেই নিখিল রমাধাম এক্ষণে আমাদের পক্ষে—"অগ্নিষ্টা" মহাতাপপ্রদ অগ্নির স্বরূপ—"বেদ"—জানিও। অতএব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-বীজগর্ভ মহাকাল স্বরূপ ও সমস্ত দৃষ্টদুঃখনিবারণ, আপনাকে যাহারা অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন সেই—"দেবানাং একং মহদসুরত্বং—দেবগণের ইহা এক মহান্ অসুরত্ব।

এস্থলে "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্রেত্যাদি" এই ভগবদুক্তি অনুসারে ভিন্ন বস্তুতে অভেদানুসন্ধান মোক্ষের অন্তরায় বলিয়াই কথিত হইয়াছে। কারণ জগৎ প্রত্যক্ষ, তাহাতে অভেদের আরোপ সিদ্ধ হয় মাত্র। সুতরাং অভিন্ন বস্তুতে ভেদ কল্পনেই অভেদ-প্রত্যয়াধীন মোক্ষের সন্নিকর্ষ সিদ্ধ হয় এবং ইহাতেই সংসারহেতুভূত ভেদজ্ঞানের বিপ্রকর্ষ ঘটিয়া

"সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি" ইতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধমস্মাভিঃ শ্রূয়ত ইতি ভাবঃ ॥১৪॥

নানাচক্রাতেযম্যা বপুংষিতয়োরন্যদ্রোচতে কৃষ্ণমণ্যুং ।

শ্যাবীচযদরুষীচ স্বসারৌ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১৫॥ (২)

অহো মহাশ্চর্য্যম্। গচ্ছতোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ মাতৃভ্যামপি নিবারণং ন কৃতমিত্যাহুঃ। নানেতি। শ্যাবি কৃষ্ণবর্ণা যশোদা অরুষী অরুণা রোহিণী। এতে উভে স্বসারৌ ভগিন্যাবপি যতঃ যম্যা স্বেনানয়িতুং যোগ্যে দামবন্ধনবপুষী রামকৃষ্ণ শরীরে। বহুত্বং ছান্দসম্। নানা পৃথক্ চক্রাতে বিক্ষিপ্তবত্যৌ। অন্যতরাপি স্বং পুত্রমহং ন প্রেষয়ামীতি অসহনং করোতি

থাকে। অতএব "সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি" এই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ বাক্যই আমরা শ্রবণ করিয়াছি; ইহাই তাৎপর্য্য ॥১৪॥

অহো বড়ই আশ্চর্য্য! রামকৃষ্ণ মথুরা গমন করিতেছেন অথচ তাঁহাদের জননী নিবারণ করিতেছেন না।—"শ্যাবী—শ্যামাঙ্গী শ্রীযশোদা, এবং "অরুষী"—অরুণবর্ণা রোহিণী ইঁহারা উভয়েই—"স্বসারৌ"—পরস্পর ভগিনী স্বরূপা "যৎ"—যেহেতু "যম্যা"—তাঁহারা উভয়েই—"বপুংষি"—দামবন্ধনাঙ্গ রামকৃষ্ণদ্বয়কে নিজে নিজেই ফিরাইয়া আনিতে যোগ্য, এবং সেজন্য উভয়েই "নানা চক্রাতে"—পৃথক পৃথক্ বিবিধ কৌশলজাল নিক্ষেপ করিতে পারেন। আবার উভয়ের মধ্যে পাছে একজন মনে করেন, আমি নিজপুত্রকে পাঠাইব না; এস্থলে সেরূপ মনে করিবারও সম্ভাবনা নাই, কারণ, উঁহারা উভয়েই একত্র অবস্থান করিতেছেন। "তয়ো"—সেই উভয় জননীর মধ্যে এক-

---

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।১।৩০

চেদুভয়োরপ্যত্রাবস্থানং ভবেদিতি ভাবঃ। তয়োঃ স্বস্রোর্মধ্যে একস্যৈ যশোদায়ৈ অন্যৎ একং কৃষ্ণং বপুঃ রোচতে। পরিশেষাৎ অন্যদেকং বপুঃ অকৃষ্ণং গৌরং একস্যৈ রোহিণ্যৈ রোচতে। অতস্তয়োরপি স্নেহবিচ্ছেদং কারয়তাং দেবানাম্ মহদেকমসুরত্বম্॥ ১৫ ॥

মাতা চ যত্র দুহিতা চ ধেনূ সবর্দুঘে ধাপয়েতে সমীচী।
ঋতস্য তে সদসীলে অন্ত র্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥১৬॥ (৩)

মাতেতি। যত্র যস্মিন্ বপুর্দ্বয়ে সন্নিহিতে মাতা চ গৌঃ দুহিতা চ গৌঃ। তে উভে অপি ধেনূ দোগ্ধ্র্যাবেব ভবতঃ ন তু মাতুর্জ্জরার্ত্তত্ব মদোগ্ধ্রীত্বং বা আয়াতীত্যর্থঃ। সবর্দুঘে ক্ষীরদৌগ্ধ্র্যৌ সবরিতি ম্লেচ্ছেষু ক্ষীরনামেতি প্রাঞ্চঃ। সগর্ভায়া

জনের অর্থাৎ শ্রীযশোদার নিমিত্ত "কৃষ্ণং রোচতে" শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ দেহ দীপ্তি পাইতেছে এবং "অন্যৎ"—শ্রীরোহিণীর নিমিত্ত এক অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরদেহ শ্রীবলরাম দীপ্তি পাইতেছেন। অতএব সেই উভয় জননীর স্নেহ-বিচ্ছেদ-সংঘটনকারী—"দেবানাং মহদেকমসুরত্বং"—দেবগণের ইহা এক মহান্ অসুরত্ব ॥১৫॥

"যত্র"—যে বপুর্দ্বয়ের অর্থাৎ রামকৃষ্ণের সন্নিহিত "মাতা চ দুহিতা চ,'—গো-মাতা ও গো-দুহিতা সকল ছিল, সেই রামকৃষ্ণ উভয়েই সেই ধেনুসকলের দোগ্ধ্রা অর্থাৎ দুগ্ধদোহনকারী। জননী জরাগ্রস্তা—দুগ্ধদোহনে অশক্ত বলিয়া যে তাঁহারা দোগ্ধ্রা, এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। যেহেতু, তাঁহারা উভয়েই "সবর্দুঘে"—ক্ষীর দোহনকারিণী; "সবঃ"—শব্দ যে ক্ষীরবাচী তাহা সম্প্রদায় বিশেষে কথিত। সেই গো-

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩.৩৩০

নামেতি তু প্রসিদ্ধং। তেষ্বেব তেন গর্ভধারণদশায়ামপি ক্ষীরপ্রদেশ ইতি গম্যতে। ধাপয়েতে লোকান্ বৎসাংশ্চ পায়য়তঃ। সমীচী দোগ্ধৃণামনুকূলে। তত্র মাতা দুহিতেতি চ জাত্যভিপ্রায়েণৈকবচনম্। তে উভে অপি ঋতস্য বেদস্য সদসীব সদসি অধিষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণাখ্যে ব্রহ্মণি অন্তঃস্থিত ইতি শেষঃ। অতএব ঈলে স্তৌমি। অয়ং ভাবঃ। কৃষ্ণাভি-ধ্যানানাং গবাদীনাং জরাদিকং নাসীৎ। অতঃপরং তদ্বিয়ো-গেন তস্তাসাং দুর্ব্বারমিতি। ব্রজস্য উৎকর্ষমসহমানানাং গোদ্রুহাং মহদ্দেবাণামিতি। প্রাগ্বৎ ॥১৬॥

অন্যস্যাবৎসংরিহতী মিমায়কয়া ভুবানিদধে ধেনুরূধঃ।
ঋতস্য সা পয়সাপিন্বতেলা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১৭॥ (১)

অন্যস্যা ইতি। অন্যস্যাঃ ধেনোঃ বৎসং রিহতী লিহন্তী

মাতা ও গো-দুহিতা সকল সগর্ভা অবস্থাতেও দুগ্ধপান করিয়া থাকে এবং "ধাপয়েতে"—বৎসগণকে ও লোকগণকে দুগ্ধপান করাইয়া থাকে; সুতরাং তাহারা "সমীচী"—দোহনকারীর অনুকূল। এস্থলে মাতা ও দুহিতা শব্দ জাত্যভিপ্রায়ে একবচনান্ত হইয়াছে, "তে"—তাহারা উভয়েই "ঋতস্যপদসি"—"বেদের অধিষ্ঠানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে "অন্তঃ"—অন্তর্নিহত। অতএব ঈলে"—তাহাদিগকে স্তুতি করি। শ্রীকৃষ্ণের অভিধ্যান করায় ব্রজস্থ গবাদির জরামরণাদি বিদ্যমান নাই। এক্ষণে সেই শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগে ব্রজস্থ গবাদির জরামরণাদি অবশ্যম্ভাবী। ব্রজের এই উৎকর্ষ যাঁহাদের একান্ত অসহনীয় সেই গোদ্রোহী—"দেবানাং একং মহদসুরত্বং" দেবগণের ইহা এক মহা অসুরত্ব ॥১৬॥

কোন্ ধেনু "অন্যস্যাঃ বৎসং রিহন্তী"—অপর ধেনুর বৎসকে জিহ্বা

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩৷৩৷৩০

কা ধেনুঃ ঊধঃ ক্ষীরাশয়ং নিদধ প্রস্রাবিণং ধৃতবতী। ন কাপীত্যর্থঃ। অপি চ কয়া ভুবা মিমায় মিতবতী স্বমূধঃ ভূপর্য্যন্তং কং দেশং নিনায়। কচিদপি দেশে কালে বা ইদং ন জাতামিত্যর্থঃ। ব্রজেতু বৎসেষু বৎসপেষু চ ব্রহ্মণা নীতেষু মায়ায়াঃ বৎসং শ্রীকৃষ্ণং লিহন্তী সর্ব্বাপি ধেনুঃ ভুবা সংযুতম্ ঊধো নিদধে। বাৎসল্যাতিশয়াদিতি ভাবঃ। (ক) সা ইলা ঊধস্বতী ধেনুঃ ঋতস্য সত্যস্য সম্বন্ধিনাং পয়সা সাক্ষাৎব্রহ্ম-রসানন্দাত্মকেন ক্ষীরেণ অপিন্বত অতর্পয়ৎ। ব্রজস্থং ব্রহ্মাস্মত্তোপনয়তাং দেবানাং মহদেকমসুরত্বম্ ॥১৭॥

দ্বারা লেহন করে? এবং কোন্ "ধেনু" ইবা "ঊধঃ"—দুগ্ধাশয়কে প্রস্রবণের ন্যায় "নিদধে"—ধারণ করে? কোন ধেনুই না। অপিচ "কয়া ভুবা মিমায়"—কোন্ দেশের ধেনু স্বীয় ঊধঃ (পালনে) ভূ-পরিমিত করিয়া থাকে অর্থাৎ কোন্ দেশের ধেনুর দুগ্ধাশয় ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে? কোনদেশে কোনকালে এরূপ জন্মে নাই। ব্রহ্মা ব্রজধামে বৎস ও বৎসপালগণকে অপহরণ করিলে সকল ধেনুই মায়া-বৎসরূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্বস্ববৎসজ্ঞানে লেহন করিতে থাকে এবং সেই সময়ে বাৎসল্যাতিশয্যবশতঃ তাহারা ভূতলচুম্বী ঊধঃ ধারণ করিয়া-ছিল"—"সা ইলা" সেই অপূর্ব্ব ঊধঃ বিশিষ্টা ধেনুসকল "ঋতস্য পয়সা"—সত্যসম্বন্ধি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরসানন্দাত্মক দুগ্ধ দ্বারা "অপিন্বত"—সকলের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন, সেই ব্রজস্থ পরম ব্রহ্মাকে যাঁহারা আমাদিগের নিকট হইতে লইয়া যাইতেছেন সেই "দেবানামেকং মহদসুরত্বং" দেব-গণের ইহা এক মহা অসুরত্ব ॥১৭॥

(ক) শ্রীভাগবতে ১০।১৩।৩১

পন্থাবস্তে পুরু রূপাবপুংষ্যুংধ্বর্বা তস্থৌত্র্যবিং রেরিহাণা।
ঋতস্য সদ্মবিচরামি বিদ্বান্ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥১৮॥(২)

পন্থেতি। পন্থা যা তু অভিসারিণীভিরভিসর্ত্তু যোগ্যা তে তব মূর্ত্তিরূর্দ্ধ্বা সর্ব্বসংসার বহির্ভূতাপি পরজনার্থং পুরুরূপা বহুরূপাণি ধত্তে ইত্যর্থঃ। তাভ্যোন্যা মূর্ত্তিরূর্দ্ধ্বা অভিসরিণীভিরস্পৃষ্টা মধ্যে তস্থৌ স্থিতা। রাসক্রীড়াপ্রসঙ্গে ইত্যর্থঃ। কীদৃশানি বপুংষি। ত্র্যবিংরেরিণাত্রীন্ প্রদেশান্ অবতি প্রকাশয়তীতি ত্র্যবিঃ পার্শ্বদ্বয়ং পুরোভাগশ্চেতি ত্রয়ং প্রকাশয়ন্তী দৃষ্টিঃ তাং রেরিহাণা লেলিহানা। ত্রিষ্বপি প্রদেশেষু স্থিত্বা গ্রসমানেত্যর্থঃ। রসমণ্ডলে হি একৈকস্যাঃ গোপিকায়াঃ পার্শ্বদ্বয়ে কৃষ্ণদ্বয়মেকা চ মধ্যে সর্ব্বাসাং সাধারণেতি প্রদেশত্রয়স্থা কৃষ্ণমূর্ত্তেঃ প্রদেশত্রয়গামিনী দৃষ্টিঃ

"পন্থা"—যাহা অভিসারিণী ব্রজরামাগণ কর্ত্তৃক অভিসার যোগ্যা সেই "তে"—তোমার শ্রীমূর্ত্তি "ঊর্দ্ধা"—সর্ব্বসংসার বহির্ভূতা হইয়াও সাধু ভক্তজনের নিমিত্ত "পুরুরূপা"—বহুবিধরূপ ধারণ করেন। রাসমণ্ডলে বহুমূর্ত্তি প্রকাশের মধ্যে অপর এক মূর্ত্তি সেই অভিসারণীগণের অস্পৃষ্ট রূপে মধ্যস্থলে "তস্থৌ"—অবস্থিতি ছিল। সেই "বপুংসি"—তোমার শ্রীমূর্ত্তি "ত্র্যবিং রেরিহানা"—পার্শ্বদ্বয় ও পুরোভাগ এই প্রদেশত্রয়কে প্রকাশ করি এমন দৃষ্টি লেহন করিয়াছিল। ফলতঃ আমরা তোমার অপাঙ্গ দৃষ্টি দ্বারা প্রদেশত্রয় হইতে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। রাসমণ্ডলে একএকটী গোপীকার পার্শ্বদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের দুই মূর্ত্তি এবং মধ্যস্থলে সকলের সাধারণরূপে একমূর্ত্তি, এই প্রদেশত্রয়স্থিতা শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির

---

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।৩।

সর্ব্বাত্মনা গ্রসতে ততোঽন্যদগোচরং কিমপি ন ভবতীত্যর্থঃ। যত এবং রূপাণি বস্তে অতঃ ঋতস্য বেদস্য যজ্ঞাদের্বা সদ্ম অধিষ্ঠানং সমর্পণস্থানং বা পরং ব্রহ্মাহং বিদ্বান্ বিচায়ামি বিশেষেণ জানামি। বিদ্বানিতি কৃষ্ণতাদাত্ম্যাভিমানাৎ স্ত্রীভাবং বিস্মৃতবতী গোপী আত্মানং পুংলিঙ্গেন বিশিনষ্টি। যদ্যপ্যেবম্। তথাপি দেবানাং মহদসুরত্বম্। অস্মৎ উৎকর্ষাসহত্বাৎ ॥১৮॥

পদে ইবনিহিতদস্মে অস্তস্তয়োরন্যদ্গুহ্যমাবিরস্যঃ।
সধ্রীচীনা পথ্যা সাবিষূচী মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥১৯॥ (৩)

পদে ইবেতি। অস্যামেব রাসক্রীড়ায়াং সর্ব্বাঃ গোপীঃ পরিত্যজ্য একাং গৃহীত্বা কিঞ্চিদ্দূরং গতবান্ ভগবান্ তাং চ

প্রদেশত্রয়াগামিনী দৃষ্টি সকলেরই আত্মাকে গ্রাস করিয়াছিল, সুতরাং তখন অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যেহেতু তুমি এই প্রকারেই স্বরূপকে "বস্তে"—আচ্ছাদন করিয়া থাক। অতএব 'ঋতস্য' বেদের বা যজ্ঞাদির "সদ্ম"—অধিষ্ঠান বা সমর্পণ স্থান স্বরূপ পর ব্রহ্ম বলিয়া তোমাকেই আমি "বিদ্বান্"—জ্ঞানবতী "বিচায়ামি" বিশেষরূপে জানি।"—এস্থলে কৃষ্ণতাদাত্ম্য অভিমান বশতঃ স্ত্রীভাব বিস্মৃত হইয়া এই গোপীটী আপনাকে পুরুষভাবে "বিদ্বান্" বলিয়া বিশেষিত করিতেছেন। যদিও আমরা এইরূপে কৃতার্থা হইয়াছি, তথাপি "দেবনামেক মহদসুরত্বং" দেবগণের ইহা এক মহান্ অসুরত্ব, যেহেতু আমাদের এই উৎকর্ষ তাঁহাদের পক্ষে একান্ত অসহনীয় ॥১৮॥

এই রাসক্রীড়ায় সকল গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া এক প্রধানা

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।১০

শ্রান্তামালক্ষ্য স্কন্ধে সমারোপিতবান্। ততঃ তামপি গর্ব্বিতাং পরিত্যজ্য গতবানিতি স্মর্য্যতে। তত্রেতরাং ভগবন্তং মৃগয়ন্ত্যো বদন্তি। পদে ইবেতি। পদে গমনসূচকে পাংস্বষু স্পষ্টীভূতে দ্বিজান্ দ্বয়োর্গমকে। দৃশ্যেতে ইতি শেষঃ। কীদৃশী তে। দস্মে ক্রীড়াগৃহরূপে বনে অন্তঃমার্গমধ্যে নিহিতে স্থাপিতে। তয়োর্দ্বয়োঃ পদয়োর্মধ্যে অন্যদেকং পদং গুহ্যং গুপ্তং জাতম্। তেনানুমীয়তে—যামসৌ নীতবান্ তামসৌ স্কন্ধে আরোপিতবান্ ইতি। অতএবান্যপদং আবিঃ সুস্পষ্টম্। ভারবত্বাৎ। অতঃ সা ধন্যা যা কৃষ্ণসধ্রীচীনা সহগামিনী, যতঃ পথ্যা পথোনপেতা কৃষ্ণমার্গাদস্মদ্বদাপ ভ্রষ্টা এবং ভূতাপি সা কৃষ্ণেন ত্যক্তা সতী বিষুচী বিষক্ ইতস্ততোঞ্চতি কৃষ্ণমন্বেষ্টুং গচ্ছতীতি

গোপীকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিছুদূর গমন করিতে করিতে তাঁহাকে পরিশ্রান্তা দেখিয়া স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তারপর তাঁহাকে গর্ব্বিতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অদৃশ্য হন। তাহাতে অন্যান্য গোপীগণ সেই ভগবান্‌কে অন্বেষণ করিতে করিতে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—এই যে আমাদের হৃদয়-বল্লভ প্রিয়তমার সহিত গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের "পদে"—পদচিহ্ন স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হইতেছে। ঐ যে "দস্মে অন্তঃ"—ক্রীড়াগৃহরূপ বনপথের মধ্যে "নিহিতে"—নিহিত রহিয়াছে। এই যে এখানে "তয়োঃ—তাঁহাদের উভয়ের পদাঙ্কের মধ্যে "অন্যৎ"—একের পদাঙ্ক "গুহ্যং—অদৃশ্য হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, যাঁহাকে তিনি লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই তিনি স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। "অন্যৎ"—অন্য পদাঙ্ক "আবিঃ" —ভারবহনের নিমিত্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অতএব "সা" গোপিকাই

বিষূচী। দৃশ্যত ইতি শেষঃ। অতঃ একস্যা অপ্যুৎকর্ষমসহ-
মানানাং দেবানামিতি প্রাগ্বৎ ॥১৯॥

আধেনবো ধুনয়নন্তামশিশ্বীঃ সবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ।
নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবন্তী র্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥২০॥ (১)

আধেনব ইতি। যেষাং দেবানামস্মাসু মহদেকমসুরত্বং
তান্ ধেনবঃ আধুনয়ন তাং আ সমন্তাৎ কম্পয়ন্তে। কৃষ্ণ-
বিয়োগাতুরাঃ ধেনুর্দৃষ্ট্বাপি তেষাং কম্পোভূৎ এতা উদীক্ষ্য
বা তে দয়াং কুর্ব্বন্ত্বিতি ভাবঃ। কীদৃশ্যঃ। অশিশ্বীঃ অবালাঃ।
সবর্দুঘা ইতি। পূর্ব্ববৎ। শশয়াঃ। শে দেবানাং কল্যাণে

ধন্যা,—যিনি "সধ্রীচীনা" শ্রীকৃষ্ণের সহগামিনী; কিন্তু আবার তিনি—
"পথ্যা"—কৃষ্ণমার্গ হইতে আমাদের ন্যায়ই অপভ্রষ্টা হইয়াছেন। এইরূপে
তিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া—"বিষূচী"—ঐ দেখ, আমাদেরই
ন্যায় ইতস্তত কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব এক-
জনেরও উৎকর্ষ যাঁহাদের অসহনীয় সেই "দেবানাং একং মহদসুরত্বং"
দেবগণের ইহা এক মহান্ অসুরত্ব ॥১৯॥

যে দেবগণ আমাদের প্রতি এরূপ মহাঅসুরত্ব প্রকাশ করিতেছেন,
সেই দেবগণকে—"ধেনবঃ"—ধেনু সকল "আধুনয়ন্তাং"—সম্যক্প্রকারে
কম্পান্বিত করিতেছে অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিয়োগ-বিধুরা ধেনুগণকে দেখিয়া
তাহাদের কম্প উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং উহাদিগকে দেখিয়াও
তোমার দয়া করা কর্ত্তব্য। সেই ধেনু সকল "অশিশ্বী"—নিতান্ত
অল্পবয়স্কা নহে,—সবৎসা, "অপ্রদুগ্ধাঃ"—অক্ষীণরসা অর্থাৎ প্রচুর রস-
বতী, "সবর্দুঘাঃ"—দুগ্ধদোহনযোগ্যা অর্থাৎ দুগ্ধবতী এবং "শশয়াঃ"—

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।৩১

নিমিত্তে শেরতে তাঃ শশয়াঃ। দশবিধহবিঃ প্রদানেন দেবাস্তর্পয়ন্ত্য ইত্যর্থঃ। নব্যা নব্যাঃ। স্তুত্যাস্তুত্যাঃ যুবতয়শ্চ ভবন্তীর্ভবত্যঃ অত্যন্ত গুণবত্যঃ। উপকারাচ্চ ধেনূর্দ্বিষন্তো দেবাঃ কৃতঘ্নত্বভয়াদ্বা উদ্বিজতামিত্যর্থঃ ॥২০॥

যদন্যাসু বৃষভো রোরবীতি সো অন্যস্মিন্যূথেনিদধাতিরেতঃ।
স হি ক্ষপাবান্ সভগঃ সরাজা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥২১॥(২)

যোঽস্মাকং বল্লভঃ স এবাস্মাসু প্রতিকূলো জাতঃ। দেবাস্তদেকাকারাঃ সর্ব্বা অস্মদিন্দ্রিয়বৃত্তীঃ পশ্যন্তেপি ন তমস্মদর্থে প্রার্থয়ন্তে ইত্যেতাবতৈবোপালভ্যন্তেস্মাভিরিত্যাহুঃ। যদন্যাস্বিতি। যৎ যঃ বৃষভো মহান্ অন্যাসু বৃষস্যন্তীষু গোষ্বিব

দেবগণের কল্যাণের নিমিত্ত বর্ত্তমানা অর্থাৎ দশবিধ হবিঃপ্রদান দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিবিধানকারিণীরূপে বিদ্যমানা। "নব্যা নব্যাঃ"—প্রশংসার্হা ও অপ্রবীণা ; সুতরাং "যুবতয়ঃ''—তরুণ-বয়স্কা এবং "ভবন্তী" —অত্যন্ত গুণবতী। এমন উপকারী ধেনুগণের প্রতি যাহারা কৃতঘ্নতার ভয়ে দ্বেষ প্রকাশ করিতেছে এবং আমাদিগকেও উদ্বেজিত করিতেছে সেই "দেবনামেকং মহদসুরত্বং" দেবগণের ইহা এক মহা অসুরত্ব ॥২০॥

"যিনি আমাদের হৃদয়-বল্লভ তিনিই আমাদের প্রতি প্রতিকূল। যদিও তাঁহারই অঙ্গীভূত দেবগণ, সকলেই আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিস্বরূপ দেখিতেছি, তথাপি তাহারা সেই প্রিয়তমের নিকট আমাদের জন্য কিছুই প্রার্থনা করিতেছে না।"—এইরূপ অনুযোগ করিয়া গোপীগণ বলিতেছেন—"যৎ বৃষভঃ''—যিনি মহান্ হইয়াও—"অন্যাসু" অপর বৃষ

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।৩১

অস্মাসু রোরবীতি মুরলীবাদনাদিশব্দং করোতি। তেনাস্মান্ রত্যুন্মুখীঃ করোতি। স এবাস্মান্ বিহায় অন্যস্মিন্ যুথে স্ত্রীকদম্বে রেতো নিদধাতি। অন্যাভ্যো রতিং প্রযচ্ছতি। তেন প্রভুণা বঞ্চিতাঃ বয়ং কমন্যং শরণং ব্রজেমহি। যতঃ স এব ক্ষপাবান্ চন্দ্র, স এব ভগঃ সূর্য্যঃ, স এব সর্ব্বাসাং প্রজানাং রাজা স্বতন্ত্রঃ। তস্মাদবয়বভূতাং স্তৎপরিসরর্ত্তিনো দেবানেব উপালভামহ ইত্যর্থঃ ॥২১॥

বীরস্যনুস্বশ্ব্যং জনাসঃ প্র নু বোচাম বিদুরস্যদেবাঃ।
ষোল্হাযুক্তাঃ পঞ্চপঞ্চাবহন্তি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥২২॥(৩)

যস্মাদয়ং স্বতন্ত্রস্তস্মাদেনমনুকূলয়িতুম্ অস্মৈবগুণান্ কীর্ত্ত-

সঙ্গাভিলাষিণী ধেনুগণের ন্যায় আমাদের উদ্দেশে "রোরবীতি"—মুরলী বাদনাদি শব্দ করেন এবং সেই মুরলী শব্দে আমাদিগকে প্রেমোন্মুখী করেন, "সঃ"—তিনিই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া "অন্যস্মিন্ যুথে" অন্যরমণীগণের যুথে "রেতঃ নিদধাতি"—রতি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই প্রভু কর্তৃক বঞ্চিতা আমরা আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব? যেহেতু "স হি ক্ষপাবান্"—তিনিই চন্দ্র—"স ভগঃ"—তিনিই সূর্য্য,এবং "সঃ"—তিনিই নিখিল জীবের "রাজা"—সুতরাং তিনি কাহারও বশীভূত নহেন—স্বতন্ত্র। অতএব তাঁহার অবয়বভূতা দেবগণকে আমরা এই কারণে অনুযোগ করিতেছি যে, তাঁহারা আমাদের জন্য তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা করেন নাই,—"দেবানা মেকং মহদসুরত্ব" দেবগণের ইহা এক মহা অসুরত্ব ॥২১॥

ইনি যখন স্বতন্ত্র রাজা তখন ইহাঁকে অনুকূল করিবার নিমিত্ত ইহাঁর

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।৩১

য়াম ইত্যাহুঃ। বীরস্যেতি। অস্য বীরস্য নু নিশ্চিতং স্বশ্ব্যং শোভনাশ্বত্বমিত্যুপলক্ষণং শোভনায়ুধত্বাদেঃ। ভো জনাসঃ প্রকর্ষেণ নু নিশ্চিতং কিং বোচাম কাস্মাকং শক্তিরস্তীত্যাশয়াঃ কিং তর্হি অয়মস্তুত্য এব নেত্যাহুঃ। অস্য এনং দেবাঃ বিদুঃ ন তু বয়ং তত্ত্বতো বিদ্ম ইত্যর্থঃ। যত এনং ষোল্হাযুক্তা পঞ্চপঞ্চাবহন্তি পঞ্চপঞ্চবিংশতিসংখ্যাভিমতভোক্ত্রাত্মসহিতাঃ তত্ত্বাভিমানিনো দেবাঃ ষোঢ়া ষড়্ভিঃ প্রকারৈর্যুক্তাঃ রথিরথ সারথি-প্রগ্রহ-হয়-গোচর-রূপেণ বদ্ধাঃ সন্তঃ এনং সাক্ষিণম্ আবহন্তি তং তং বিষয়দেশং প্রাপয়ন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ (ক) —"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং

গুণ কীর্ত্তন করা উচিত, এই মনে করিয়া গোপীগণ বলিতেছেন— "ভো জনাসঃ!"—হে জনগণ! "বীরস্য নু স্বশ্ব্যং"—এই বীরের শোভন অশ্ব ও শোভন আয়ুধাদির বিষয় আমরা প্রকৃষ্ট রূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব, সে শক্তি আমাদের আছে কি?—তবে কি তিনি অস্তুত্য অর্থাৎ আমাদের স্তুতির বিষয় নহেন? না, তাহা নহে। "অস্য"—ইহাঁকে বা ইহাঁর বিষয় "দেবাঃ বিদুঃ"—দেবগণই ভালরূপ জানেন, কিন্তু তত্ত্বতঃ আমরা কিছুই জানি না। যেহেতু "ষোলহাযুক্তাঃ পঞ্চপঞ্চা-বহন্তি"—পঞ্চবিংশতিসংখ্যাভিমত কর্ম্মফলভোক্তা আত্মাসমন্বিত তত্ত্বাভিমানী দেবগণ, ষড়বিধরূপে অর্থাৎ রথ, রথী সারথী, প্রগ্রহ, অশ্ব ও গোচররূপে আবদ্ধ হইয়া এই সাক্ষীস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সেই সেই বিষয়কে প্রাপ্ত করাইয়া দেন। তাই কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে

(ক) কঠোপনিষদি ৩।৩

স্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ” ইতি। আত্মাদি ভোক্তৃংতানাং মিথঃ সম্বন্ধং দর্শয়তি। এবমেব বিদ্বাংসো দেবাঃ অস্মভ্যম্ অপ্যেতদ্ বিজ্ঞানাং প্রযচ্ছন্তীতি। মহদিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥২২॥

দেবস্ত্বষ্টাসবিতাবিশ্বরূপঃ পুপোষপ্রজাঃপুরুধা জজান।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥২৩॥ (১)

ভগবজ্জ্ঞানং লব্ধুং শক্তির্নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহুঃ। দেব ইতি। অস্য সম্বন্ধী একো দেবঃ ত্বষ্টা সবিতা জগৎপ্রসবকর্ত্তা অতএব বিশ্বরূপঃ পুরুধা বহুপ্রকারেণ প্রজাঃ ভৌতিকীঃ ইমাঃ ইমানি

—“আত্মানং রথিনামিত্যাদি।” অর্থাৎ জীবাত্মাকে রথী ও দেহকে রথ বলিয়া জানিবে। বুদ্ধিকে সারথী ও সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) স্বরূপ জানিবে। ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব স্থানীয় জানিবে এবং সেই ইন্দ্রিয়গণই বিষয়পথে বিচরণ করিয়া থাকে। বিবেকীগণ দেহেন্দ্রিয় মনোযুক্ত আত্মাকেই ভোক্তা বলিয়া থাকেন।” এই বাক্যে আত্মা ও ভোক্তার পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে সুবিজ্ঞ দেবগণ আমাদিগকে এই বিজ্ঞান প্রদান করেন। কিন্তু সেই দেবগণ যখন আমাদের জন্য কোন প্রার্থনা করিতেছেন না, তখন সেই— “দেবানামেকং মহদসুরত্বং” দেবগণের ইহা এক মহা অসুরত্ব ॥২২॥

আমাদের ভগবৎ জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি নাই, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“দেবঃ”—ইহাঁরই সম্বন্ধীয় একদেব “ত্বষ্টা”—ত্বষ্টৃ নামক দেবতা, “সবিতা”—জগৎ প্রসবকর্ত্তা, অতএব “বিশ্বরূপ”—নিখিল বিশ্ব তাঁহারই রূপ, “পুরুধা প্রজাঃ”—বহুবিধ ভৌতিক জীবের

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।৩১

বিশ্বাঃ সর্ব্বাণি চতুর্দ্দশভুবনানি জজান পুপোষ চ। যস্মাদেক এব দেবোঽস্য ফলোপমস্যাবয়বঃ। স ঈদৃক্কর্ম্মা কিমুত সর্ব্বে যদনুগ্রহং কুর্য্যুস্তদা তজ্জ্ঞানং সুলভমেব স্যাৎ। অতো নিরনুগ্রহাণাং দেবানাং মহদেকমসুরত্বমেকম্ ॥২৩॥

মহীসমৈরচ্চম্বাসমীচী উভে তে অস্য বসুনান্যৃষ্টে।
শৃণ্বেবীরোবিন্দমানো বসূনি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥২৪॥(২)

দিব্য দৃষ্ট্যা পশ্যন্তো ভাবিনাপি কর্ম্মণা ভগবন্তং স্তত্বোপালভন্তে। মহীতি। মহত্যৌ চম্বৌ কৌরবপাণ্ডবসেনে সমীচী অন্যোন্যং সম্মুখে সমৈরৎ সম্যক্ প্রেরিতবান্ তে উভে অপি

স্বরূপ, "ইমা চ বিশ্বাঃ ভুবনানি"—এই নিখিল চতুর্দ্দশভুবন "জজান পুপোষ চ"—উৎপাদন করিয়াছেন এবং পোষণ করিতেছেন। অতএব এই একটী দেবতা ফলোপম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্বরূপমাত্র হইয়াও যখন ঈদৃশ কর্ম্ম করিয়া থাকেন তখন সকল দেবতার কথা কি? তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে ভগবৎ জ্ঞানলাভ ত নিশ্চয়ই সুলভ হইয়া থাকে। অতএব তাঁহারা যখন অনুগ্রহ করিতেছেন না, তখন সেই "দেবানামেকং মহদসুরত্বং" দেবগণের ইহা এক মহা অসুরত্ব ॥২৩॥

দিব্য দৃষ্টি দ্বারা ভগবানের ভাবী কর্ম্ম দর্শন সূচনা করিয়া ভগবানের স্তুতিছলে এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন—"মহী চম্বা"—মহতী কৌরব-পাণ্ডব-সেনার—"সমীচী"—পরস্পর সম্মুখে—"সমৈরৎ"—যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন—"তে উভে" সেই উভয় সেনাদলই "অস্য"—এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের "বসুনান্যৃষ্টে"—বলদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এবং নিখিলের পরিচালক হইয়াও এই

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।৩১

অস্য বসুনা বলেন ন্যৃষ্টে প্রচলিতে এবং সর্ব্বচালকোপ্যয়ং বীরঃ বসুনি সংগ্রামে জয়লব্ধানি ধনানি বিন্দমানো লভমানঃ শৃণবে শ্রুত ইতি মহৎ মহান্তমীশ্বরে অভিন্নেপি ভেদং কল্পয়তাং দেবানামিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥২৪॥

ইমাঞ্চনঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপক্ষেতিহিতমিত্রোণ রাজা।
পুরঃসদঃ শর্ম্মসদো নবীরা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥২৫॥ (১)

ইমামিতি। ইমাং পৃথিবীং বিশ্বং ধায়তেস্যামিতি বিশ্বধায়াস্তম্। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা। বহুভারাক্রান্তাং চ নোস্মাকং ধারয়িত্রীম্ উপক্ষেতি উপেত্য পালয়তি। হিতমিত্রঃ ন হিতমিত্রমিব রাজা রঞ্জকঃ হিতঃ শ্রেয়োর্থী পুণ্য-প্রবর্ত্তনেন

"বীরঃ"— বীরপুরুষ, "বসুনি" যুদ্ধে জয়লব্ধ ধনসমূহ "বিন্দমানঃ"— লাভ করিয়াছিলেন, 'শৃণবে'—ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। এই মহাপুরুষ পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন হইলেও, যাঁহারা ভেদ-কল্পনা করিয়া থাকেন সেই "দেবানামেকং মহদসুরত্বং" দেবগণের ইহা এক মহা অসুরত্ব ॥২৪॥

"ইমাং বিশ্বধায়া"—এই বহুভারাক্রান্ত—"চনঃ"—এবং আমাদের ধারয়িত্রী—"পৃথিবীং"—ধরণীকে—"উপক্ষেতি"—সমীপস্থ হইয়া পালন করিয়া থাকেন—অর্থাৎ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া পালন করেন। "হিতমিত্রঃ ন রাজা"—তিনি হিতকরী মিত্রের ন্যায় আমাদের রঞ্জক। অর্থাৎ শ্রেয়োর্থীরূপে পুণ্যধর্ম্মপ্রবর্ত্তনপূর্ব্বক ভারাপহরণ করিয়া সাধুজনকে দুঃখসাগর হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। যদিও দুষ্কৃতজনের নিগ্রহের নিমিত্তও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, তথাপি যাঁহারা—

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।৩১

মিত্রং দুঃখাৎ ত্রাণকৃৎ। ভায়াপহরণেনেতি বিবেকঃ। যদ্যপি খলনিগ্রহ প্রয়োজনেনাপি সুকৃতং ভবত্যেব। তথাপি শর্ম্মসদঃ কুশলার্থং সীদন্তঃ সমাসনাঃ পরম কল্যাণকারিণো ব্রহ্মলোকে পুরঃসদ: ব্রহ্মসমীপস্থায়িনঃ নতু বীরাঃ মৃতা অপি। কিমুত জীবন্ত ইত্যর্থঃ। তেনাস্মৎত্রাণজং ফলমুপেক্ষ্য স্বকার্য্যে শত্রুনিগ্রহে কৃষ্ণং যোজয়তাং দেবানামিত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥২৫॥

নিষিধ্বরীস্ত ওষধীরুতাপোরয়িংত ইন্দ্র পৃথিবী বিভর্ত্তি।
সখায়স্তে বামভাজঃ স্যামমহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥২৬॥ (২)

নিষিধ্বরীরিতি। নিশ্চয়েন গন্ত্বরীঃ। ষিধুগত্তাবিত্যস্মাৎ ক্বরপ্। ওষধীরোষধয়শ্চ তে তবৈব উত আপঃ আপোপি

"শর্ম্মসদঃ"—কল্যাণের নিমিত্ত সমাসীন অর্থাৎ পরম কল্যাণকারী তাঁহারা ব্রহ্মলোকে "পুরঃ সদঃ" ব্রহ্মসমীপে অবস্থান করেন; কিন্তু "বীরাঃ"—বীরপুরুষগণ জীবিতাবস্থায় দূরে থাক, মরণান্তেও ব্রহ্ম-সামীপ্যলাভ করিতে পারেন না। অতএব আমাদের পরিত্রাণ জন্য ফলকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা স্বকার্য্যে শত্রু-নিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়োজিত করিতেছেন, সেই—"দেবানামেকং মহদসুরত্বং"—দেবগণের ইহা এক মহা অসুরত্ব॥২৫॥

"হে ইন্দ্র!"—হে গোবিন্দ! "নিষ্‌ষিধ্বরী"—তোমাকে নিষেধ করিলেও তুমি নিশ্চয় গমন করিবে। এই যে "ওষধী" ওষধীসকল উহা "স্তঃ" তোমারই "উত"—এমন কি "আপঃ" জল পর্য্যন্ত তোমারই, "রয়িং"—নিখিল ধনরত্ন তোমারই নিজের এবং "পৃথিবী বিভর্ত্তি"—পৃথিবী যাহা কিছু ধারণ করে, তৎসমুদায় তোমারই। অতএব

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।৩১

ত্বৈবেব ত্বয্যা রয়িং ধনং চ তে তবৈব স্বভূতং হে ইন্দ্র পৃথিবী বিভর্ত্তি যৎকিঞ্চিৎ পৃথিবী ধারয়তি তৎসর্ব্বং তদীয়মেব॥ অতস্ত্বং বসূনি জয়সীত্যতদমুক্তম্। অথাপি যৎ কিঞ্চিৎ ব্যাজেন অস্মাংস্ত্যজসি যদি তর্হি যত্ত্বাং প্রার্থয়ামস্তদস্মভ্যং দেহীত্যাশয়েনাহুঃ। সখায় ইতি। তে তব সিদ্ধেশ্বর-স্যোপাসনাদৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তাঃ বয়ং সখায়ঃ। "তং যথাযথো-পাসতে তথেতঃ প্রেত্য ভবতি"। ইতি শ্রুতেঃ (ক)। ত্বৎ সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা নিরস্ত স্ত্রীভাবাঃ অতএব সখায়ঃ তব মিত্রাণি সন্তঃ বামম্ উপাসনাফলমৈশ্বর্য্যং ভজন্তি তে বামভাজঃ স্যাম ভবেম। ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চেতি শাস্ত্রোক্তন্যায়েন (খ)

তুমি ধনসমূহ জয় করিতেছ, ইহা তোমার অযুক্ত। তবে যদি কোন ছলে আমাদিগকে পরিত্যাগই কর, তাহা হইলে তোমার নিকট আমরা যাহা প্রার্থনা করিতেছি, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমিই পরমেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তোমার উপাসনা পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া আমরা "তে সখায়"—তোমার সখাস্বরূপ হইয়াছি। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন—"তং যথাযথোপাসতেহত্যাদি"—তাঁহাকে (শ্রীভগবানকে) যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেই সেই ভাব লইয়া তাহার লোকান্তর ঘটে। অতএব তোমার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া আমাদের স্ত্রীভাব নিরস্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার সখাস্বরূপ আমরা—"বামভাজং স্যাম্"—উপাসনাফল রূপ ঐশ্বর্য্যভজনাকারী হইব। বেদান্তে উক্ত হইয়াছে—"ভোগমাত্র-সাম্যলিঙ্গাশ্চেতি" জীবের কেবল ভোগবিষয়েই ভগবৎসাম্য প্রদর্শিত

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষদি ৩।১৪।১

(খ) বেদান্তদর্শনে ৪।৪।২১

বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥২৮॥ (২)

অক্রূর জপ্যং ষড়ক্ষরমন্ত্রং দর্শয়তি। বিষ্ণোরিতি। বিষ্ণোবীর্য্যাণি বীর্য্যোপলক্ষিতং কামম্। বহুত্বং পাশন্যায়ে নাবয়বাভিপ্রায়ম্। বাচ্যবাচকয়োরভেদাত্তৎপ্রতিপাদকং শব্দং প্রবোচং প্রোক্তবানস্মি। তমেব দর্শয়তি। য ইতি। যো বিষ্ণুঃ কং ককারং পার্থিবানি রজাংসি চ বিমমে। কমিতি ব্যঞ্জনমাত্রং বিস্বরম্। অতো বিভক্তিস্বর এবাত্র শিষ্ট ইত্যনুদাত্তম্। পৃথিবী দেবতা যেষাং তানি পার্থিবানি। বহুত্বং পূজায়াম্। তেন লমিতি পৃথিবীবীজমুদ্ধৃতং ভবতি।

এই ভূতলে দর্শন পুরাণে উক্ত হয় নাই। এস্থলে এহ এক রাধস্ বা পরমা সম্পত্তির দর্শনেই সর্ব্বকর্ম্ম-ফলপ্রাপ্তি স্যচিত হইয়াছে ॥২৭॥

অতঃপর অক্রূর জপ্য ষড়ক্ষর মন্ত্র প্রদর্শন করিতেছেন—অর্থাৎ এই শ্লোকে কামবীজ উদ্ধার করিতেছেন—"বিষ্ণোঃ বীর্য্যাণি"—ভগবানের বীর্য্যোপলক্ষিত সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন কাম অর্থাৎ বাচ্য-বাচক অভেদ হেতু তৎপ্রতিপাদক শব্দকে "প্রবোচং"—প্রকাশ করিতেছি। যথা—"যঃ" —যে ভগবান্ বিষ্ণু "কং"—এই বিস্বর অর্থাৎ স্বরবর্ণ সংযোগরহিত ককারকে—"পার্থিবানি রজাংসি চ বিমমে"—পার্থিব বস্তু সংযোগে অভীষ্ট প্রদানে রঞ্জকরূপে শব্দিত করিয়াছিলেন। পৃথিবী দেবতা যাহাদের তাহাদিগকে পার্থিব বলা যায়; এস্থলে গৌরবে বহুবচন হইয়াছে। অতএব ইহাতে "ল" এই পৃথিবী বীজ উদ্ধার করা হইল। ককারের সহিত এই পার্থিব অর্থাৎ 'ল' কার একত্র সংযোগ করিয়া

---

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।২।২৪

রঞ্জয়ন্তি ইষ্টপ্রদানেতি রজাংসি রঞ্জকানি বিমমে শব্দিতবান্। একীকৃত্যেতি শেষঃ। যশ্চ শব্দস্য প্রমাতা উত্তরং উৎকৃষ্টতরং সধস্থং স্থানম্ অধিষ্ঠানম্ অস্কভায়ৎ স্তম্ভিতবান্। তেন "তত্ত্বাত্মানঃ স্মৃতাঃ স্পর্শামকারঃ পুরুষো যতঃ" ইতি স্মৃতের্মকারমপ্যত্রাবরুদ্ধবান্। এবং ককারলকারমকারেষূদ্ধৃতেষু ঈকারমুদ্ধরতি। ত্রেধা বিচক্রমণি উরুগায় ইতি। অস্মিন্নেব মাতৃকারূপে জগদণ্ডে ত্রেধা বিক্রমমাণঃ ত্রীন্‌বর্ণান্ অ, আ, ই এতান্ লঙ্ঘয়ন্ চতুর্থঃ উরূগায়ো দীর্ঘতয়া গেয়ঃ ঈকারঃ তদ্রূপোয়মিত্যর্থঃ। অত্র যদ্যপি উদ্ধারক্রমে মকারাৎপরতঃ ঈকারো দৃশ্যতে। তথাপি ঈকারস্য উত্তরমিতি বিশেষণাত্ততঃ পূর্ব্বত্বম্। তেন ককারলকারমকারসংঘাত্মকং কামবীজমুদ্ধৃতং ভবতি॥ ২৮॥

শব্দিত করিয়াছিলেন "যঃ"—যে শব্দের প্রমাতা—"উত্তরং"—উৎকৃষ্টতর—"সধস্থং" অধিষ্ঠানকে "অস্কভায়ৎ"—স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ইহাতে স্মৃতি বর্ণিত "মকারও" উহার সহিত অবরুদ্ধ বুঝাইতেছে। এইরূপে ক্+ল্+ম্ উদ্ধার করা হইলে এক্ষণে ঈ-কার উদ্ধার করা যাইতেছে। "ত্রেধা বিচক্রমাণ"—ইহাতে মাতৃকারূপে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে ত্রিধারূপে বিক্রমশালী ত্রিবর্ণ—অ, আ, ই—এই তিন বর্ণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চতুর্থ—"উরুগায়" দীর্ঘরূপে গেয় অর্থাৎ ঈ-কার তাহার রূপ। এস্থলে যদিও উদ্ধারক্রমে মকারের পর ঈকার দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি ঈকারের উত্তর"—এই বিশেষণ থাকায় মকারের পূর্ব্বে উহার অবস্থিতিও সূচিত হইয়াছে। অতএব উদ্ধৃত বর্ণসংখ্যাতে ক্+ল্+ঈ+ম্—"ক্লীং"—এই কামবীজ উদ্ধৃত হইল॥২৮॥

প্রতিদ্বিষ্ণুস্তবতেবীর্য্যেণমৃগোনভীমঃ কুচরোগিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষুত্রিষুবিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥ ২৯ ॥ (১)

প্রতিদিতি। বিষ্ণুবীর্য্যেণ কামবীজেন সহ উচ্চারিতং তৎ পদং প্রস্তবতে প্রকর্ষেণ স্তৌতি। তৎ কিম্। যস্য বাচ্যোর্থঃ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা ইতি। যথা ভীমো ভয়ঙ্করঃ মৃগঃ সিংহস্তদ্বৎ দুষ্টান্ মর্দ্দয়তীত্যর্থঃ। কুচরঃ কৌ পৃথিব্যাং ভূতপূর্ব্বঃ ভুবি কৃতাবতারঃ দীর্ঘং শব্দং মুরলীরবং কুর্ব্বাণো বা, গিরিষ্ঠাঃ গিরৌ গোবর্দ্ধনে তিষ্ঠতীতি তাদৃশঃ। তেন কৃষ্ণ ইতি পদং লক্ষ্যতে। যদ্যপি গিরিষ্ঠত্বং রুদ্রস্য নৃসিংহস্য চাস্তি। তথাপি তয়োর্বীর্য্য সাহচর্য্যাভাবান্নাত্র গ্রহণং যুজ্যতে। যস্য বিষ্ণোর্বামনাবতারে উরুষু মহৎসু ত্রিষু

"বিষ্ণু বীর্য্যেণ"—কামবীজের সহিত উচ্চারিত "তৎ" তাঁহার পরম পদকে "প্রস্তবতে"—প্রকৃষ্টরূপে স্তব করিয়া থাকেন। তিনিই —"কুচরো"—পৃথিবীতে অবতার গ্রহণ করিয়া দীর্ঘশব্দ অর্থাৎ মুরলীধ্বনি করিয়াছিলেন, "ভীমঃ ন মৃগঃ"—তিনি ভয়ঙ্কর সিংহের ন্যায় দুষ্টগণকে বিমর্দ্দিত করেন এবং "গিরিষ্ঠাঃ"—শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতে অবস্থান করেন। এই সকল বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ পদকেই নির্দ্দেশ করিয়াছে। যদিও এইরূপ গিরিষ্ঠত্ব মহাদেব ও নৃসিংহদেবেরও আছে, তথাপি তাঁহাদের বীর্য্য-সাহচর্য্য এস্থলে না থাকায় তাঁহাদিগকে এস্থলে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। "যস্য" যে ভগবানের বামনাবতারে— "উরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষু"—অতি মহান্ ত্রিপাদ বিক্ষেপে "বিশ্বাভুবনানি" —নিখিল ভুবন অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লোককে—"অধিক্ষিয়ন্তি"—সংক্ষেপ

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।২।২৮

পাদবিক্ষেপেষু বিশ্বা ভুবনানি চতুর্দ্দশলোকাঃ অধিক্ষিয়ন্তি সংক্ষিপ্যন্তে তাবৎমধ্যেধিবসন্তীতি বা ॥ ২৯ ॥

প্রবিষ্ণবেশূষমেতুমন্মগিরিক্ষিত উরুগায়ায়বৃষ্ণে।
য ইদং দীর্ঘং প্রয়তং সধস্থমেকোবিমমেত্রিভিরিৎ-
পদেভি ॥ ৩০ ॥ (২)

চতুর্থীনমঃ শব্দাবুদ্ধরতি। প্রবিষ্ণব ইতি। তস্মৈ গিরিষ্ঠায় বিষ্ণবে শূষং সর্ব্ব প্রসবসমং সৎ মন্মতেঽনেনেতি মন্ম হৃদয়ং প্রৈতু প্রকর্ষেণ গচ্ছতু। অত্র হৃদয়মিতি নমঃ শব্দ উচ্যতে। তৎসংযোগাদ্বিষ্ণব ইতি দ্বিতীয়াস্থানে চতুর্থ্যাঃ বিধানাৎ কৃষ্ণ শব্দাচ্চতুর্থী গ্রাহ্যা। কৃষ্ণায় নমঃ ইত্যুদ্ধৃতং ভবতি। গিরি-ক্ষিতে গোবর্দ্ধন নাথায় উরুগায়ায় মহাকীর্ত্তয়ে বৃষ্ণে অভিমত-

করিয়া স্বীয় পাদবিক্ষেপের অন্তভূ ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব ঋকে "ক্লীং" এই বীজ উদ্ধার করিয়া এই ঋকে "কৃষ্ণ" এই পদোদ্ধার করা হইল ॥২৯॥

অতঃপর এই ঋকে ষড়ক্ষর মন্ত্রের চতুর্থী বিভক্তি ও নমঃ শব্দের উদ্ধার করা হইতেছে। "বিষ্ণবে"—সেই গোবর্দ্ধনস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি "শূষং"—সর্ব্বপ্রসবসম "মন্ম"—সদসৎমননশীল হৃদয় "প্রৈতু"—প্রকৃষ্টরূপে প্রধাবিত হউক। এস্থলে "হৃদয়" এই বাক্যে নমঃ শব্দ সূচিত হইয়াছে। তাহারই সংযোগে বিষ্ণু শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি স্থানে "বিষ্ণবে" চতুর্থীর বিধান হইয়াছে। অতএব এই রীত্যনু-সারে কৃষ্ণ শব্দেও চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণীয়। সুতরাং এক্ষণে "কৃষ্ণায় নমঃ" এই বাক্যের উদ্ধার হইল। সেই "গিরিক্ষিত"—গোবর্দ্ধনপতি

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২।২।২৪

ফলবর্ষুকায় যো বিষ্ণুঃ ইদং দীর্ঘং মহৎ বাচ্যং বাচকং চ প্রযতং প্রকর্ষেণ নিগৃহীতং সৎ সধস্থং জনানাং বিদ্যানাং বা স্থানং ভুবনকোশং বাঙ্ময়ং চ একো বিমমে ত্রিভিরেব পদৈঃ প্রক্রমৈঃ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ইত্যন্তৈর্ব্বা পরিমিতবান্ তস্মৈ মন্ম এবেতি সম্বন্ধঃ। অস্যৈব মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যম্ "আস্যজানন্তোনামচিদ্বিবিক্তনম্" ইত্যন্তৈর্মন্ত্রৈঃ কথ্যত ইতি মুক্তি কামৈরয়মুপাস্যঃ।৩০॥

ইতি শ্রীমৎ পদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদা ধুরন্ধর বংশাবতংস গোবিন্দসূরি সূনো নীলকণ্ঠস্য কৃতৌ সোদ্ধৃত-মন্ত্রভাগবত ব্যাখ্যায়াং মন্ত্ররহস্য-প্রকাশিকা-য়ামক্রূরকাণ্ডস্তৃতীয়ঃ ॥ ৩ ॥

"উরুগায়"—মহাকীর্ত্তিশালী "বৃষ্ণে"—অভিমতফলবর্ষী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবিষ্ট হউক। "যঃ"—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "ইদং দীর্ঘং"—এই যে মহান্ বাচ্য বাচক-"প্রয়তং"—প্রকৃষ্টরূপে নিগৃহীত এবং "সধস্থং"—জীবের ও নিখিল বিদ্যার স্থান স্বরূপ ভুবন কোষ ও বাঙ্ময় স্বরূপ মন্ত্রকে "একঃ" শ্রেষ্ঠরূপে "ত্রিভিঃ ইৎপদেভিঃ"—ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ এই ত্রিপদ বিশিষ্ট করিয়া "বিমমে"—পরিমিত করিয়াছেন সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য "আস্য জানন্তো নাম" * ইত্যাদি মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। ইহা মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের দ্বারাই উপাস্য ॥৩০॥

ইতি শ্রীমন্ত্রভাগবত ব্যাখ্যানুবাদে তৃতীয় কাণ্ড ॥৩॥

* এই মন্ত্রটী শ্রীহরিভক্তি বিলাসের ১১শ, বিলাসে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের নিত্যত্ব প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে।

চতুর্থ কাণ্ডঃ

যুবং বস্ত্রাণি পীবসাবসাথে যুবোরচ্ছিদ্রামন্তবোহসর্গাঃ।
অবাতিরতমনৃতানিবিশ্ব ঋতেনমিত্রাবরুণাসচেথে ॥ ১ ॥ (১)

অথ মথুরা প্রবিষ্টয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ রজকমালাকারাদিষু নিগ্রহানুগ্রহাদিকমাহ। যুবমিতি। ভো মিত্রাবরুণৌ পূর্ব্ব-পশ্চিমৌ অন্তর্যামি সূত্রাত্মনৌ "যো দেবানাং নামধা এক এব" ইতি সর্ব্বদৈবতনামভিস্তয়োরভিধেয়ত্বস্য প্রাগেব দর্শিত-ত্বাৎ যুবং বস্ত্রাণি পরকীয়ানি পীবসা বলেন বসাথে স্বাং তনুং ছাদয়েথাম্। কংসস্য রজকং হত্বা তদীয়ানি বাসাংসি বলাৎ গৃহীতবন্তাবিতি প্রসিদ্ধম্। যথা যুবোঃ যুবয়োঃ মন্তবঃ মান-

অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরানগরে প্রবেশপূর্ব্বক রজক মালাকারাদিকে যে নিগ্রহানুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এই ঋকে বর্ণিত হইতেছে। "ভো মিত্রাবরুণৌ!" হে অন্তর্যামীন্! হে সূত্রাত্মন্! হে রামকৃষ্ণ! ("যো দেবানাং নামধা এক এব"—ইত্যাদি মন্ত্রে সকল দেবতার অভিধেয়ত্ব যে ইহাদের উভয়েতেই পর্য্যবাসত তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে) "যুবং বস্ত্রানি"—তোমরা উভয়ে পরের বস্ত্র সকল —"পীবসা"—বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া "বসাথে"—নিজেদের অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়াছ। প্রসিদ্ধ আছে রামকৃষ্ণ কংসের রজককে হত্যা করিয়া তদীয় বস্ত্রসকল বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। "যুবোঃ" —আবার তোমাদের উভয়ের "মন্তবঃ"—মাননীয়রূপে "সর্গাঃ"— দিব্য অঙ্গানুলেপনাদি করিয়া মালাকার ও কুব্জাদি– "অচ্ছিদ্রাঃ"

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২.২।২২

য়িতারঃ সর্গাঃ সৃজন্তি দিব্যাঙ্গানুলেপনাদীনীতি সর্গাঃ মালাকারকুব্জাদয়ঃ অচ্ছিদ্রাঃ পূর্ণাঃ। জাতা ইতি শেষঃ। আত্মলাভাদেব পূর্ণত্বং ভবতি নান্যথেতি তে কৃতকৃত্যা জাতা ইত্যর্থঃ। তথা বিশ্বা ঋকার উদয়ে কংথাবকারমিতি সংহিতায়াং হ্রস্বত্বং বিশ্বঋতেনেতি। সর্ব্বাণি অনৃতানি আত্মনি গোপত্বং দ্রুমিলপুত্রে কংসে চ যাদবত্বং মল্লমতঙ্গজাদিষু ভয়ঙ্করত্বম্ ইতি এতানি অবাতিরতং তীর্ণবন্তৌ। তথা ঋতেন স্বীয়েন সত্যেন যাদবত্বেন সচেথে সঙ্গতবন্তৌ। গোপচ্ছদ্ম বিহায়েতরাংশ্চানৃত প্রধানান্নিহতবন্তাবিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ইন্দ্রোবিশ্বৈর্বীর্য্যৈঃ পত্যমানউভেআপ প্রোরোদসীমহিত্বা।
পুরন্দরো বৃত্রহা ধৃষ্ণুষেণঃ সংগৃভ্যান আভরাভূরিপশ্বঃ ॥২॥(২)

তত্র কংসবধ প্রকারমাহ ইন্দ্র ইতি। ইন্দ্রঃ বিশ্বৈঃ

পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছিল। আত্মসাক্ষাৎকার লাভেই পূর্ণত্ব লাভ হয়, অন্যথা হয় না : সুতরাং তাহারা কৃত-কৃতার্থ হইল। "বিশ্ব অনৃতানি অবাতিরতম"—অনন্তর তাঁহারা দুইভাই অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করিয়া সমস্তই মিথ্যাভূতরূপে প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা নিজেই আত্মগোপন পূর্ব্বক দ্রুমিল পুত্র কংসের নিকট যাদবরূপে এবং মল্ল মতঙ্গজাদির নিকট ভয়ঙ্কররূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। এইরূপে 'ঋতেন' আপনাকে সত্যই যাদবরূপে যে প্রকাশ করিলেন ইহা 'সবেথে' —প্রকৃতই সঙ্গত হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহারা গোপবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর অসত্যপ্রধান সকলকে নিহত করিয়াছিলেন ॥১॥

তন্মধ্যে কংসবধের বিষয় কথিত হইতেছে—"ইন্দ্রঃ"—শ্রীকৃষ্ণ—

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৩।৩।২৮

কৃৎস্নৈঃ বীর্য্যৈঃ বলৈঃ পত্যমানঃ পতন্। অর্থাৎ মঞ্চাদধঃ পাতিতস্য কংসস্যোপরি পতভীতি পুরাণাল্লভ্যতে। মহিত্বা মহত্ত্বেন উভে রোদসী দ্যাবা। পৃথিব্যৌ আপপ্রৌ পূরিতবান্। ত্রৈলোক্যস্য স্বান্তর্গতস্য ভারং ক্ষিপ্তবানিত্যর্থঃ অতএব পুরং শরীরং দারয়তীতি পুরন্দরঃ শক্রশরীর বিদারকঃ এবঞ্চ বৃত্রহা ধর্ম্মপিধাতুঃ কংসস্য হন্তা। ধৃষ্ণুর্বিশ্বপালনক্ষমো সেনাসমূহো যস্য স ধৃষ্ণুষেণঃ। এবম্ভূতঃ ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ ত্বং মহাবিষ্ণো ভূরিপশ্বঃ বহূন্ পশুপ্রায়ান্ অসুরান্ সংগৃভ্যা সংগৃহ্যেত্যর্থঃ। নঃ অস্মান্ আভরা সাকল্যেন পালয় ॥ ২ ॥

যশস্করং বলবন্তং প্রভুত্বং তমেব রাজাধিপতির্বভূব।
সংকীর্ণনাগাশ্বপতির্নরাণাং সুমঙ্গল্যংসততং দীর্ঘমায়ুঃ ॥৩॥ (৩)

"ঋষভং মাসমানাম্" ইতি মন্ত্রে প্রাগুদাহৃতং (ক) রাজ-

"বিশ্বৈবীর্য্যৈঃ"—সমস্ত বলের সহিত "পত্যমানং"—পতিত হইয়া অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ হইতে ভূতলে নিপাতিত কংসের উপর পতিত হইয়া— "মহিত্বা"—মহত্ত্বের দ্বারা "উভে রোদসী"—অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীমণ্ডল— "আপপ্রৌ" পূর্ণ করিলেন অর্থাৎ স্বীয় অন্তর্গত ত্রিলোকের ভার তাহার উপর নিক্ষিপ্ত করিলেন। অতএব তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) "পুরন্দরঃ" —শক্রশরীর-বিদারক—"বৃত্রহা"—ধর্ম্মাবরক কংসের হন্তা—"ধৃষ্ণুষেণ" —বিশ্বপালনক্ষম সেনাবিশিষ্ট সেই পরমেশ্বর মহাবিষ্ণু আপনি— "ভূরিপশ্বঃ"—পশু প্রায় বহু অসুরকে—সংগৃভ্যা"—সংহার করিয়া "নঃ" আমাদিগকে—"আভরা"—সর্ব্বতোভাবে পালন কর ॥২॥

প্রথম কাণ্ডোক্ত ১১শ মন্ত্রে যে রাজ্যপ্রার্থনা উদাহৃত হইয়াছে;

(৩) কোন বেদে পাইলাম না—ইহা বৈদিক ভাষাও নহে।

(ক) প্রথম খণ্ডে ১১ মন্ত্রে।

রাজ্য প্রার্থনং তদধুনা শক্রাদয়ঃ কৃষ্ণায় সম্পাদয়ন্তীত্যাহ। যশস্করমিতি। দ্বিতীয়া প্রথমার্থে। রাজাধিপতিঃ নরাণাং মধ্যে যশস্করো বভূব। যদ্বা বলবান্ যশস্করঃ প্রভুত্ববাংশ্চ স রাজাধিপতিঃ বভূবেত্যর্থঃ। স এব সংকীর্ণনাগা শ্বপতিঃ সন্ নরাণাং সততং সুমঙ্গল্যং দীর্ঘমায়ুশ্চ দত্তবান্ ॥ ৩ ॥

যো ধর্ত্তা ভুবনানাং য উস্রাণামপীচ্যা বেদনামানিগুহ্যা।
স কবিঃ কাব্যা পুরুরূপং দ্যৌরিব পুষ্যতি নভং তামন্যকে
সমে ॥ ৪ ॥ (১)

যো ধর্ত্তেতি। যো বিষ্ণুঃ ভুবনানাং ভুরাদীনাং ধর্ত্তা যশ্চ উস্রাণাং গবাং অপীচ্য অপীচ্যানি রম্যাণি তত্তৎগুণ-বিশেষীকৃতানি নামানি বেদ জানীতে গুহ্যা গুহ্যানি। যথোক্তং

তাহাই সম্প্রতি শক্রাদি, কৃষ্ণের নিমিত্ত সম্পাদন করিতেছেন - যিনি "রাজাধিপতি"—রাজার রাজা তিনি "নরানাং"—মনুষ্যগণের মধ্যে "যশস্করঃ বভূব"—যশস্কর হইয়াছিলেন। অথবা যিনি "বলবন্তং যশস্করং প্রভুত্বং"—বলবান্ যশস্কর ও প্রভুত্ববান্ তিনি রাজাধিপতি হইয়াছিলেন. তিনিই "সঙ্কীর্ণ নাগা"—ব্যাপকশ্রেষ্ঠ—"স্বপতিঃ"—নিখিল মঙ্গলকারণ হইয়া—"নরাণাং" মনুষ্যগণের "সততং সুমঙ্গলং দীর্ঘ-মায়ুষঃ"—নিরন্তর কল্যাণ ও চিরায়ু দান করেন ॥৩॥

"যঃ ভুবনাং ধর্ত্তা"—যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই নিখিল ভুবনকে ধারণ করিয়া আছেন, "যঃ"—যিনি "উস্রাণাং"—ধেনু সকলের 'অপীচ্য'—রমণীয়—"নামানি" তাঁহাদের গুণবিশেষ ব্যঞ্জক নামনিচয় এবং

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮।৩।২৬

ভারতে "ঋষভানপি জানামি সম্যক্ পূজিতলক্ষণান্। যেষাং মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে" ইত্যেবং গবামপি গোপ্যানি সন্তীত্যুহ্যম্। স কবিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ কাব্যা কাব্যং কবীনাং স্তুত্যঃ পুরু বহুবিধং রূপং পুষ্যতি আদায় পুষ্টং চ করোতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ দ্যৌরিবেতি। যথা দ্যুস্থাং দেবাঃ প্রতিযজমানং রূপভেদান্কৃত্বা যুগপদনেকান্যজ্ঞান্ গচ্ছন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। নভংতামিতিপ্রাগ্বৎ ॥ ৪ ॥

য আস্বংক আশয়ে বিশ্বাজাতান্যেষাম্। পরিধামানি মর্ম্মৃশ-দ্বরুণস্য পুরোগ যে বিশ্বেদেবা অনুব্রতং নভং তামন্যকে সমে ॥ ৫ ॥ (২)

"যস্মিন্ বিশ্বানি কাব্য" ইতি মন্ত্র প্রাগ্ব্যাখ্যাত। (ক)

তাঁহাদের "গুহ্য" গোপনীয় ব্যাপার সমূহ অবগত আছেন। এই গুহ্য বিষয় সম্বন্ধে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে— "ঋষভানপি জানামীত্যাদি"— আমি এমন সুলক্ষণাক্রান্ত বৃষভ সকলকে জানি যাহাদের মূত্র আঘ্রাণ করিয়া বন্ধ্যা ধেনু সমূহও সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। ইহাই গো-সকল সম্বন্ধে গোপনীয় বিষয়। "সঃ—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "কবিঃ" —সর্ব্বজ্ঞ, "কাব্য"—কবিগণের স্তবনীয়, "পুরুরূপং দৌরিব পুষ্যতি"— যেরূপ অন্তরিক্ষস্থিত দেবগণ যজমানের নিকট বিবিধরূপে যুগপৎ অনেক যজ্ঞে গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনি বহুবিধ রূপ ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু "অন্যকে যমে"—কুৎসিত দুঃশত্রুগণই "নভন্তাং" —সকলকে হিংসা করিয়া থাকে ॥৪॥

প্রথম কাণ্ডে "যস্মিন্ বিশ্বানি কাব্য"—এই মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৬।৩।২৭

(ক) প্রথম খণ্ডে ৩ মন্ত্রে।

তদনন্তরং মন্ত্রং ব্যাকুর্ম্মঃ। য আস্বিতি। আশেরতে অস্মিন্ ইত্যাশয়ো গৃহং তত্র। যঃ আসু গৃহিণীষু আসাং সমীপে অৎ কঃ অততি সততং গচ্ছতি বিদ্যতে ইত্যংকঃ যুগপৎ সর্ব্বাসু সন্নিহিতো যোগেন। তথা এষাং সন্নিহিতানাং ভ্রাত্রাদীনাং বিশ্বাসর্ব্বাণি জাতানি জন্মমাত্রাণি স্বভূতানি। সর্ব্বে পর্য্যাপ্ত সর্ব্বকামা ইত্যর্থঃ। বরুণস্য অপাং পত্যু গয়ে। "প্রাণা-বৈগয়া" ইতি শ্রুতেঃ (খ)। প্রাণভূতে গৃহে সমুদ্রে পুরঃ পুরোদেশে পশ্চিম-সমুদ্রস্য পূর্ব্বস্যাং দিশি সমীপে। দ্বারকায়া-মিত্যর্থঃ। ধামানি স্ত্রীণাং বন্ধুনাং চ পরিতঃ মর্মৃশৎ অতি-শয়েন পরামৃশতি। সর্ব্বেষাং গৃহকৃত্যং বিচারয়ন্নাস্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ যথা বিশ্বেদেবাঃ অনুব্রতং পতিব্রতং সর্ব্বেষাং যজ-

এস্থলে তাহার পরবর্ত্তী মন্ত্র ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। —"আশয়ে"— শয়নকক্ষে—"যঃ"—যিনি "আসু"—সমস্ত গৃহিণীগণের সমীপে "অৎকঃ —যুগপৎ বিদ্যমান ছিলেন অর্থাৎ যুগপৎ সকল মহিষীর সন্নিহিত ছিলেন এবং —"এষাং—সন্নিহিত ভ্রাতাদির—"বিশ্বাজাতানি"—নিখিল জন্ম মাত্র অর্থাৎ নিখিল জীবমাত্রেই পর্য্যাপ্তকাম হইয়াছিলেন। যিনি— "বরুণস্য"—বারিপতি বরুণের—"গয়ে"—প্রাণভূত ভবনে অর্থাৎ সমুদ্রে "পুরঃ"—পুরোদেশে অর্থাৎ পশ্চিম সমুদ্রের পূর্ব্বদিগ্ ভাগে—"ধামানি" —দ্বারকাধামে স্ত্রী ও বন্ধুগণের সহিত—"পরিমমৃশৎ"—সর্ব্বতোভাবে পরামর্শ করেন অর্থাৎ সকলের গৃহকৃত্য বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক অবস্থান করেন। যেরূপ "বিশ্বদেবা অনুব্রতং"—বিশ্বদেব সকল যজমানের গৃহে গৃহে প্রতীয়মান হয়েন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক মহিষীর গৃহেই যুগপৎ

(খ) বৃহদারণ্যকোপনিষদি ৫।১৪।৪

মানানাং গৃহং গৃহং প্রতীত্যর্থঃ। তথা যোগেন প্রতিগৃহম্ আস্তে তদীয়ানামস্মাকং নভস্তামন্যকে সমে ॥ ৫ ॥

অপিবৃশ্চপুরাণবৎব্রততেরিবগুষ্পিতমোজো দাসস্য দম্ভয়।
বয়ং তদস্য সংভৃতং বস্বিন্দ্রেণ বিভজে মহিনভস্তামন্যকে
সমে ॥৬॥ (৩)

অথাস্য স্ত্রীণামৈশ্বর্য্যং পারিজাতহরণে নারদ আহ। অপি বৃশ্চেতি। হে ভগবন্ গুষ্পিতং পুষ্পিতমপি ক্রমং ব্রততেরিব লতায়াঃ সকাশাৎ পুষ্পগুচ্ছমিব দিবঃ সকাশাৎ বৃশ্চ আচ্ছিদ্য পুরাণবৎ বিষ্ণুবৎ অদিতি পুত্রত্বেন ইন্দ্রস্য ভাগহারো ভূত্বেত্যর্থঃ। দাসস্য বিঘ্নকর্ত্তুরিন্দ্রাদেশ্চ ওজঃ সামর্থ্যং দম্ভয় নাশয়। বয়ম্ ঋষয়ঃ তৎপ্রসিদ্ধম্ অস্য বুদ্ধিস্থস্য অনেন কশ্যপেন পিত্রা সম্ভৃতং সঞ্চিতং পারিজাতাখ্যং বসু ধনম্

বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু "অন্যকে সমে"—অপর কুৎসিত শত্রুগণ আমাদের "নভস্তাং"—হিংসা করিয়া থাকেন ॥৫॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের ঐশ্বর্য্য, পারিজাতহরণ-ব্যাপারে নারদ প্রকাশ করিতেছেন—"হে ভগবন্! "গুষ্পিতং"—পুষ্পিত বৃক্ষকে "ব্রততে রিব"—লতা হইতে পুষ্পগুচ্ছ সংগ্রহের ন্যায় স্বর্গ হইতে "বৃশ্চ" বিচ্ছিন্ন করিয়া— পুরাণবৎ"—বিষ্ণুবৎ অদিতি পুত্ররূপে ইন্দ্রের ভাগহারী হইয়া—"দাসস্য"—বিঘ্নকারী ইন্দ্রাদির "ওজঃ"—সামর্থ্য—"দম্ভয়"—নাশ কর। "বয়ং" আমরা (ঋষিগণ) "তৎ অস্য সংভৃতং" —তোমাদের পিতা কশ্যপের সঞ্চিত "বসু"—পারিজাত নামক বৃক্ষ

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮।১।২৪

ইন্দ্রেণ সার্দ্ধং তব বিভজেমহি বিভাগং করিষ্যামঃ। ঐরাবতা-দীনামুপভোগমিন্দ্রাদয়ঃ কুর্ব্বন্তু পারিজাতং তু তদীয়মত্র দাপয়িষ্যামঃ। এতেন পারিজাতহরণং শত্রুমদভঙ্গশ্চ প্রোক্তঃ। নভন্তামিতি প্রার্থং ॥ ৬ ॥

বাসয়সীব বেধসস্ত্বন্নঃ কদা ন ইন্দ্র বচসো ন বুবোধঃ।
অস্তস্তাত্যাধিয়ারয়িংস্মু বীরংপৃক্ষো নো অর্বান্ন্য-
হীতবাজী ॥৭॥ (১)

তদেবং সন্নিহিতানাং মনোরথপূরণং কৃতম্। দেশান্তর-স্থানামপি তৎকৃতমিতি দ্রৌপদ্যাহ। বাসয়সীবেতি। হে বেধসঃ ইদং ব্রহ্মণোপি পরমেশ্বর ত্বং নঃ অস্মান্ কৌরবসভায়াং দুঃশাসনেনোপস্পৃষ্টবস্ত্রান্। বহুত্বং পূজায়াম্। বস্ত্রান্তরৈ

"ইন্দ্রেন"—ইন্দ্রের সহিত তোমার—"বিভজেমহি"—বিভাগ করিয়া দিব। ঐরাবতাদির উপভোগ ইন্দ্রাদি করিবেন কিন্তু পারিজাত আপনার অংশেই প্রদান করাইব। ইহাতে পারিজাত হরণ ও ইন্দ্রের গর্ব্বনাশ কথিত হইল। কিন্তু "অর্ন্যকে সমে,,—অপর কুৎসিত শত্রুগণ হিংসা করিয়া থাকে ॥৬॥

তিনি যেমন এইরূপে সন্নিহিত জনগণের মনোরথ পূর্ণ করিয়া-ছিলেন, সেইরূপ দেশান্তরস্থিত জীবগণেরও মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী বলিতেছেন—"হে বৈধসঃ!"—হে ব্রহ্মন্! হে পরমেশ্বর! "ত্বং" আপনি "নঃ"—কৌরব সভায় দুঃশাসন কর্তৃক আমার বস্ত্র সকল আকর্ষিত হইলে বস্ত্রান্তর দ্বারা আমাকে "বাসয়সীব"—আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। উপরের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া লইবার পূর্ব্বেই আপনি

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৫ ৪।৪

বাসয়সীব আচ্ছাদয়সীব। উর্ধ্বোর্ধ্ব বস্ত্রাপগমোত্তরমন্তরা-চ্ছাদিতমেব আত্মানং পশ্যামি ন ত্বনাচ্ছাদ্যমানম্। তেন বাসয়সীবেত্যনুমীয়স ইত্যর্থঃ। নঃ অস্মাকং বচসঃ প্রার্থনা-বাক্যং দূরদেশস্থশ্চ কদা বুবোধ বুদ্ধবানসি। ত্রাহীতি বাক্যো-চ্চারণাৎ প্রাগেব ত্রাণং কৃতবানসীত্যর্থঃ। কিং চ অস্তং গৃহং রয়িং রাজ্যাদিকং ধনং সুবীরং পরিক্ষিদাখ্যং পুত্রং চ তাত্যা তৎপালনেন ধিয়া বুদ্ধিসাচিব্যেন চ পৃক্ষঃ পৃতনাঃ ক্ষিণোতীতি শত্রুসৈন্যহন্তা অর্ব্বা নিত্যসন্নিহিতঃ বাজী বেগবান্ নঃ অস্মান্ স্যুহীত অবসৎ প্রাপিতবান্। জয়দ্রথবধাদৌ হি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গাৎ অর্জুননাশে পাণ্ডবানাং গৃহমেব উচ্ছিন্নং স্যাৎ। অতো গৃহস্য সংরক্ষণম্ ত্বয়ৈব কৃতম্। এবমন্যদপি জ্ঞেয়ম্ ।৭॥

অপর বস্ত্র দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, এইরূপ দেখিয়াছি আমি নিজেকে অনাচ্ছাদিত দেখি নাই। "নঃ বচসঃ"—আমাদের আপনি দূরদেশস্থ হইয়াও কখন "বুবোধি"—বুঝিতে পারিলেন? "ত্রাহি" - এই বাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই আপনি আমাকে ত্রাণ করিয়াছেন। অপিচ "অস্তং গৃহংরয়িং"—রাজ্যাদি সম্পদ্ "সুবীরং" পরীক্ষিৎ নামক পুত্রকে—"তাত্যা"—প্রতিপালনের নিমিত্ত প্রদান করিতে "ধিয়া"—বুদ্ধিবলে "পৃক্ষঃ"—শত্রুসৈন্য নিধন করিয়াছেন; "অর্ব্বা"—নিত্যসন্নিহিত ও "বাজী"—বেগবান্ হইয়া "নঃ"—আমাদিগকে "স্যুহীত"—আশ্রয়প্রাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। জয়দ্রথবধ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হেতু অর্জ্জুনের বিনাশ ঘটিলে পাণ্ডবদিগের আর আশ্রয়ের স্থান থাকিত না। তাই, আপনি তাঁহাদের গৃহ সংরক্ষণ করিয়াছেন। এইরূপ অপর ব্যাপারও জানিবেন ॥৭॥

মানো অগ্নেবীর তে পরোদাত্বর্ব্বাসমে মতয়েমানো অস্মৈ ।
মানঃ ক্ষুধেমারক্ষস ঋতাবো মানোদমে মাবন

আজুহূর্থাঃ ।৮॥ (২)

অগ্নি প্রসাদাৎ স্বয়ং স্বোৎপত্ত্যগ্র্যুপাধিকমেব ভগবন্তং স্তৌতি দ্রৌপদ্যেব। মানো অগ্ন ইতি। হে অগ্ন নঃ অস্মান্ বীরাৎ বিক্রান্তাত্তে অর্জ্জুনাদন্যস্মৈ স্বয়ম্বরকালে মা পরাদাঃ ন পরাকৃত্য দত্তবানসি। তথা দুর্ব্বাসমে ঋষয়ে বনে দুর্য্যোধন বচনাদকালেঽভ্যাগতায়। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। তস্য অমতয়ে বিরোধি বুদ্ধয়ে যত্তকালেপি গতং মাং শিষ্যৈঃ সহিতং ন ভোজয়িষ্যন্তি তর্হি সর্ব্বান্ পাণ্ডবান্ শাপেন ভস্মীকরিষ্যামী

অনন্তর যজ্ঞাগ্নি হইতে জন্ম হওয়ায় দ্রৌপদী স্বীয় উৎপত্তিকারণভূত অগ্র্যুপাধিক শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিতেছেন—"হে অগ্নঃ!"—হে ভগবন্! "নঃ"—আমাকে "বীরতে"—পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কাহাকে "মা পরোদা"—অবজ্ঞা করিয়া দান কর নাই। অর্থাৎ স্বয়ম্বর কালে অন্য সকলকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল মহাবীর অর্জ্জুনের করেই আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এবং "দুর্ব্বাসকে" দুর্য্যোধনের অনুরোধে দুর্ব্বাসা ঋষি অকালে অর্থাৎ আমার (দ্রৌপদীর) ভোজনান্তে আশ্রমে অতিথি হইলে তাঁহার "অমতয়ে"—এই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল যে, এই অসময়ে সশিষ্য আমাকে ভোজন করাইতে না পারিলে সমস্ত পাণ্ডব কুলকে অভিশাপ প্রদানে ভস্মীভূত করিব "এইরূপ "অস্যৈ" —ঋষির বুদ্ধি উপস্থিত হইলে আপনি "নঃ"—আমাদিগকে "মাদা" —সেই ব্রহ্মশাপে পতিত হইতে দেন নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মা কোপানল

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৫।১।২৬

ত্যেবং রূপায় অস্যৈ বুদ্ধিস্থায়ৈ নঃ মা দাঃ। মানঃ ক্ষুধে। বনে সূর্য্যপ্রসাদাৎ ক্ষুধে স্বাত্মায় নঃ মাদাঃ। মা রক্ষসে ভীমার্জুনয়োঃ পরোক্ষে ধর্ম্মরাজং মাং চ হৃতবতে ব্রাহ্মণরূপায় রক্ষসে নোঽস্মান্ মা দাঃ। হে ঋতাবঃ ঋতেন সত্যেন বাতীতি ঋতবঃ তস্য সম্বোধনং হে ঋতবঃ। দৈর্ঘ্যং সাংহিতিকম্। হে সত্য পক্ষপাতিন্ দমে গৃহে কৌরবসভায়াং নোঽস্মান্ আজুহূর্থাঃ দুঃশাসনাদিদ্বারা মা ন আজুহূথাঃ। ন প্রসহ্য হৃতবানসি। তত্র তত্র ব্যাধিতুমাগতেষু শত্রুষু রক্ষিতবানসীত্যর্থঃ ॥৮॥

উৎসমুদ্রান্ মধুনাউর্ম্মিরাগাৎ সাম্রাজ্যায় প্রতরং দধানঃ।
অমীচ যে মঘবানো বয়ং চেষমূর্জং মধুমৎসস্তরেম ।৯॥ (১)

অথ হরিবংশে উপবৃংহিতাং ভগবতঃ সমুদ্রে সলীলক্রীড়া-

হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। "ক্ষুধে"—বনবাসকালে সূর্য্যপ্রসাদেক্ষুধার-কবলে "নঃ মাদা"—আমাদিগকে পতিত হইতে দেন নাই। "মা রক্ষসে"—ভীমার্জ্জুনের অনুপস্থিতিতে ব্রাহ্মণ বেশে রাক্ষস ধর্ম্মরাজ ও আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন "নঃ"—আমাদিগকে "মাদা"—লইয়া যাইতে দাও নাই। "হে ঋতাবঃ!"—হে সত্য পক্ষপাতিন্! "দমে—কৌরবসভায় "নঃ"—আমাদিগকে "আজুহূর্থাঃ"—দুঃশাসনাদি দ্বারাও হৃত হইতে দাও নাই। যে যে স্থলে শত্রু আমাদের অনিষ্টসাধন করিতে আগমন করিয়াছে, সেই সেই স্থলেই আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন ॥৮॥

অনন্তর হরিবংশবর্ণিত ভগবানের সমুদ্র ক্রীড়া এই ঋকে বিবৃত

---

(১) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৬৷৩৷২৭

মন্ত্রবর্ণস্তি মন্ত্রঃ। উৎসমুদ্রাদিতি। ক্ষীরোদাদপি মধুনা মধুমান্ অমৃতময়ঃ ঊর্ম্মিঃ উদাগাৎ উদ্গতঃ। (ক) স চ সাম্রাজ্যায় সম্রাট্ সর্ব্বরাজাধিরাজঃ হরিঃ তস্যেদং লীলাকর্ম্ম সাম্রাজ্যং তস্মৈ কৃষ্ণস্য ক্রীড়ার্থং তরং প্রকর্ষেণ দধানঃ। স এব সমুদ্রস্ত-মূর্ম্মিং বিপুলতরঃ কৃত্বা ধত্ত ইত্যর্থঃ। অমীচ পুরোবর্ত্তিনো মঘবানঃ ইন্দ্রতুল্যাঃ যে বা সন্তি বয়ং চ মানুষাঃ সর্ব্বে সহৈব ইষং অন্নম্ উর্জ্জং রসং চ মধুমৎ অমৃত স্বাদুমৎ সন্তরেম বিহারে স্বীকুর্ম্মঃ। স্বার্থমীশ্বরার্থং চেতি ভাবঃ।৯॥

স সমুদ্রো অপীচ্যস্তুরো দ্যামিবরোহতি নিযদাস্ত্যজুর্দধে।
সমায়া অর্চিনা পদাস্তৃণান্নাকমারুহন্নভং তামন্তকে
সমে॥১০॥ (২)

এবং সমুদ্রে ক্রীড়তা ভগবতা স্বর্লোকং প্রত্যপি গত-

হইয়াছে যে,—"সমুদ্রাৎ"—ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে "মধুনা ঊর্ম্মিঃ—উদ্গত হইয়াছিল। সেই সমুদ্র "সাম্রাজ্যায়",—সর্ব্বরাজাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা সাম্রাজ্যকে ক্রীড়ার নিমিত্ত "প্রতরং"—প্রকৃষ্টরূপে "দধানঃ"—ধারণ করিয়াছিল। অর্থাৎ সমুদ্র সেই উর্ম্মিকে বিপুলতর করিয়া ধারণ করিয়াছিল। "অমী"—ঐ পুরোবর্ত্তী "মঘবানঃ"—ইন্দ্র তুল্য যাঁহারা বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা এবং "বয়ং"—আমরা মনুষ্যসকলের সহিত "ঈষং"— অন্ন ও "উর্জ্জং"—রসকে "মধুমৎ"—অমৃতস্বাদুময়রূপে "সন্তরেম"—ভগবানের লীলা বিহরার্থ স্বীকার করিয়া লইতেছি॥৯॥

এইরূপ সমুদ্র ক্রীড়ারত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাই যে স্বর্লোক প্রাপ্তি

(ক) উবাহ সর্ব্বনন্দ্যাঢ্যং বারি মহোদধিঃ।
তোয়ং চালাবণং মৃষ্টং বাসুদেবস্য শাসনাৎ॥
হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি ৮৮।২৩

(২) ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৬।৩।২৭

মিত্যাহ। স সমুদ্র ইতি। যো বিষ্ণুনা ক্রীড়াপুষ্করিণীকৃতঃ স প্রসিদ্ধঃ সমুদ্রঃ অপীচ্যো রম্যতমঃ তুরো বেগবান্ দ্যাং রোহন্তীব স্বর্গাপেক্ষয়া স্বস্যাধিক্যং দর্শয়ন্তীব। যৎ যতঃ আসু সামুদ্রীষু অপ্সু যজুর্যজ্ঞেশ্বরো ভগবান্ নিদধে স্বয়মেব ক্রীড়ার্থং স্বাত্মানং স্থাপিতবান্। স যজুঃ শব্দিতঃ মায়াঃ অপরিমিত স্ত্রীপুত্রবন্ধ্বাদিরূপেণ দর্শিতাঃ অস্তৃণাৎ হিংসিতবান্ সর্ব্বাসাং মায়ানামুপসংহারং চকারেত্যর্থঃ। মায়াঃ। পুতনা-বধাদিলীলাঃ অস্তৃনাৎ বিস্তারিতবান্ ইতি বা। তত্র হিংসায়াং হেতুঃ—অর্চ্চিনাপদেতি। অর্চ্চিনা পূজ্যেন অর্চ্চিরাদিমার্গ পর্ব্ববতা পদেন বৈকুণ্ঠাখ্যস্থানেন তৎপ্রাপয়িতুমিত্যর্থঃ। ততশ্চ স্বয়মপি তাভির্নারীভিঃ সহ নাকং স্বর্গমারুহৎ আরূঢ়-

---

হয়, তাহাই এই ঋকে বর্ণিত হইতেছে—"সঃ সমুদ্রঃ"—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা যাহা লীলা-সরসী স্বরূপ হইয়াছিল সেই সমুদ্র—"অপীচ্যঃ"—অতি রমনীয়—"তুরোঃ"—বেগবান্ হইয়া দ্যাং "রোহন্তিইব"—স্বর্গাপেক্ষাও নিজের উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন। "যৎ"—যেহেতু "আপু"—সমুদ্রের জলে "যজুঃ"—যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে "নিদধে"—স্বয়ং লীলাবিহারার্থ আপনাকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। "স"—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "মায়াঃ"—অপরিমিত স্ত্রীপুত্র বন্ধু প্রভৃতিরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন। এবং "অস্তৃণাৎ"—সমস্ত মায়ার উপসংহার করিয়াছিলেন। অথবা পুতনাবধাদি লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। এস্থলে হিংসাসঙ্গে "অর্চ্চিণাপদ"—অতি শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠধামে তাহাদিগের স্থান দিবার নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। তাহারা সেই নারীগণের সহিত "নাকং আরুহৎ" স্বর্গধামে গমন

বান্ যঃ তমেব কীর্ত্তয়। কামক্রোধাদ্যাঃ সমে সর্ব্বে অন্যকে কুৎসিতাঃ শত্রবো নানাযোনিপ্রদত্বাৎ নভং তাং মা ভূবন্নশ্যন্তা-মিত্যর্থঃ। ততশ্চ নির্ব্বিঘ্নেন বয়মপি ভগবৎস্বরূপানন্দং প্রাপ্স্যাম ইত্যর্থঃ ॥১০॥

বাক্যার্থে ব্যাসবাল্মিকী পদার্থে যাস্কপাণিনী।
রামকৃষ্ণ কথাং মন্ত্রৈর্গায়েতে মম নায়কৌ ॥১॥
সার্দ্ধং শতদ্বয়মৃচাং রামকৃষ্ণ কথানুগং।
দর্শিতং ভগবাংস্তেন তুষ্যতাৎ সাত্বতাং পতিঃ ॥২॥

।মৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদা ধুরন্ধর চতুর্ধর বংশাবতংস গোবিন্দ সূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ সোদ্ধৃতমন্ত্রভাগবত ব্যাখ্যায়াং মন্ত্ররহস্য প্রকাশিকায়াং মথুরাকাণ্ডশ্চতুর্থঃ ॥৪॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ প্রকাশিকাব্যাখ্যাসহিতঃ ॥

করিয়াছিলেন। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন কর। "সমে অন্যকে" —কামক্রোধাদি অন্য সকল কুৎসিত শত্রুগণ নানাযোনি প্রদান করায় "নভস্তাং"—তাহাদের বিনাশ সাধন কর। তাহা হইলে আমরাও নির্ব্বিঘ্নে ভগবৎ স্বরূপানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হই ॥১০॥

বাক্যার্থ প্রকাশে ব্যাস ও বাল্মিকী এবং পদের অর্থ বিশ্লেষণে যাস্ক ও পাণিনীই প্রসিদ্ধ। ইঁহারাই আমার এই কার্য্যের নায়ক। উঁহারাই ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকথা মন্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥১॥

রামকৃষ্ণ লীলাকথার অনুবর্ত্তী সার্দ্ধ দুই শত ঋক্ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে ভগবান সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হউন ॥২॥

ইতি শ্রীমন্ত্রভাগবতে ব্যাখ্যানুবাদে চতুর্থ মথুরাকাণ্ড সমাপ্ত ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

ইতি গ্রন্থ সম্পূর্ণ।